উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৬৭৪.৯২ (-৫৫৮.৭২)

নিফটি : ২৫,৮০৭.২০ (-১৪৬.৬৫)

দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ ২৬২ কোটি টাকা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩০°	১৩°	৩০°	১২°	৩০°	১২°	২৭°	১৫°

নির্মলার নিশানায় বাংলা, প্রসঙ্গ চা ৭

ঈশান-ঝড়ে বার্তা পাকিস্তানকে হাফ সেঞ্চুরি হার্দিকেরও ১২

শিলিগুড়ি ৩০ মাঘ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 13 February 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 265

দুরমুশ জামায়াত

পয়লা পারে ভোট

এই প্রথম 'নৌকাহীন' ভোট বাংলাদেশে। প্রহসনের অভিযোগ তুলে আগেই ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিল আওয়ামী লিগ। বাস্তবেও সিংহভাগ দেশবাসী ভোট দিলেন না। দিনশেষে ভোট মাত্র ৪৭.৯১ শতাংশ।

প্রবেশপথে কড়াকড়ি। উচ্চমাধ্যমিকের প্রথমদিনে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

উত্তরের খোঁজে

হাসিনাকে আসলে ভোলেনি বাংলাদেশ

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ইসলামপুর বা জলপাইগুড়ি থেকে পঞ্চগড় খুব কাছেই। বেলা দশটা নাগাদ সেখানে ভোট দিয়ে এনসিপি নেতা সারজিস আলম বলে দিলেন, 'প্রশাসন শান্তিপূর্ণভাবে ভোট না করলে আমরা কাউকে জিততে দেব না।' একেবারে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি। উপমহাদেশের সব দলের নেতারাই হারলে বলেন শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়নি। সারজিস তার ব্যতিক্রম নন।

তার কিছুক্ষণ পরে ঢাকা শহরে ভোট দিয়ে যাওয়ার পর বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান যা বললেন, তার মধ্যেও সেই ভয় পাওয়ার প্রতিধ্বনি। 'বিভিন্ন জায়গায় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটছে। একটি নির্দিষ্ট দল এরকমভাবে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। এটা মানা হবে না।' কোনও পার্টির নাম করেননি তারেক। তবে বোঝাই গেছে, তাঁর লক্ষ্য জামায়াতে জোট।

দুই পার্টির দুই বড় নেতার আরও ভয় পাওয়ার কারণ, ভোটের হার অস্বাভাবিক কমে যাওয়া।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ভোটের হারের সংখ্যা বলাই হয়নি। অবিশ্বাস্য ঢাকঢাক গুড়গুড় চলছে অনেক রাত পর্যন্ত। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হল। এটা আসলে স্পষ্টই আওয়ামী লিগের জয়। নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনার পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভোট বয়কটের। সংখ্যাতত্ত্ব বলছে, দেশের প্রায় অর্ধেক লোক ভোট দেয়নি। অবশ্যই যারা আওয়ামী লিগের সমর্থক। হাসিনা তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভোট না দেওয়ায়।

আওয়ামী লিগের অধিকাংশ হিন্দু সমর্থককে বরং ভোট দিতে যেতে হয়েছেই।

এরপর দশের পাতায়

ভোটের রাজপথে মহিলারা। কড়া নিরাপত্তায় মোতায়েন ঘোড়সওয়ার পুলিশ। গণনার জন্য ঢালা হচ্ছে ব্যালটপেপার। ঢাকায় বৃহস্পতিবার।

নিরঙ্কুশ জয়ের পথে তারেকের বিএনপি

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রাথমিকভাবে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস মিললেও রাত বাড়তেই 'খেলা ঘুরল' বাংলাদেশে। প্রদত্ত ভোটের হার কম হওয়ায় সকাল থেকেই আশঙ্কা ছিল উভয় শিবিরে। যদিও ভারতীয় সময় রাত আড়াইটের হিসেব অনুযায়ী, জামায়াতের থেকে অনেকটাই এগিয়ে বিএনপি। বাংলাদেশের সরকারি তথ্য বলছে, ঘোষিত ৭৭টি আসনের মধ্যে বিএনপি ৬৪, জামায়াত ৭, নির্দল ১ ও অন্যান্যরা ৫টিতে জয়ী হয়েছে। বেসরকারিভাবে ইঙ্গিত, দেড়শোর বেশি আসনে জয়ী অথবা এগিয়ে রয়েছে বিএনপি।

দিনে অবশ্য পরিস্থিতি ছিল একেবারেই আলাদা। সকালের দিকে বুথ প্রায় ফাঁকা দেখে দলের নেতা-কর্মীদের সক্রিয় হতে বিবৃতি দিতে হয় বিএনপিকে। যে বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমাদের জন্য এমন পরিস্থিতি শুভ নয়। যত বেশি মানুষ ভোট দেবে, তত আমাদের ভোট বাড়বে।'

অন্যদিকে, জামায়াতে ইসলামির আমির শরিফুর রহমান নির্বাচন ঠিকঠাক হচ্ছে না বলে কার্যত ফলাফল না মানার হুমকি দেন। একই সুর শোনা যায় জামায়াতে সঙ্গী এনসিপি'র নেতা সারজিস আলমের মুখে। দুপুর গড়ালে অবশ্য ঢাকার গুলশান থেকে সিলেট বা চট্টগ্রামের বুথগুলিতে লম্বা লাইন চোখে পড়েছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখ করার মতো।

নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পড়ুয়ার কথায়, 'আগে ভোট দিতে পারতাম না, আজ নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে মনে হচ্ছে সত্যিকারের নাগরিক হলাম।' যদিও নির্বাচন নির্বিঘ্নে বা পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ বলার উপায় নেই। নিরাপত্তার ব্যাপক বন্দোবস্ত থাকলেও বিক্ষিপ্ত হিংসার খবর মিলেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।

খুলনায় ভোটকেন্দ্রে জামায়াতের হামলায় এক বিএনপি নেতা প্রাণ হারিয়েছেন বলে অভিযোগ। মুন্সিগঞ্জে ভোটকেন্দ্রের বাইরে ককটেল বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন। তার মধ্যে আনসারি বাহিনীর কয়েকজন ছাড়াও একজন শিশু ছিল। মৌলভীবাজারে এক চা শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু ও রংপুরে পুলিশের গুলিতে দুই বিক্ষোভকারীর মৃত্যুর খবর কলঙ্কিত করেছে গণতন্ত্রের 'উৎসব'কে।

বাংলাদেশে ২৯৯টি আসনের এই ভোটগ্রহণ চলে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত। *এরপর দশের পাতায়*

'খুশি রাখার' টাউন ব্লক কমিটি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : টাউন ব্লক কমিটিতে সব মিলিয়ে ১০০ জনের বেশি নেতা-নেত্রীর নাম। এর বাইরে পদাধিকার বলে আরও বেশ কিছু নেতা-নেত্রী কমিটির সদস্য। তৃণমূল কংগ্রেসের শহর ব্লক-২ (এ)-এর কমিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একটা শহর ব্লক কমিটিতে যদি এতজনকে নেতার জায়গা দেওয়া হয় তাহলে কর্মী হিসাবে কারা কাজ করবেন বলে অনেকেরই প্রশ্ন। কমিটির সহ সম্পাদক পদে জায়গা পাওয়া এক নেতা বললেন, 'আমরা সবাই নেতা। দলে কর্মী বলে আর কিছু নেই। সামনে ভোট থাকায় সবাইকে তুষ্ট করতেই এই কমিটি তৈরি হয়েছে। যা কার্যত মূল্যহীন।' দলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রয়ালের অবশ্য বক্তব্য, 'আমরা সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক। এখানে নেতা-কর্মী বলে আলাদা কিছু নেই। সবাই দলের জন্য নিজের সবটুকু দিয়ে কাজ করি। এখানে খাতায়-কলমে একটু কম-বেশি নাম থাকলেও ক্ষতি নেই।'

গত ডিসেম্বর মাসে তৃণমূলের শহর এবং গ্রামের ব্লক সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই ব্লকগুলিতে পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার টাউন ব্লক-২ (এ)-এর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই ব্লকের অধীনে পুরনিগমের ১২-২১ এই ১০টি ওয়ার্ড রয়েছে। আর এই টাউন ব্লক কমিটির তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্কের শুরু।

কমিটিতে একজন সভাপতির পাশাপাশি সহ সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে একজন করে, সহকারী সাধারণ সম্পাদক পদে ১০ জন, সম্পাদক ও সহ সম্পাদক পদে ১১ জন করে, কার্যনির্বাহী কমিটিতে ১৯ জন সদস্য রয়েছেন। এছাড়াও উপদেষ্টা এবং স্থায়ী আমন্ত্রিত হিসাবে কমিটিতে এই ব্লক কমিটির অধীনে থাকা এই ওয়ার্ডগুলির ১০ জন কাউন্সিলার, প্রতিটি ওয়ার্ড সভাপতি এবং বেদব্রত দত্ত, মদন ভট্টাচার্য, নিখিল সাহানি, সুস্মিতা সেনগুপ্ত সহ এই ব্লকের প্রায় ২৫ জন নেতা-নেত্রীকে কমিটিতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই টাউন কমিটির বাইরের একাধিক নেতা-নেত্রীকেও এই কমিটিতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

দলের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের এক নেতা বলছিলেন, 'আমাদের তো আর কর্মী বলে কিছু রইল না। ওয়ার্ড কমিটিতে কিছু নেতা রয়েছে। বাকি ওয়ার্ডের প্রায় সব নেতা-কর্মীই এখন শহর ব্লক কমিটিতে জায়গা পেয়ে গিয়েছেন। তাঁরা হয়তো আগামীতে আর ওয়ার্ডের কাজও সেভাবে করতে চাইবেন না।' অন্যদিকে মেয়র গৌতম দেবের ওয়ার্ডের এক প্রবীণ নেতার কথায়, 'বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে সিকি, আধুলি সবাইকে খাতায়-কলমে নেতা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এত বড় ব্লক কমিটি হয় নাকি? জেলা কমিটিতেও *এরপর দশের পাতায়*

- শিলিগুড়িতে তৃণমূলের শহর ব্লক-২ (এ) ব্লক কমিটিতে শতাধিক নেতার নাম থাকায় বিতর্ক
- ভোটকে মাথায় রেখে সবাইকে খুশি করার এই কৌশলকে মূল্যহীন ও অবাস্তব বলছেন দলেরই একাংশ
- পদমর্যাদার ভিড়ে মাঠের কর্মীসংকটে দলের সাংগঠনিক শক্তি ভবিষ্যতে দুর্বল হতে পারে বলে আশঙ্কা

DESUN HOSPITAL SILIGURI

যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে

• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট

24x7 Emergency
90 5171 5171

রাহুলকে সংসদ থেকে সরানোর প্রস্তাব পদ্মের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ বাতিলের দাবিতে প্রস্তাব পেশ হল লোকসভায়। একইসঙ্গে সারাজীবনের জন্য তাঁর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। বিজেপির পক্ষে প্রস্তাবটি পেশ করেন গোড্ডার সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তাঁর আগে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু লোকসভার বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের প্রস্তাব আনা হবে বলে জানিয়েছিলেন।

গত কয়েকদিন ধরে লোকসভায় কার্যত ভাষণ দিতে দেওয়া হয়নি কংগ্রেস সাংসদ রাহুলকে। বারবার বাধা দেওয়া হয়েছে। অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধেও রাহুলকে সুযোগ না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল এমএম নারাভানের লেখা বই থেকে রাহুল উদ্ধৃতি দেওয়ার চেষ্টা করায় শাসক শিবিরের রোষে পড়েছেন।

সেই বিতর্ক চলতে চলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দেশের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে তিনি ভারতকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। এতে চরম অস্বস্তিতে বিজেপি এবার রাহুলকে সংসদ থেকে সরাতে চাইছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

অবাস্তব বহুতল পার্কিং প্রকল্পে প্রশ্ন

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘদিনের দাবি। তা মেটাতে উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেটি আদতে কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

পাহাড়ের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত শিলিগুড়ি শহর সমানে বেড়ে চলা যানবাহনের ভারে কাবু। রোজকার যানজট আর পার্কিংয়ের তীব্র সমস্যায় এই শহর বহুদিন থেকেই ভুগছে। শহরের ঘিঞ্জি রাস্তায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেরাতে একটি আধুনিক বহুতল পার্কিং জোন গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পুরনিগমের পার্কিং বিভাগের মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শা বললেন, 'পায়েল সিনেমা মোড় লাগোয়া সেবক রোড সংলগ্ন এলাকায় পুরসভার নিজস্ব জমিতেই পার্কিং জোন গড়ে তোলা হবে।' পুরসভার তরফে ইতিমধ্যেই প্রকল্পের ডিপিআর পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

কিন্তু শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে সেবক রোডে এই পার্কিং জোন কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে অনেকেই সংশয়ে। তীব্র কটাক্ষের সুরে বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'এটি পরিকল্পনাহীন সিদ্ধান্ত। মূল সমস্যা শহরের বুকে রয়েছে। আর প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে বহুতল পার্কিং গড়া হচ্ছে। এতে কি আদৌ সমস্যা মিটবে? বরং এতে করে শহরকে আরও বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।'

বাণিজ্যনগরী শিলিগুড়িতে প্রতিদিন প্রতিবেশী জেলা ও পাহাড় থেকে অসংখ্য মানুষ আসেন। হিলকার্ট রোড বা বিধান রোডের মতো ব্যস্ততম এলাকায় পার্কিংয়ের জায়গা যেন সোনার পাথরবাটি। দিনের ব্যস্ত সময়ে যাঁরা ঠিকমতো যানবাহন পার্কিংয়ের সুযোগ পান তাঁরা নিজেদের রীতিমতো সৌভাগ্যবান বলেই মনে করেন। দীর্ঘদিনের সমস্যা মেটাতে এবারে পুরসভা উদ্যোগী হলেও প্রকল্পের স্থান নির্বাচন নিয়ে বিতর্কের মেঘ জমতে শুরু করেছে।

৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অলোক পালের দাবি, 'বাইক পার্ক করার ক্ষেত্রে মূলত হিলকার্ট রোড সংলগ্ন এলাকায় সমস্যার মুখে পড়তে হয়। এই পরিস্থিতিতে অতদূরে বহুতল পার্কিং গড়ে তোলা হলেও খুব একটা লাভ হবে না। উলটে সমস্যায় পড়তে হবে।' ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অর্জুন দাসের কণ্ঠেও একই সুর শোনা গেল, 'বহুতল পার্কিং ব্যবস্থায় গাড়ি ও বাইকের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকবে না। তবে, অতদূর পার্কিং জোন গড়ে উঠলে খুব একটা সমস্যার সমাধান হবে না।' জনমানসে এমন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শা অবশ্য অবিচল। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শহরের দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধান মিলবেই বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

পুরনিগম সূত্রে খবর, প্রায় এক বিঘা জমির ওপর পিপিপি মডেলে এই বহুতল ভবনটি নির্মিত হতে পারে। *এরপর দশের পাতায়*

- শিলিগুড়ি পুরনিগম সেবক রোডের নিজস্ব জমিতে একটি অত্যাধুনিক বহুতল পার্কিং জোন গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- শহরের মূল কেন্দ্র থেকে পার্কিং জোনটি অনেক দূরে হওয়ায় এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে
- বিরোধী দল ও সাধারণ মানুষ এই পরিকল্পনাকে অদূরদর্শী বললেও পুরসভা এর সাফল্য নিয়ে নিশ্চিত

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ধর্না অতীত, সুখী ঘরকন্নায় অনন্ত-লিপিকা

চলছে ভালোবাসার সপ্তাহ। এই সময়জুড়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় থাকছে ভালোবাসা নিয়ে নানা অভিনব কাহিনী। আজ ধূপগুড়ির সেরকমই সাড়াজাগানো এক গল্প।

ভালোবাসার গল্প

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : জিগর মুরাদাবাদি নামটা সবার পরিচিত না হলেও তাঁর লেখা গজলের বিখ্যাত পংক্তি 'ইয়ে ইশক নেহি আসান ইতনা সমঝ লিজিয়ে, এক আগ কা দরিয়া হ্যায় অউর ডুব কে যানা হ্যায়' শোনেননি এমন লোক খুঁজে পাওয়া ভার। ফাইভ জি'র যুগে যতই মনে হোক প্রেম প্রযুক্তি ও মুঠোফোনে বিন্দ হয়েছে, আসলে তেমনটা নয়। ঘাম-রক্ত-চোখের জল, মনের আকুতি মিলেমিশে প্রেম যে আজও পুরোপুরি রক্তমাংসের মানুষের যুক্তিতর্কের ঊর্ধ্বে একরোখা চাওয়ার ওপরেই নির্ভরশীল তার প্রমাণ বারবার মিলেছে। আজ থেকে ছয় বছর আগে এভাবেই এক বিকেলে অমোঘ প্রেমের টানেই ছাই থেকে ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠেছিলেন অনন্ত বর্মন নামে তরুণ।

২০১৯ সালে অনন্ত বর্মনের ধর্নার ছবি। বর্তমানে স্ত্রী লিপিকার সঙ্গে অনন্ত।

আট বছরের প্রেমকে হারিয়ে দিয়ে প্রেমিকার বাড়ির লোকেরা অন্যত্র মেয়েকে বিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে শুনে ঠিক থাকতে পারেননি আপাত নিরীহ ছেলেটা। ধূপগুড়ি ফুটবল ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড অনন্ত নিজের প্রেমকে বাজি রেখে প্ল্যাকার্ড লিখে ধর্নায় বসেছিলেন প্রেমিকা লিপিকার বাড়ির সামনে। প্রায় ৩০ ঘণ্টার সেই ম্যারাথন ধর্না নেট দুনিয়ায় ঝড় তুলেছিল। শেষপর্যন্ত তার মধুরেণ সমাপয়েৎ হয় মালাবদলের মাধ্যমে।

অনন্ত-লিপিকার প্রেম ও বিয়ে নেটিজেনদের কাছে 'গোট' তকমা পেলেও সেই ভাইরাল দুনিয়া থেকে বহু দূরে আজ একেবারেই ছাপোষা সুখী ঘরকন্নায় মেতে রয়েছেন তাঁরা দুজনে। ছয় মাসের শিশুকন্যা এবং স্ত্রী লিপিকাকে নিয়ে সবজির আড়তদার অনন্ত এখন পুরোদস্তুর গৃহস্থ। যে শ্বশুরবাড়িতে একসময় তিনি ছিলেন ব্রাত্য সেখানেও বড় জামাই হিসেবে সম্মানের অবস্থান তাঁর। প্রেম পেতে ধর্না-ট্রেন্ডের জনক হিসেবে তাঁকে তুলে ধরা হলেও লাজুক অনন্তর কথায়, 'হিসেবনিকেশ কষে সেদিন ধর্নায় বসিনি। কেন যেন মনে হয়েছিল সেটাই একমাত্র পথ। লিপিকাকে না পেলে বাকি জীবনটাই অর্থহীন হয়ে যেত। ধর্নায় বসা ছাড়া আর কোনও উপায় সেদিন মাথায় আসেনি।

এরপর দশের পাতায়

দিনভর জনহীন সীমান্ত

ওপারে ভোট, বন্ধ দু'দেশের যাতায়াত ও বাণিজ্য

নিউজ ব্যুরো

খাঁখাঁ করছে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত। (ডানে) হিলিতে চেকপোস্টে পর্যটকদের উঁকিঝুঁকি।

১২ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে ভোট ছিল। সীমান্তের ওপারের ভোটের দিন প্রায় জনশূন্যই রইল চ্যাংরাবান্ধা, হিলি এবং ফুলবাড়ি সীমান্ত এলাকা। সীমান্ত এলাকায় এদিন প্রায় সব দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ছিল। ঝাঁপ খোলেনি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রেরও। চ্যাংরাবান্ধা এবং হিলির সীমান্ত এলাকায় যাঁরা দোকান চালান তাঁরা জানিয়েছেন, কোভিডের পর সীমান্তের এইরকম শুনসান পরিবেশ তাঁরা দেখেননি।

চ্যাংরাবান্ধার ইমিগ্রেশন চত্বর এদিন অঘোষিত বনধের চেহারা নিয়েছিল। নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন কেন্দ্র বন্ধ ছিল, তাই ভারতের ইমিগ্রেশন সেন্টার খোলা থাকলেও কোনও কাজকর্ম হয়নি। যদিও সমস্ত আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। বন্ধ ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যকেন্দ্রও। বন্ধ ছিল হোটেলগুলোও। স্টেশনারি সামগ্রীর দোকানদার রবি দে বলেন, 'যদি কিছু বিক্রিবাটা হয় এই আশায় দোকান খুলেছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচনের জন্য সীমান্ত জনশূন্য থাকায় এদিন সেভাবে বিক্রি হয়নি। এত নির্বাচন দেখেছি, কিন্তু এইরকম জনশূন্য সীমান্ত এই প্রথম দেখলাম।'

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রের কর্মী হিরু সেন বলেন, 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য বহুদিন ধরেই বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসা যাত্রীর সংখ্যা কমে গিয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র মেডিকেল ভিসা এবং স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে কিছু মানুষ বাংলাদেশ থেকে এই দেশে আসেন, নির্বাচনের কারণে ওদেশের ইমিগ্রেশন সেন্টার বন্ধ থাকায় এদিন তাঁরাও আসেননি। তাই আমরাও মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্র বন্ধ রেখেছিলাম। বাংলাদেশে নতুন সরকার আসার পর যদি ফের যাত্রীদের আনাগোনা বাড়ে, তাহলে সকলেই উপকৃত হবেন।'

ইমিগ্রেশনের মতো এদিন আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরও জনশূন্য ছিল। নিরাপত্তা ছিল আঁটোসাঁটো। ভারতের সীমান্ত দেখতে অন্যান্য দিন সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের নাগরিকদের যে ভিড় দেখা যেত, এদিন সেই ভিড়ও চোখে পড়েনি।

মারিয়া বিবি ওই এলাকায় খাবারের দোকান চালান। তিনি বলেন, 'আমরা দিন আনা, দিন খাওয়া মানুষ। এদিন ব্যবসার অনেক ক্ষতি হল।'

নির্বাচনের কারণে এদিন ফুলবাড়ি সীমান্তে আমদানি-রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। শুধু কিছু বোল্ডারবোঝাই ট্রাক সীমান্তে দাঁড়িয়ে ছিল। ফুলবাড়ি এক্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জামির বাদশা বলেন, 'বহুদিন হল বাংলাদেশে স্থায়ী সরকার নেই। তাই ব্যবসার অনেক ক্ষতি হয়েছে। আশা করি নতুন সরকার এলে ব্যবসা-বাণিজ্যর উন্নতি হবে।' শনিবার থেকে সীমান্তের কাজ স্বাভাবিক হবে বলে জামির আশাবাদী।

এদিন হিলি সীমান্ত এলাকা কার্যত খাঁখাঁ করছিল। এদিন খুদেদের রাস্তায় ক্রিকেট খেলতে দেখা গিয়েছে। ওপারের নির্বাচনের খবর রাখতে মোবাইলে বিভিন্ন খবরের চ্যানেলে নজর রেখেছেন অনেকে। কেউ কেউ ওপারে থাকা আত্মীয়দের ফোন করে নির্বাচনের খবর জানতে চেয়েছেন।

বিশ্বজিৎ পাল কাজের সূত্রে কলকাতা থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরে এসেছিলেন। এদিন তিনি হিলির সীমান্ত দেখতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'সীমান্ত দেখতে এসেছিলাম। আমি জানতাম না যে আজ বাংলাদেশে নির্বাচন। নির্বাচনের কারণে এদিন সব বন্ধ, তাই কিছু না দেখেই ফিরতে হচ্ছে।'

স্মার্ট বাজার এক্সচেঞ্জ

নিউজ ব্যুরো

১২ ফেব্রুয়ারি : স্মার্ট বাজার তাদের সর্ববৃহৎ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম চালু করছে। স্মার্ট বাজার এক্সচেঞ্জ পরিবারগুলোকে আরও বেশি সঞ্চয় করতে এবং আরও স্মার্ট কেনাকাটা করতে সাহায্য করবে। এর লক্ষ্য হল, আজকের প্রয়োজনের জন্য গৃহস্থালির অব্যবহৃত জিনিসপত্রকে প্রকৃত সঞ্চয়ে রূপান্তর করা। গ্রাহকরা স্মার্ট বাজার স্টোরগুলোতে পুরোনো সংবাদপত্র, ব্যবহৃত পোশাক এবং পুরোনো বাসনপত্র প্রতি কেজি ১০০ টাকায় বিনিময় করতে পারেন। ওই বিনিময়মূল্য স্টোর কুপনের আকারে জারি করা হয়, যা মুদিখানা, গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ফ্যাশন সহ বিভিন্ন বিভাগে রিডিম করা যেতে পারে।

কৃষকদের প্রশিক্ষণ

ধূপগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : ফসল চাষে অন্যতম মূল শত্রু কৃমি। যার জেরে ফসলের ক্ষতি হয় অনিবার্য। এই 'শত্রু'র সংহারের পথ বাতলে দিলেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা। বৃহস্পতিবার তাঁরা আদিবাসী জনজাতির কৃষকদের এই নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন। ধূপগুড়ির গোঁসাইহাট এলাকায় আলোচনা হয় পরিবেশবান্ধব পোকা নিয়েও। আলোচনায় ছিলেন ডঃ প্রহ্লাদ সরকার সহ অনেকেই।

লাখো পুণ্যার্থী আসার অপেক্ষায় জয়ন্তী

নিরাপত্তায় ১০০০ পুলিশকর্মী, ১০০ বনকর্মী

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ ফেব্রুয়ারি : ডুয়ার্সের সবুজ জঙ্গল আর পাহাড়ের কোলে এখন সাজোসাজো রব। ভারত-ভুটান সীমান্ত লাগোয়া জয়ন্তী মহাকাল মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়। এই মধ্যে চিন্তা বাড়িয়েছে আলিপুরদুয়ার শহরে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ধারাবাহিক ছিনতাইয়ের ঘটনা। গত রবিবার আলিপুরদুয়ার শহরে মাত্র দু'ঘণ্টায় চারটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে জয়ন্তীর পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৪ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জয়ন্তীতে সবথেকে কড়া নজরদারি চালানো হবে। সেজন্য আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রায় ১ হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

ছিনতাইবাজদের দাপট তো রয়েছেই। সেইসঙ্গে শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে ঘটা গত ৭ ডিসেম্বরের ঘটনা এখনও পুলিশের মাথায় রয়েছে। সেবার একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে চুরির ঘটনায় ব্যান্ডেল থেকে আসা একটি মহিলা দুষ্কৃতী দল ধরা পড়েছিল। জয়ন্তীতে যাতে এমন কিছু না ঘটে, তার জন্য আগেভাগেই পুলিশ ক্যাম্প তৈরি করে ডিউটি শুরু হয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকছেন প্রচুর সাদা পোশাকের পুরুষ ও মহিলা পুলিশকর্মী। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন,

- জয়ন্তীতে আগেভাগেই পুলিশ ক্যাম্প তৈরি করে ডিউটি শুরু হয়েছে
- ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকছেন প্রচুর সাদা পোশাকের পুরুষ ও মহিলা পুলিশকর্মী
- ২৪ ঘণ্টা শিফট ভাগ করে পুলিশকর্মীরা ডিউটি করছেন

'নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজরদারি চলছে। ২৪ ঘণ্টা শিফট ভাগ করে পুলিশকর্মীরা ডিউটি করছেন। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে, সেইদিকেও নজর রয়েছে।'

ভুটান সীমান্তের বড় মহাকাল মন্দিরে যেতে হয় জয়ন্তী নদী পেরিয়ে। ভুটান অংশে সেদেশের পুলিশ থাকলেও ভারতীয় সীমান্তের পুরো দায়িত্ব আলিপুরদুয়ার পুলিশের হাতে। ভিড় সামলাতে মন্দিরে যাওয়া ও আসার জন্য আলাদা দুটি রাস্তা করা হয়েছে। রাতে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ছাড়াও মোতায়েন রয়েছে ডগ স্কোয়াড। দুই দেশের সিভিল ডিফেন্স কর্মীরাও রাস্তায় মোড়ে মোড়ে সতর্ক থাকছেন। টহল দিচ্ছে এসএসবি। আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (জয়গাঁ) মানবেন্দ্র দাস বলেন, 'মেলার জন্য আলাদা একজন ওসিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওখানে। জেলা পুলিশের আধিকারিকরা উপস্থিত থেকে পরিস্থিতির দিকে নজর দেবেন। কোনও সমস্যা হবে না বলে আশা করছি।'

পুণ্যার্থীদের পাশাপাশি নজর দেওয়া হচ্ছে বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষার ওপরেও। বক্সা টাইগার রিজার্ভের কোর এলাকায় যাতে বন্যপ্রাণীরা বিরক্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখছেন ১০০ জন বনকর্মী। রাজাভাতখাওয়া গেট থেকেই কড়া চেকিং চলছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের (পূর্ব) উপ ক্ষেত্র অধিকর্তা দেবাশিস শর্মা বলেন, 'রাজাভাতখাওয়া গেট থেকে বনকর্মীরা নজরদারি চালাবেন। জঙ্গলের মাঝে রাস্তাতেও যেন সমস্যা না হয়, সেইদিকেও নজর থাকবে।' সব মিলিয়ে কড়া পাহারায় উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে জয়ন্তীতে।

মরশুমের প্রথম চা পাতা

ফার্স্ট ফ্লাশের পাতা সংগ্রহের উপলক্ষ্যে খাওয়াদাওয়া। গ্রাসমোড় চা বাগানে।

নাগরাকাটা, ১২ ফেব্রুয়ারি : ডুয়ার্সের একাধিক চা বাগানে শুরু হয়েছে মরশুমের প্রথম চা পাতা তোলার কাজ। এই পাতা 'ফার্স্ট ফ্লাশ' নামে পরিচিত। বুধবার গয়েরকাটা চা বাগানে পাতা তোলা শুরু হয়। বৃহস্পতিবার পুজোপাঠ সহ শ্রমিকদের পাতপেড়ে খিচুড়ি খাওয়ানোর মাধ্যমে নাগরাকাটার গ্রাসমোড় চা বাগানে নয়া মরশুমের সূচনা করা হয়। দিনদুয়েক আগে মালবাজারের একাধিক চা বাগানে কাঁচা পাতা তোলা শুরু হয়। চা মালিকদের অন্যতম সংগঠন ডিবিআইটিএ'র সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাগানগুলি সবকিছু বিবেচনা করে নিজেদের মতো করে নতুন মরশুম শুরুর রাস্তায় হাঁটছে।'

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বসন্তের প্রারম্ভেই উন্নতমানের 'ফার্স্ট ফ্লাশ' পাতা পাওয়া যায়। গয়েরকাটা চা বাগান সূত্রে খবর, এই সময়ের কাঁচা পাতা দিয়ে উৎপাদিত চায়ের স্বাদ ও গন্ধ একেবারে আলাদা। গ্রাসমোড় চা বাগানে এদিন ১২০০ শ্রমিকের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে সেখানকার নতুন মালিকপক্ষ। মেনুতে ছিল খিচুড়ি, লাবড়া, মিষ্টি, দই। ম্যানেজার কুণাল ভাদুড়ি বলেন, 'শ্রমিকবন্ধুদের সম্মিলিত সহযোগিতায় আশা করছি নতুন মরশুমে আমরা উল্লেখযোগ্য ছাপ রাখতে পারব।' তৃণমূল কংগ্রেসের হেমশংকর ওরাওঁ, বিজেপির সন্তোষ ভুজেলের মতো শ্রমিক নেতারা বলেন, গত বছর পুজোর বোনাসকে ঘিরে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। নতুন বছরে আর কেউ পেছন ফিরে তাকাতে রাজি নয়। বাগানের উন্নয়নে শ্রমিকদের প্রচেষ্টায় কোনও কার্পণ্য থাকবে না।

তবে দার্জিলিংয়ে কয়েকদিন পর থেকে পাতা তোলা শুরু হবে। সেই হিসেবে দার্জিলিংয়ের অর্থডক্স চা মার্চের শেষের দিকেই বাজারে আসার সম্ভাবনা। অন্যান্য বছরের মতো টি বোর্ড এবার কবে থেকে কাঁচা পাতা তোলা হবে সেই দিনক্ষণ ঠিক করে দেয়নি। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার বাগানগুলির ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিল। একইভাবে শীতকালীন শুখা মরশুমের উৎপাদন বন্ধের দিনও আগের ৮ বছরের মতো এবার বোর্ড জানায়নি।

অ্যাফিডেভিট

I, Sujan Bhattacharjee, S/o-Late Subhash Chandra Bhattacharjee before Judicial Magistrate, 07/02/26 hereby declare that Subhash Chandra Bhattacharjee and Subhash Ch. Bhattacharjee both are same and one identical person, not separate one.

ABRIDGE TENDER NOTICE

e-Tenders are hereby invited by the undersigned for construction of CC Road as per NIT No-25/PATHASHREE/HRP/DD, Dt- 11.02.2026. Last date of submission- 25.02.2026 upto 13.00 PM, Date of opening tender- 27.02.2026 after 15.00 PM

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited vide eNIT No.- 10(e)/EO/K-I PS of 2025-2026, Date- 11.02.2026 by the E.O Kaliachak-I PS, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. West Bengal. Intending bidders are requested to visit the website **www.wbtenders.gov.in** for details. **Last date of Tender submission 19.02.2026 upto 17:00 hours.**

Sd/-
E.O,
Kaliachak-I PS, Malda.

DHUPGURI MUNICIPALITY

ENIT NO.& ID
WBMAD/DHUPGURI/27/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_1004752_1
2026_MAD_1004752_2
2026_MAD_1004752_3
2026_MAD_1004752_4
2026_MAD_1004752_5
WBMAD/DHUPGURI/28/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_1004929_1

Sd/-
Administrator
Dhupguri Municipality

Cancellation of e-Tender

eNIT No.-08(e)/EO/K-I PS of 2025-2026, Date-02.02.2026 by the E.O Kaliachak-I PS, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. West Bengal has been cancelled. Visit the website **www.wbtenders.gov.in** for details.

Sd/-
E.O,
Kaliachak-I PS, Malda.

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited vide eNIT No.-44/APAS/2025-26, Dated: 10/02/2026, 09(e)/BDO/K-I of 2025-2026, Date- 10/02/2026 by The BDO, Kaliachak-I Dev. Block, Malda, West Bengal. Intending bidders are requested to visit the website **www.wbtenders.gov.in** for details. **Last date of Tender submission 17.02.2026 upto 18:55 hours & 18.02.2026 upto 17:00 hours respectively.**

Sd/-
BDO,
Kaliachak-I Dev. Block, Malda

অ্যাফিডেভিট

এতদ্বারা জলপাইগুড়ি J.M. 1st কোর্টে 12/02/2026 তারিখে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Lipi Parvin এবং Nipi Parbhin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/120273)

•

I, Pahari Bhattacharjee, S/o-Lt. Bipul Bhattacharjee changed my old address Vill-West Falakata, P.O-Bhutanighat, Dist. Alipurduar, Pin-735211 (WB) to Vill-Kawakhari, near Modern Boy's Club, P.O-Sushrutanagar, P.S-Matigara, Dist-Darjeeling (WB), Pin-734012 by an Affidavit on 10-02-2026 at JM Court, Slg. (K/D/R)

•

ভোটার কার্ড নং WB/01/004/408156 আমার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। বর্ষ ২০০২ ভোটার তালিকা 137, ক্রমিক নং 598 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 09-02-26 J.M 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিড দ্বারা আমি Hamidul Rahaman, S/o. Fazlay Rahaman এবং Hamedul Rahaman, S/o. Fazlay Rahaman এবং Hamedul Haque, S/o. Fazlay Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গুঞ্জবাড়ি, মান্টুদাসগুপ্ত পল্লী, ওয়ার্ড নং 01, থানা : কোতোয়ালি, পোঃ ও জেলা : কোচবিহার, পিন-736101. (C/119560)

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender (APAS) vide N.I.T No:-
WBMAD/JM/APAS/e-NIT-31/2025-26
Memo No: 6091/JM Date: 11/02/2026
Tender ID:2026_MAD_5011820_1
Tender ID:2026_MAD_5011820_2
Tender ID:2026_MAD_5011820_3
Tender ID:2026_MAD_5011820_4
Tender ID:2026_MAD_5011820_5
Tender ID:2026_MAD_5011820_6
Tender ID:2026_MAD_5011820_7
Tender ID:2026_MAD_5011820_8
Tender ID:2026_MAD_5011820_9
Tender ID:2026_MAD_5011820_10
Tender ID:2026_MAD_5011820_11
Last date of bidding (On line) dated: 18/02/2026 at 6.55 P.M. Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

শিলিগুড়ি জংশন ডিজেল লোকো শেডে বিপজ্জনক ডিসপোজাল নিষ্কাশন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ১১৭-এসজিইউডি-হ্যাজারডাস-২০২৬, তারিখ: ০১-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: শিলিগুড়ি জংশন ডিজেল লোকো শেডে চার (০৪) বছরের জন্য বিপজ্জনক এবং অন্যান্য ডিসপোজাল (ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রান্সবাউন্ডারি মুভমেন্ট) নিয়ম, ২০১৬ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ পলিউশন নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের আরইএফ লেটার নং ডব্লুবিপিসিবি/৪১৩৩০৫৪/২০২৫ তারিখ ২৫/১০/২০২৫ অনুসারে বিপজ্জনক ডিসপোজাল নিষ্কাশন। নিবিদা মূল্য: ২৬,৯৭,৪২১.০২ টাকা। বায়নার ধন: ৫৪,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.IREPS.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিএমই/ডিজেল, শিলিগুড়ি জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৮৬, ১৯১, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৩ এবং ১৯৪, তারিখ: ১১.০২.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং.১, টেন্ডার নং.: ১৮৬-এমএলডিটি-২৫-২৬, স্থান সহ কাজের নাম:** ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিকারক্ষেত্রে মালদা টাউনের বর্তমান রানিং রুমের নবীকরণ/অগমেন্টেশন এবং নতুন ক্রু লবি বিল্ডিং নির্মাণ কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৮৫,১১,১৮৫.২৫ টাকা। **ক্রমিক নং.২, টেন্ডার নং.: ১৯১-এমএলডিটি-২৫-২৬, স্থান সহ কাজের নাম:** ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/মালদার অধীনে মালদা রানিং রুমে অতিরিক্ত রুম নির্মাণ কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৫৭,৮৫,৮০০.০৮ টাকা। **ক্রমিক নং.৩, টেন্ডার নং.: ১৯৩-এমএলডিটি-২৫-২৬, স্থান সহ কাজের নাম:** ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/মালদা/পূর্ব রেলওয়ের অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফরাক্কার অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/নিউ ফরাক্কার শাখায় চমাগ্রাম (ব্যতীত)-নিউ ফরাক্কা (ব্যতীত)-বারহারওয়া (ব্যতীত) (আপ ও ডাউন ২৬১.০-২৭২.০), বনিডাঙ্গা-বনিডাঙ্গা লিংক কেবিন (আপ ও ডাউন ০.০-১.৫), বিসি কার্ড (আপ ও ডাউন ০.০-২.৩৫৪) এবং নিউ ফরাক্কা এ কেবিন-বি কেবিন (এসএল০০.০১) শাখায় বিভিন্ন ট্র্যাক কার্যাবলীর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য:** ৬৫,৫২,১৯৩.০৬ টাকা। **ক্রমিক নং.৪, টেন্ডার নং.: ১৯৪-এমএলডিটি-২৫-২৬, স্থান সহ কাজের নাম:** ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/মালদা/পূর্ব রেলওয়ের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/মালদার অধীনে সম্পূর্ণ ফিটিং রিনিউয়াল প্লেন ট্র্যাক ২২.৪ টিকেএম সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য:** ৫১,৭৫,৫৫৯.৪৩ টাকা। **ক্রমিক নং.৫, টেন্ডার নং.: ১৯৭-এমএলডিটি-২৫-২৬, স্থান সহ কাজের নাম:** ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/মালদার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে মালদা ডিভিশনের নিউ ফরাক্কা-বারহারওয়া শাখায় ব্রিজ নং. ৬৮৮ (৫*৩.৬৬ মি.) এবং ব্রিজ নং. ৬৯২ (৩*৩.৬৬ মি.)-এর আরসিসি জ্যাকেটিং কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৬০,৩৫,২৬৪.৪৯ টাকা। **ক্রমিক নং.৬, টেন্ডার নং.: ১৯৮-এমএলডিটি-২৫-২৬, স্থান সহ কাজের নাম:** ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে মালদা ডিভিশনের নিউ ফরাক্কা-বারহারওয়া শাখায় কিমি ২৫৮/১১-১২-তে ব্রিজ নম্বর ৩৮৬/ডি (১৬x৪.৫৭ মিটার) (স্প্যান নং. ১, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫)-এর জ্যাকেটিং কাজ এবং ক্ষতিগ্রস্ত আরসিসি স্ল্যাব প্রতিস্থাপন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৩৫,৯৭,৬৪৪.৬৫ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬-এর জন্য)। **ওয়েবসাইট এবং নোটিস বোর্ড:** www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি (প্রতিটির জন্য)। টেন্ডারদাতাদের বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র ওয়েবসাইটে ভালোভাবে দেখে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-323/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

(Lease/auction Notification)

Application from interested people for distribution of newly constructed stall under Sitalkuchi PS for 99 years of lease contract are invited on behalf of Executive Officer, Sitalkuchi PS. Last date of application submission is 23/02/26. For more details please contact the undersigned.

Sd/-
Executive Officer
Sitalkuchi Panchayat Samity

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৬৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৭১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬২৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬২৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

Sarada Vidyamandir (H.S) Naxalbari, Darjeeling শিক্ষক নিয়োগ Beng., Pols., Eng. MA, B.Ed - 18,100 (Inc. ESI/EPF) Phy., Math, Bot. MSc, B.Ed - 20,100 (Inc. ESI/EPF) Lt. Dt. 27/2/26, M : 9593463699. (C/120593)

•

ইলেক্ট্রনিক্স এর দোকানে কাজের জন্য ছেলে লাগবে, শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া। M - 6296887405/ 8967102613. (C/120434)

TEACHERS WANTED

Physics, Chemistry and Biology (IX TO XII) Contact - 9832358871 /8617098718. B D Jain Modern School (H.S) Cooch Behar. (C/119562)

হারানো/প্রাপ্তি

গত 02/02/26 তারিখে আমার কাস্ট সার্টিফিকেট New No. (WB2001ST20218719) হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তবে নীচের ঠিকানায় দেওয়ার অনুরোধ করছি ধীরাজ কার্জি, পিতা: অনিল কার্জি, তুরতুরি, শামুকতলা থানা, আলিপুরদুয়ার, ফোন - 9679147278. (C/120580)

অ্যাফিডেভিট

আমি Md. Abdullah, S/o-Md. Abu Talaha, Vill-Ratanpur, P.O-Samsi, P.S-Ratua, Dist-Malda, আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg.No.- 6727/15, Dt. 28/05/2015, আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 02/09/25 E.M কোর্ট চাঁচলে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Nudrat থেকে Nudrat Anam করা হল, যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M-115462)

অ্যাফিডেভিট

আমি Dilip Kumar De, পিতা: Ajit Kumar De, ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার ও পিতার পদবী ভুলবশত De, এর পরিবর্তে Dey নথিভুক্ত হয়েছে। 10/2/26 তারিখে APD E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Dilip Kumar Dey, পিতা: Ajit Kumar Dey ও Dilip Kumar De, পিতা: Ajit Kumar De এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/120129)

•

আমি সুমোন রায় পিতা গোপাল রায় খারিজাবেরুবাড়ি থানা কোতোয়ালি জেলা জলপাইগুড়ি ৭৩৫১২২ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট জলপাইগুড়ি পঃ বঃ অ্যাফিডেভিট দ্বারা সুমন রায় নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং ৪৩১৮ তাং ৩০/০১/২০২৬. সুমোন রায় ও সুমন রায় একই ব্যক্তি। (C/120270)

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে

14 15 16 FEBRUARY
জলপাইগুড়ি
হোটেল ভেলা প্রিজম
16 Feb. upto 2 pm
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

CINEMA সিনেমা

Now Showing at BISWADEEP
O'ROMEO
*ing : Sahid Kapoor, Tripti Dimri, Nana Patekar
Time : 1.15, 4.15 & 7.15 P.M.

Now Showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
O'ROMEO (Hindi)
Cast - Sahid Kapoor, Nana Patekar, Tripti Dimri etc.
Show Time : 12:00, 3:15 & 6:30 PM
Dolby Digital with AC

From 13/02/2026 at Dinabandhu Mancha
Mitin Ekti Khunir Sandhaney
(Bengali)
Time : 4 P.M.
Vijaynagar'er Hirey
(Bengali)
Time : 7 P.M.

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

O'Romeo	SHOW TIME 10.00 AM, 1.00 PM, 7.15 pm HINDI (A)
মন মানে না	SHOW TIME 4.15 PM BENGALI (U/A)

আজ টিভিতে

কুন্তলিনীর আনা বিষধর সাপটি দিতিকে নয়, হঠাৎই গোরাকে কামড়ে দেয়... তারপর? **তারে ধরি ধরি মনে করি সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি, দুপুর ১.০০ সকাল সন্ধ্যা, বিকেল ৪.৩০ গোত্র, সন্ধে ৭.৩০ রংবাজ, রাত ১০.৩০ হ্যাপি নিউ ইয়ার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নবাব, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ নবাব নন্দিনী, সন্ধে ৭.০০ শত্রুর মোকাবিলা, রাত ১০.৪৫ ওগো বিদেশিনী

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ ভালোবাসা, বেলা ১১.৩০ অন্যায় অত্যাচার, দুপুর ২.৩০ সংঘর্ষ, বিকেল ৫.০০ সুখ দুঃখের সংসার, সন্ধে ৭.৩০ বউরানি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অর্পিতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিধাতার লেখা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গঙ্গা

অ্যান্ড পিকচার্স : বিকেল ৪.৪৪ জওয়ান, সন্ধে ৭.৫৮ রেইড-টু, রাত ১০.৩৮ ভৈরবকোনা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৪০ দিল, বিকেল ৩.২০ বিশ্বাত্মা, সন্ধে ৬.৫০ জিদ্দি, রাত ১০.১০ ইজ্জতদার

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৪৬ সন্তান, দুপুর ১.৫৭ ওয়াক্ত কি আওয়াজ, বিকেল ৪.৪৭ অওলাদ, সন্ধে ৭.৫০ রামকলি, রাত ১০.৫৭ পাপ কি দুনিয়া

ভ্যালেন্টাইন্স পর্ব

সুলগ্না গাঙ্গুলি এবং উত্তরণ গাঙ্গুলি রাঁধবেন খট্টামিঠা প্রন। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.৩৫ নীরজা, দুপুর ১.৪০ আগলি অওর পগলি, বিকেল ৩.৪৩ এয়ারলিফ্ট, ৫.৫২ লুকাছুপ্পি, সন্ধে ৭.৫৯ কাবিল

পরম সুন্দরী (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ সোনি ম্যাক্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ভালো কাজ করেও তার উচিত মূল্য আজ পাবেন না। বাড়ির বয়স্কদের শারীরিক কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। **বৃষ :** সেবামূলক কাজে মানসিক শান্তি খুঁজে পাবেন। রাস্তাঘাটে আজ একটু সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। পড়ুয়াদের ভালো সুযোগ মিলবে। **মিথুন :** কোনও বন্ধুর সঙ্গে সামান্য কথা নিয়ে মনোমালিন্য। দুপুরের পর ভালো খবর পেতে পারেন। **কর্কট :** অংশীদারি ব্যবসায় আজ খুব ভালো ফল মিলতে পারে। পেটের কারণে পারিবারিক অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। **সিংহ :** কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তির সুপারিশে পছন্দমতো জায়গায় বদলি পেতে পারেন। মায়ের হস্তক্ষেপে সংসারের অচলাবস্থা কাটবে। **কন্যা :** কোনও আত্মীয়ের দ্বারা বিনা কারণে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। **তুলা :** সরকারি চাকরিজীবীদের আজকের দিনটি খুব ভালো যাবে না। কোনও মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে মানসিক শান্তি পাবেন। **বৃশ্চিক :** পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ মিটে যাবে। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে কাজের দায়িত্ব ও চাপ বাড়বে। **ধনু :** বাড়িতে অতিথিদের আগমনে খরচের বহর বাড়বে। অপ্রত্যাশিত কোনও খবরে আনন্দ পাবেন। আর্থিক শুভ। **মকর :** শেয়ারে বিনিয়োগ করে লাভবান হবেন। কোনও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। জমি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। **কুম্ভ :** বহুদিন ধরে চলা কোনও আইনি বিষয় আজ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কাউকে টাকা দিয়ে অনুতাপ করতে হতে পারে। **মীন :** অন্যকে সাহায্য করতে গিয়ে আজ নিজের কাজের ক্ষতি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা কেটে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২৪ মাঘ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৩০ মাঘ, সংবৎ ১১ ফাল্গুন বদি, ২৪ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৭, অঃ ৫।২৭। শুক্রবার, একাদশী দিবা ১।৫৭। মুলানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।৯। বজ্রযোগ রাত্রি ৩।৪০। বালবকরণ দিবা ১।৫৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ২।৪৭ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, অপরাহ্ণ ৪।৯ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ১।৫৭ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, দিবা ১।৫৭ গতে নৈঋতে। বারবেলাদি- ৯।৪ গতে ১১।৫২ মধ্যে। শুভকর্ম্ম-দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-একাদশীর একোদ্দিষ্ট এবং দ্বাদশীর সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস (বিজয়া)। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। গোস্বামিমতে ও নিম্বার্কমতে অদ্য একাদশীর উপবাস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।২৯ মধ্যে ও ৮।১৬ গতে ১০।৩৭ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।৩১ মধ্যে ও ৪।৫ গতে ৫।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৪।২৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১১।২৩ মধ্যে ও ৪।১৭ গতে ৬।১৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাকা হচ্ছে গ্রামীণ রাস্তা

খড়িবাড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের আর্থিক আনুকূল্যে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জে ২০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকায় সিমেন্টের ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হল। স্বাধীনতার পর প্রথম পাকা রাস্তা পেয়ে এলাকার বাসিন্দারা খুশি। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বৃহস্পতিবার বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গারভিটা এলাকায় রাস্তার শিলান্যাস করেন। অন্যদের মধ্যে বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনীতা রায়, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুসনা মার্ডি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতার পর থেকেই এটি গ্রামীণ মাটির রাস্তা ছিল। এজন্য আদিবাসী অধ্যুষিত ডাঙ্গারভিটা এলাকার মানুষ চরম সমস্যায় পড়তেন। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে অবশেষে পাকা রাস্তার কাজ শুরু হল। ৫৫০ মিটার লম্বা এবং আড়াই মিটার প্রস্থের সিমেন্টের ঢালাইয়ের রাস্তা করা হবে বলে পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জানান। ডাঙ্গারভিটা ও ঝরুজোতের এলাকাবাসী দীর্ঘ ভোগান্তির পর এদিন থেকে পাকা রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি।

দুর্ঘটনায় আহত ট্রাকচালক

নকশালবাড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : ভোরের রাস্তায় দুর্ঘটনা। আহত এক ট্রাকচালক। বৃহস্পতিবার ভোর চারটা নাগাদ নকশালবাড়ির হাতিঘিসায় এশিয়ান হাইওয়ে টু-তে দাঁড়িয়ে থাকা সিমেন্টবোঝাই একটি ট্রাককে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে নকশালবাড়ির দিকে যাওয়া একটি পাথরবোঝাই ট্রাক। দুর্ঘটনা এতটাই তীব্র ছিল যে, দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটি অপর একটি ট্রাককে ধাক্কা মারে। ঘটনায় রাস্তার উপর উলটে যায় সিমেন্টবোঝাই ট্রাকটি। অপরদিকে, পাথরবোঝাই ট্রাকটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ভিতরে আটকে পড়েন চালক। খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। পৌঁছে গ্যাস কাটার দিয়ে ট্রাকের সামনের অংশ কেটে বের করে চালককে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

শুধু ব্যাংক বন্ধ, চা বাগানগুলিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম

প্রভাব পড়ল না ধর্মঘটের

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১২ ফেব্রুয়ারি : শ্রমিক বিরোধী নয়া শ্রম কোড বাতিল সহ একাধিক দাবিতে ১২ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল ১০টি বাম শ্রমিক সংগঠন। যদিও স্কুল, কলেজ এবং আদালতকে ধর্মঘটের বাইরে রাখা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেই ধর্মঘটের তেমন প্রভাব দেখা গেল না শিলিগুড়ি শহর, মহকুমা এবং উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া এবং ইসলামপুরে। চা বাগানগুলিতেও এদিন স্বাভাবিক কাজকর্ম হয়েছে। এদিকে, ধর্মঘট মোকাবিলায় সব জায়গাতেই বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। তাছাড়া বৃহস্পতিবার থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ায় পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য বাড়তি সতর্ক ছিলেন পুলিশকর্মীরা।

এদিন সকাল থেকেই ধর্মঘটের সমর্থনে শিলিগুড়ি শহরের রাস্তায় নেমে পড়েন বাম কর্মী-সমর্থকরা। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে প্রথমে ব্যাংক বন্ধ করান তাঁরা। নয়াবাজার, বিধান মার্কেট সহ বিভিন্ন বাজারেও ঘুরতে দেখা যায় তাদের। যদিও ধর্মঘটের তেমন প্রভাব জনমানসে ছিল না। রাস্তায় স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল করেছে এদিন। ধর্মঘট নিয়ে সিটু নেতা সমন পাঠকের বক্তব্য, 'স্কুল কলেজ এবং কোর্ট ধর্মঘটের বাইরে ছিল। তারপরেও শ্রম আইন বিরোধী এই ধর্মঘটে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন।'

বাগডোগরা এবং সংলগ্ন এলাকার চা বাগানগুলিতে এদিন স্বাভাবিক কাজকর্ম হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ছাড়া বেসরকারি ব্যাংকগুলি বন্ধ ছিল। দোকান বাজার খোলা ছিল, যানবাহন চলাচলও স্বাভাবিক ছিল। নকশালবাড়িতে ধর্মঘটের তেমন প্রভাব পড়েনি। এদিন সকাল থেকেই ধর্মঘট সমর্থনকারীরা

শিলিগুড়িতে স্বাভাবিক জনজীবন। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

দফায় দফায় মিছিল করেন। যদিও যানবাহন সচল থাকার পাশাপাশি দোকানপাটও খোলা ছিল। তবে ব্যাংক বন্ধ ছিল। এদিন ধর্মঘট সমর্থনকারীরা নকশালবাড়ি চা বাগানেও যান। সেখানে শ্রমিকদের নিয়ে মিছিল করেন। তবে প্রতিটি বাগানেই কাজে যোগ দিয়েছিলেন শ্রমিকরা। পুলিশি নিরাপত্তাও ছিল চোখে পড়ার মতো।

সকাল থেকেই ফাঁসিদেওয়া, বিধাননগর ও ঘোষপুকুরে জনজীবন ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রাস্তায় সরকারি ও বেসরকারি যান চলাচল ছিল অন্যান্য দিনের মতোই। হাট-বাজার এবং সরকারি অফিসও খোলা ছিল। বিশেষ করে উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের নজরদারি ছিল চোখে পড়ার মতো। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের সমস্ত চা বাগান ও কারখানাগুলিতেও শ্রমিকরা কাজে যোগ দিয়েছিলেন। খড়িবাড়িতেও ধর্মঘটের কোনও প্রভাবই পড়েনি। শুধু ব্যাংক বন্ধ ছিল।

অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ও ইসলামপুরেও ধর্মঘটের তেমন প্রভাব পড়েনি। সিটুর উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি সম্পাদক তথা রাজ্য কমিটির সদস্য কার্তিক শীল বলেন, 'শিল্প ধর্মঘট ঘিরে প্রচার পিকেটিং চালানো হলেও কোথাও কাউকে বাধা দেওয়া হয়নি।' তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা যুগ্ম সম্পাদক কালু সিংহর বক্তব্য, 'সব জায়গায় স্বাভাবিক কাজ হয়েছে। তবে দু'-একটি ব্যাংক সম্ভবত নিরাপত্তার স্বার্থে পরিষেবা বন্ধ রেখেছিল।'

সুপার সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ গৌতমের

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার সমস্যা মেটাতে স্বাস্থ্যসচিবের সঙ্গে কথা বলবেন রোগীকল্যাণ সমিতির অন্যতম সদস্য গৌতম দেব। বৃহস্পতিবার গৌতম বলেন, 'রোগীদের সমস্যা দূর করতে সুপারের চেয়ারে একজন থাকা ভীষণ জরুরি। দ্রুত সমস্যা মেটানোর জন্য স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের সঙ্গে কথা বলব।' এদিকে, মেডিকেলের চিকিৎসকদের একাংশের মতে, স্থায়ী সুপার পদে ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক রয়েছেন। তাঁকে সুপারের অফিসেই ফিরিয়ে এনে অধ্যক্ষ পদে অস্থায়ীভাবে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হোক। তাহলেই সমস্যা মিটতে পারে।

মেডিকেলের স্থায়ী সুপার হিসাবে ২০২২ সাল থেকে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ডাঃ মল্লিক। গত বছরের মে মাসে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা হিসাবে বদলি হওয়ায় ডাঃ মল্লিককে অস্থায়ীভাবে অধ্যক্ষের বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই সময় থেকেই তিনি অধ্যক্ষের অফিসে বসছেন। তিনি সুপার অফিসে বা হাসপাতালের রোগী পরিষেবার দিকে কোনও নজর রাখেন না বলে অভিযোগ।

এর পরেই গত ৩০ জানুয়ারি স্বাস্থ্য দপ্তর অস্থায়ী সুপার হিসাবে ডাঃ পার্থপ্রতিম পানের নামে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। একজন স্থায়ী সুপার থাকা সত্ত্বেও আরও একজনকে অস্থায়ী সুপারের দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে চিকিৎসক মহলে প্রথম দিন থেকেই প্রশ্ন উঠেছে। তাঁদের বক্তব্য, অস্থায়ী অধ্যক্ষকে দিয়ে কলেজ চলছে। আবার অস্থায়ী সুপার পদে নিয়োগ করা হচ্ছে। অথচ স্থায়ী সুপারকে অফিসে ফিরিয়ে অধ্যক্ষ পদে কোনও সিনিয়ার অধ্যাপককে দায়িত্ব দেওয়া যেত। অন্যদিকে, ডাঃ পান স্বাস্থ্য ভবনে পালটা চিঠি দিয়ে দাবি করেছেন, তিনি ডাঃ মল্লিকের চেয়ে অধ্যাপক হিসাবে সিনিয়ার। তাই ডাঃ মল্লিকের অধীনে তিনি কীভাবে সুপারের চেয়ারে বসবেন?

এই পরিস্থিতিতে রোগীরা যে পরিষেবা পাচ্ছেননা তা হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্তারাও স্বীকার করছেন। বিষয়টি নজরে আসতেই রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য গৌতম তৎপর হয়েছেন। সূত্রের খবর, তিনি একাধিক অধ্যাপক চিকিৎসককে ফোন করে সুপারের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য বললেও কেউ রাজি হচ্ছেন না।

বিপুল পরিমাণ মাদক সহ ধৃত ৪

খড়িবাড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : মাদকবিরোধী অভিযানে বড়সড়ো সাফল্য পেল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বুধবার রাতে দুটি পৃথক অভিযানে মোট ৩৫৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি চারজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ধৃত আশিস ছেত্রী, বীরবাহাদুর ছেত্রী ও রাজকুমার রাই সিকিমের বাসিন্দা। অন্যদিকে, আরেক অভিযুক্ত রোহিত রায় নেপালের ভদ্রপুরের বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে খড়িবাড়ি পুলিশের একটি দল বুধবার সন্ধ্যায় পানিট্যাঙ্কির ছোট বদরাজোতে মেচি নদী পেরিয়ে ভারত থেকে নেপালে যাওয়ার সময় রোহিতকে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে ১০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অন্যদিকে, বুধবার রাতে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির গৌড়সিংজোত এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ের সাবওয়েতে একটি সন্দেহজনক চার চাকা গাড়ি আটক করে পুলিশ। সেটিতে তল্লাশি চালিয়ে ২৫৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়। মাদক পাচারের অভিযোগে

খড়িবাড়ি

গাড়িতে থাকা তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, পানিট্যাঙ্কি থেকে ওই মাদক কিনে সিকিম ও নেপালে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন অভিযুক্তরা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বিমানবন্দরে ট্যাক্সিচালকদের ঝামেলায় ভোগান্তি

লোকাল ও প্রিপেডের ভাড়া নিয়ে বিরোধ

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রিপেড ট্যাক্সিচালকদের ওপর জোরজুলুম চালাচ্ছেন লোকাল ট্যাক্সিচালকরা। আরও অভিযোগ, বুকিং অনুযায়ী যাত্রী তুলতে গেলে মারধরও করা হচ্ছে। ঘটনার পালটা হিসেবে বৃহস্পতিবার বিমানবন্দর থেকে যাত্রী নিয়ে শহরের দিকে আসা লোকাল ট্যাক্সিচালকদের মাটিগাড়ায় দাঁড় করিয়ে শাসানি দিতে দেখা গেল প্রিপেড ট্যাক্সিচালকদের।

ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় ধরে গাড়িগুলো দাঁড় করিয়ে শাসানোর পর শহরের প্রিপেড ট্যাক্সিচালকরা দলবেঁধে যান বিমানবন্দরের সামনে। সেখানে লোকাল ও প্রিপেড ট্যাক্সিচালকরা কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন। পরে প্রিপেড ট্যাক্সিচালকরা বাগডোগরা থানায় গিয়ে ক্ষোভ জানান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন প্রিপেড ট্যাক্সি পরিষেবা কার্যত বন্ধ ছিল। এদিকে, দু'পক্ষের ঝামেলায় এদিন ফাঁপরে পড়েন বিমানবন্দর থেকে আসা যাত্রীরা।

কথা কাটাকাটির বিষয়টা স্বীকার করলেও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নকশালবাড়ি ব্লক (১) সভাপতি বিজয় গুরুং। বিজয়ের বক্তব্য, 'আমাদের সমস্যা প্রিপেড ট্যাক্সি সংস্থার সঙ্গে। বিমানবন্দর থেকে দার্জিলিংয়ের বুকিংয়ে আগে ভাড়া ছিল ২৭৪০ টাকা। এখন সেটা ২২৪০ টাকায় নেমে এসেছে। ২০০ টাকা প্রিপেড সংস্থা নিচ্ছে। বাকিটা ওই চালক নিচ্ছেন। কিন্তু এটা হলে আমরা লোকাল চালকরা কোথায় যাব? এই বিমানবন্দরের ওপর ৮০০ স্থানীয় চালক নির্ভরশীল।'

লোকাল ট্যাক্সিচালকরা বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে দার্জিলিং নিয়ে যেতে হলেও তিন হাজার টাকার ওপরেই দাবি করে থাকেন। ভাড়া নিয়ে বিরোধের জেরে দু'পক্ষই এদিন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি নির্জল দে-র দ্বারস্থ হয়েছে। নির্জলের বক্তব্য, 'দু'পক্ষ তাদের সমস্যা নিয়ে এসেছিল। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

Solution for DIABETES & KIDNEY DISEASE
হায়দরাবাদের অ্যাপোলো হাসপাতালের বিখ্যাত সুপার স্পেশালিস্ট
Apollo HOSPITALS HYDERABAD
Nephrologist @ Siliguri
14th February 2026
Atrium Diagnostic, Sevok Road, Siliguri. 11 am - 2:30 pm
Suraksha Clinic & Diagnostic, Siliguri. 4:30 pm - 7 pm
Contact immediately if you have these symptoms:
Dr Sanjay Maitra
Sr Consultant - Nephrology
MD (Med), DM (PGI, Chandigarh)
• High Blood Pressure • Dialysis Patients
• High Creatinine Level • Kidney Problems
• Kidney Transplant • Chronic Kidney Disease
• Long-term Diabetes with Inflammation of the body • Kidney Biopsy
For Appointment: +91 8255044227

MORE THAN GOLD GROUP MARK OF QUALITY & TRUST
P. C. CHANDRA 85+ Years MORE THAN GOLD
Since 1939
P. C. CHANDRA JEWELLERS ®
A jewel of jewels
₹300* OFF প্রতি গ্রাম সোনার গয়নায়
10% OFF সমস্ত গয়নার মজুরীর উপর
8% OFF হীরে ও গ্রহরত্নের মূল্যের উপর
25%** Off RIHI-Silver Jewellery Collection-এর মজুরীর উপর
সম্ভার মাত্র ₹ 3,000/-* থেকে শুরু
PAMPER YOUR HEART!
অফার 15TH FEB, 2026 অবধি বৈধ
#InfiniteChoices
#NaturalDiamonds
*শর্তাবলী প্রযোজ্য। **বেঙ্গালুরু, মুম্বাই এবং পুনে শোরুমে এই অফার ভিন্ন।
পুরোনো সোনার গয়নার এক্সচেঞ্জ* সুবিশ্বস্ত | স্বচ্ছ | সঠিক মূল্য
সার্টিফায়েড প্রাকৃতিক হীরে*
GOLDEN DREAMS- মাসিক স্বর্ণ সঞ্চয় প্রকল্প*
বিনামূল্যে বীমা পরিষেবা*
মাটিগাড়া (শিলিগুড়ি)-তে আমাদের নতুন শোরুম শীঘ্রই খুলছে
pcchandraindia.com | amazon | TATA CLiQ
Follow us on
Customer Care: 8010700400
WHATSAPP US: 6293759760
আমাদের শোরুমগুলির লোকেশন বিশদে জানতে অনুগ্রহ করে এই QR Code Scan করুন
75+ Showrooms
R K SWAMY PCCJ 3026 26

ভোট এলেই দখলের ধুম, পোড়াঝাড় নিয়ে দাবি মেয়রের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : নির্বাচন এলেই নাকি সরকারি জমি দখল করে ঘর তোলার ধুম পড়ে। পোড়াঝাড়ে জমি দখল নিয়ে এমনই দাবি করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। চলতি বছরের বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে নির্বাচনি বিধিনিষেধ চলাকালীন সেই দখলদারি রুখতে মেয়র টাস্ক ফোর্স গড়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন।

ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়ে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের অধিগৃহীত জমি দখল করে অগুনতি ঘর গড়ে উঠেছে। বুধবার সেচ দপ্তরের তরফে হাতেগোনা কয়েকটি ফাঁকা ঘর গুড়িয়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার গৌতম বলেন, 'কারা ঘর তৈরি করছে জানা নেই। নির্বাচনি বিধিনিষেধের সময় পুলিশ প্রশাসন ব্যস্ত থাকায় সরকারি জমি দখলের ধুম পড়ে যায়। পুরনিগমের তরফে টাস্ক ফোর্স গড়ে দেওয়া হবে। নজরদারির জন্য প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলছি। ভোট আসবে যাবে, কিন্তু পরবর্তীতে এই দখলদারি সরাতে খুবই অসুবিধা হয়।' যদিও টাস্ক ফোর্সের নামে ভোটের আগে মেয়র আইওয়াশের চেষ্টা করছেন বলে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় পালটা কটাক্ষ করেছেন।

> কারা সরকারি জমি দখল করছে তা সবই মেয়র জানেন। টাস্ক ফোর্স করে নজরদারির কথা বলা আইওয়াশ ছাড়া কিছুই নয়। তৃণমূলের নেতারা সরকারি জমি দখল করে টাকা কামিয়ে নিচ্ছে।
> - শিখা চট্টোপাধ্যায়

পোড়াঝাড় এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে এলাকার একাধিক তৃণমূল নেতার নাম সামনে এসেছে, যাঁদের বিরুদ্ধে সরকারি জমি প্লট করে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এদিন পোড়াঝাড় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল উচ্ছেদের বিস্তর আশঙ্কা। উচ্ছেদ হলে কী করবেন তা নিয়ে বাসিন্দারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। যে ফাঁকা ঘরগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলির মালিকরা এসেছেন কি না সেটাও অনেকে উঁকি মেরে দেখেছেন। লালমণি সরকার, অঞ্জন দাসদের কথায়, 'টাকা দিয়ে সরকারি জমিতে বসার সময় তৃণমূল নেতাদের টাকা দিয়েছি। সেখানে নদীর জল ঢুকে বিপর্যয় হয়েছিল। এবার কেউ তুলতে এলে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় থাকবে না।' যদিও মেয়রের সংযোজন, 'শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার, জলপাইগুড়ির জেলা শাসক ও তিস্তা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে এই অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কথা বলেছিলাম। দল নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। কাউকে সরকারি জায়গা দখল করতে দেওয়া যাবে না। কলকাতায় প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের সরকারি জমি দখলদারির বিষয়টি জানিয়ে এসেছি।' দখলদারি নিয়ে মেয়রকে নিশানা করে শিখা বলেন, 'কারা সরকারি জমি দখল করছে তা সবই মেয়র জানেন। টাস্ক ফোর্স করে নজরদারির কথা বলা আসলে তা আইওয়াশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তৃণমূলের নেতারা সরকারি জমি দখল করে টাকা কামিয়ে নিচ্ছে। যার ভাগ ওপরে বসে থাকা নেতারা পাচ্ছেন। কারা সরকারি জায়গা দখল করছে এমন নাম সামনে এসেছে।' ভোটের আগে মেয়র ভিত্তিহীন কথা বলছেন বলেও শিখা এদিন দাবি করেন।

প্রশ্নে ভোটের কাজে ডাকার পদ্ধতি

জলপাইগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি জেলায় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের এগজিকিউটিভ ও নির্মাণ সহায়কদের সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠল। নাম জড়িয়েছে তৃণমূল প্রভাবিত রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনেরও।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে এই অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের কাছে তদন্তের আর্জিও জানিয়েছেন। জেলার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বেশ কয়েকজন কর্মী অভিযোগের সত্যতা স্বীকারও করেছেন। যদিও জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক শামা পারভিন এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। শুভেন্দু সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে অভিযোগ তুলেছেন, জলপাইগুড়ি জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে নির্মাণ সহায়ক ও পঞ্চায়েত এগজিকিউটিভদের ফেডারেশন থেকে হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ পাঠিয়ে বিভিন্ন ব্লক অফিসে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এই পঞ্চায়েতকর্মীরা নির্বাচনের সময় মাইক্রো অবজার্ভার হিসেবে সহযোগিতা করবেন। কোনও সরকারি নির্দেশ ছাড়াই মেটেলি, ক্রান্তি, মাল, বানারহাট, ময়নাগুড়ি, নাগরাকাটা, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে এই পঞ্চায়েত কর্মীদের সাদা কাগজে স্বাক্ষর করানো হয়েছে বলেও বিরোধী দলনেতার অভিযোগ।

বিরোধী দলনেতা এই ঘটনায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। ফেডারেশনের মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে এই ধরনের কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ শুভেন্দুর। জেলার একাধিক ব্লকের পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক ও এগজিকিউটিভ অফিসাররাও অবশ্য এই অভিযোগ স্বীকার করেছেন। তাঁদের অনেকেই জানিয়েছেন, ব্যক্তিগতভাবে হোয়াটসঅ্যাপে তাঁদের ব্লক অফিসে হাজিরা দিতে বলা হয়। ব্লক অফিসে যাওয়ার পর তাঁদের নাম লেখা কাগজে হাজিরায় স্বাক্ষর করানো হয়েছে। তবে, কোনও সরকারি নির্দেশ তাঁরা পাননি। রাজ্য সরকারের পাঠানো ৮৫০৫ জন গ্রুপ-বি অফিসারের তালিকা মেনেই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, এই অফিসারদের গত মঙ্গলবারের মধ্যে ব্লক অফিসে রিপোর্ট করতে হবে। শুভেন্দুর বক্তব্য, ওই অফিসারদের কাছে সরকারিভাবে নির্দেশনামা যায়নি। তার পরিবর্তে ফেডারেশন থেকে ব্যক্তিগতভাবে হোয়াটসঅ্যাপে তাঁদের জানানো হচ্ছে।

- পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পঞ্চায়েত এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট ও নির্মাণ সহায়কদের ভোটের কাজে ডাক
- মাইক্রো অবজার্ভার হিসেবে ভোটের কাজে সহযোগিতা করবেন তাঁরা
- সরকারিভাবে না জানিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে তাঁদের নির্দেশ পাঠানোয় বিতর্ক

> নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন। এর সঙ্গে ফেডারেশনের কোনও যোগ নেই। বিরোধী দলনেতা কি ফেডারেশনকে নিয়ে আতঙ্কিত?
> -নিরুপম মুস্তাফি সভাপতি, রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন, জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি জেলার রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি নিরুপম মুস্তাফি বলেছেন, 'বিরোধী দলনেতাকে সম্মান জানিয়েই বলছি, নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন। এর সঙ্গে ফেডারেশনের কোনও যোগ নেই। তাছাড়া যে কোনও ঘটনায় বিরোধী দলনেতা শুধু ফেডারেশনকে টানেন কেন? তিনি কি ফেডারেশনকে নিয়ে আতঙ্কিত?' জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক শামা পারভিন এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ। কর্মীরা ব্লকে রিপোর্ট করেছেন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে।'

নিবেদিতা মার্কেটে পুড়ে যাওয়া দোকানের গোডাউন। বৃহস্পতিবার।

কাঠগড়ায় ফের গোডাউন

মধ্যরাতে পুড়ল তিন দোকান

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : একে চাপা রাস্তা, দোসর অধিকাংশ দোকানের ওপর তৈরি হওয়া গোডাউন। জতুগৃহ পরিস্থিতি শহর শিলিগুড়ির প্রায় প্রতিটা বাজারে। বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বাজার কমিটি কিংবা পুর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলে দিল নিবেদিতা মার্কেটের অগ্নিকাণ্ড।

বুধবার রাত একটা নাগাদ আগুন লাগে বাজারে। একটি গয়না, দুটো স্টেশনারির দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুই স্টেশনারি দোকানের ওপরেই রয়েছে গোডাউন। দোকানগুলোর পেছনে বাড়ি পীযূষ সিংয়ের। তিনি নাকি একটি দোকানের গোডাউনের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন। পোড়া গন্ধ নাকে আসে তাঁর। পীযূষ বলেন, 'গন্ধ পেয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিষয়টি বুঝতে পারি।' পীযূষের দাবি, কিছুক্ষণের মধ্যে সেই গোডাউন থেকে আগুনের শিখা বের হতে দেখা যায়। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। নীচে নেমে গ্রাস করে দোকানঘরটিকে। এরপর বাকি দুটোকেও।

স্থানীয়রা প্রথমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। দমকলের তিনটে ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসেছিল। বাধা হয়ে দাঁড়ায় নিবেদিতা মার্কেটের ঘিঞ্জি গলি। ইঞ্জিন ভেতরে ঢুকতে না পারায় জলের পাইপ টেনে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় দমকলকর্মীরা সফল হন।

বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছেন, 'আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। নতুন বাজার বা দোকান তৈরির সময় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার ওপর আলাদা নজর দিতে হবে।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'এটা সত্যিই বিপজ্জনক। বাজার কমিটিগুলোকে নজর দিতে হবে। আমরা ওদের নিয়মিত সচেতন করছি।'

প্রশ্ন ওঠে, শুধুমাত্র সচেতন করেই কি দায় শেষ? এই ওষুধে যে বেআইনি নির্মাণ কিংবা দখলদারির রোগ সারবে না, তা বাজারগুলোতে ঘুরলেই স্পষ্ট হয়। নিয়মিত অভিযান নেই কেন? জরিমানা নেই কেন? পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের কটাক্ষ, 'এমন প্রচুর গোডাউন তৈরি হলেও কর্তৃপক্ষের চোখ বন্ধ? দায় পুরনিগমকেই নিতে হবে।'

বৃহস্পতিবার সকালে পুড়ে যাওয়া গয়নার দোকানের সামনে বসেছিলেন মালিক শিবনাথ পাল। বলছিলেন, 'অলংকারগুলো বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই রক্ষে। রাতে আগুন লাগার খবর শোনার পর এসে দেখি, শাটার ভেঙে নেভানোর চেষ্টা চলছে।' নিবেদিতা মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সঞ্জীব নন্দীর দাবি, 'ওই গোডাউনগুলোতে কিছু সামগ্রী রাখা হত। তাছাড়া, দোকান বন্ধের সময় সমস্ত সুইচ বন্ধ করে দিতে বলা হয়েছিল ব্যবসায়ীদের। হয়তো বাইরের তার থেকে শর্টসার্কিট হয়ে আগুন লেগেছিল।'

এর আগে বিধান মার্কেটে দোকানের ওপর থাকা গোডাউনের কারণে আগুন নেভাতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল দমকলকর্মীদের। সেই ভুল থেকে অবশ্য শিক্ষা নেননি কেউ, এবার কি নেবেন?

মমতার ছবিতে মোদির স্টিকার

খড়িবাড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের ফ্লেক্সে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্টিকার লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনায় খড়িবাড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সরব হল। বিজেপির দিকে অভিযোগের তির। খড়িবাড়ি নেতাজিপল্লি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতাজিপল্লি সংসদে তৃণমূলের তরফে সম্প্রতি আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের ফ্লেক্স লাগানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার দেখা যায় ওই ফ্লেক্সে মুখ্যমন্ত্রীর ছবির উপর বিজেপির প্রতীক ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি দেওয়া। 'পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার' লেখা একটি ছোট স্টিকারও তাতে লাগানো ছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই এদিন সন্ধ্যায় তৃণমূলের খড়িবাড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ, অঞ্চল সভাপতি দর্শন সিংহ, পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহ প্রমুখ এদিন খড়িবাড়ি থানায় উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষোভ প্রকাশ করে কিশোরীমোহন বলেন, 'এটা বিরোধীদের চক্রান্ত। তৃণমূল উন্নয়নে বিশ্বাসী, এভাবে আমাদের রোখা যাবে না। আমরা পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি।' বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য তথা খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা শক্তিজয় বাড়ই বলেন, 'বুথ সম্পর্ক অভিযানের স্টিকার নেতাজিপল্লির প্রতিটি বাড়ির সামনে লাগানো হয়েছিল। কেউ সেই স্টিকার তুলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য একাজ করেছে। ঘটনাটি জানার পর রাতেই আমরা ঐ স্টিকারটি খুলে দিয়েছি। বিজেপি নোংরা রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়।'

ভোট কাটেন ভিক্টর : গোলাম

ইসলামপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর) লোকসভা ভোটে বিজেপি নেতাদের কাছে টাকা নিয়ে ভোট কাটার কাজ করেছেন। রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি বৃহস্পতিবার চাকুলিয়ায় তৃণমূলের কর্মসূচিতে ভাষণ দেওয়ার সময় ঠিক এই ভাষাতেই তোপ দাগেন।

উত্তরে ভিক্টর বলেন, 'আসলে ব্যর্থতার দায় আমার ঘাড়ে ঠেলে মন্ত্রী নিজের মান বাঁচাতে চাইছেন। তিনি এবং তাঁর দল দুর্নীতি করেন। তাই উনি ভাবছেন সবাই ওঁর মতো টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যায়।' তিনি যোগ করেন, 'আমার শিরদাঁড়া যে সোজা রয়েছে সেটা এলাকার মানুষ খুব ভালোভাবে জানেন। তৃণমূলও জানে। মানুষই এর জবাব দেবে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সেদিন দুজনে।। গজলডোবার অদূরে জোড়া তুন্দ্রা বিন গুজের ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির অচিন্ত্য গুপ্ত।

স্বজনপোষণের অভিযোগ মাঝিয়ালিতে

প্রাক্তন প্রধানের পরিবারে তিনটি 'বাড়ি'

মনজুর আলম

চোপড়া, ১২ ফেব্রুয়ারি : স্বজনপোষণের অভিযোগে বিদ্ধ প্রাক্তন প্রধান ও তাঁর পরিবার। বাংলার বাড়ি (দ্বিতীয় দফায়) প্রকল্পে চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিগত তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ডের প্রধান শহর বানুর স্বামী, ভাশুর ও তাঁর ছেলের নামে ঘর বরাদ্দ হওয়ায় দলের অন্দরেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় বিজেপি নেতা শংকর অধিকারী ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেন।

শহরের স্বামী হামিদুল রহমান শাসকদলের মাঝিয়ালির 'অঞ্চল সেভেন মেন' কমিটির সদস্য। তাঁর ভাশুরের ছেলে মহম্মদ হারুন রশিদ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মাঝিয়ালি অঞ্চল সভাপতি পদে রয়েছেন। প্রত্যেকেই পাকা বাড়িতে থাকেন। তবুও সরকারি ঘরের তালিকায় তাঁদের নাম জ্বলজ্বল করছে।

এপ্রসঙ্গে হামিদুলের সাফাই, 'ওই তালিকায় কীভাবে নাম ঢুকেছে জানি না। তবে, নাম থাকার কথা জানার পরই বাদ দিতে ব্লক প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছি।' হারুনও এক যুক্তি খাড়া করলেন। তাঁর দাবি, 'প্রশাসনের কাছে আগেই তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে বলা হয়েছিল। তাই, কারও অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি।' চোপড়ার জয়েন্ট বিডিও ডোমিট লেপচা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

শংকর অবশ্য তাঁদের সাফাই মানতে নারাজ। পালটা যুক্তি দিলেন, 'এই প্রকল্পের জন্য যখন সমীক্ষা হয়েছিল, তখন শহরই প্রধান পদে ছিলেন। অর্থাৎ, এটা স্পষ্ট তিনি নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে পরিবারের লোকজনের নাম ঢুকিয়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতে এমন বহু গরিব মানুষ রয়েছেন, যাঁদের কাঁচাবাড়িতে দিন কাটে।' যদিও শহর অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, 'আমি বুঝতে পারছি না, এই নামগুলো কীভাবে ঢুকল?'

- এবার ১৪৪২ জন উপভোক্তার নাম রয়েছে মাঝিয়ালি থেকে
- এরমধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন প্রধানের স্বামী, ভাশুর ও ভাশুরের ছেলে
- প্রত্যেকেই পাকা বাড়িতে থাকেন
- নাম বাদ দিতে আবেদন করেছি, দাবি তাঁদের

মাঝিয়ালি থেকে 'বাংলার বাড়ি'তে দ্বিতীয় দফায় ১৪৪২ জন উপভোক্তার নাম ঠাঁই পেয়েছে তালিকায়। শাসকদলেরই বর্তমান প্রধান কাইয়ুম আলমও পূর্বতন প্রধানের কোর্টে বল ঠেলেছেন, 'আগের বোর্ডের সময়ে হওয়া সমীক্ষার নিরিখে বাংলার বাড়ির (দ্বিতীয় দফার) তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।'

প্রাক্তন থেকে বর্তমান 'আমি জানি না'র সুর তুললেও সাধারণ মানুষ এতে বেজায় ক্ষিপ্ত। প্রাক্তন প্রধানের পরিবারের তিনজনের নাম একসঙ্গে এক তালিকায় ওঠায় সমীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিনের কথায়, 'স্বজনপোষণের অভিযোগ তো রয়েছেই, তালিকা ধরে ধরে উপভোক্তাদের কাছ থেকে কাঠমানিও তোলা হচ্ছে। আমরা আন্দোলনে নামব।'

তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ অবশ্য এসবে পাত্তা দিতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, 'বিরোধীরা যা ইচ্ছা বলতে পারে, আমার কাছে কোনওরকম অভিযোগ আসেনি। কোথাও অনিয়মের প্রমাণ পেলে অবশ্যই দলীয়গতভাবে ব্যবস্থা নেব।'

২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ছিনতাই

ফাঁসিদেওয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি : স্কুল ব্যাগে টাকা নিয়ে যাওয়ার পথে ছিনতাই! বৃহস্পতিবার রাতের এই ঘটনা ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরগামী ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে কান্তিভিটার লিচুবাগানের বুড়িবালাসন সেতু সংলগ্ন এলাকার। ক্ষতিগ্রস্ত মহম্মদ রোজাব আলি জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝমকলালজোতের গোয়ালজোতের বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, ব্যাগে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা নিয়ে খড়িবাড়ির ব্যবসায়ী উত্তম সিংহের কাছে পৌঁছে দিতে ঘোষপুকুর যাচ্ছিলেন রোজাব। লিচুবাগানের কাছে ২টি বাইকে ৩ জন এসে পথ আটকে দাঁড়ায়। রোজাবের বক্তব্য অনুযায়ী, 'ওরা আমার বাইকের চাবি খুলে জঙ্গলে ছুড়ে ফেলে। এরপর লাথি মেরে ফেলে দেয় আমার বাইকটাও। সুযোগ বুঝে মাথার পেছনে হেলমেট দিয়ে আঘাত করে ঘোষপুকুরের দিকে পালিয়ে যায়।'

দুষ্কৃতীরা চলে গেলে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন রোজাব। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়ার ওসি সুদীপ বিশ্বাস এবং ঘোষপুকুরের ওসি সঞ্জয় তিরকি ঘটনাস্থলে পৌঁছোন। রোজাবকে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর রাতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রোজাব বলেন, 'আমি ধানের ব্যবসা করি। আগেও অনেকবার টাকা নিয়ে গিয়ে পেমেন্ট করেছি। এমন ঘটনায় আতঙ্কের সৃষ্টি হল।' রোজাবের আত্মীয় সৌরভ আলির কথা, 'তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশের ওপর আস্থা আছে।'

ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ তদন্ত করে দেখছে দুষ্কৃতীরা এলাকার না বহিরাগত। রাতে এত টাকা নিয়ে যাওয়ার কথা আর কেউ জানতেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এসডিপিও (নকশালবাড়ি) সৌম্যজিৎ রায় বলেন, 'ঘটনা কানেক্ট করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। বাইকটি পুলিশ আটক করেছে।'

৮ দফা দাবিতে গেট মিটিং

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় বিদ্যুৎ যোজনা ২০২৬ বাতিল করা, ঠিকা প্রথা বিলোপ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পুরোনো পেনশন পদ্ধতি পুনরায় চালু করা সহ ৮ দফা দাবিতে, বৃহস্পতিবার দুই মাইল পাওয়ার হাউস প্রশাসনিক ভবনের সামনে একটি গেট মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। এই গেট মিটিংয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ ওয়ার্কমেনস ইউনিয়নের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য দেবব্রত সাহা চৌধুরী, ভাস্কর চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

প্রাক্তন লিংকম্যানদের অভিযান

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের আগে চাকরি, পুনর্বাসন ও অটোনমাস কাউন্সিলের দাবি পূরণে রাজ্যের ওপর চাপ বাড়াতে উত্তরকন্যা অভিযান করলেন প্রাক্তন কেএলও লিংকম্যানরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার প্রাক্তন লিংকম্যানরা ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ন মোড় থেকে মিছিল করে উত্তরকন্যার উদ্দেশে রওনা দেন। কিন্তু উত্তরকন্যা অভিযান ঘিরে আগে থেকেই বিরাট পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা ছিল। বাহিনীর পাশাপাশি একাধিক জলকামান ও বজ্র মোতায়েন করা হয়েছিল। ফুলবাড়ির চুনাভাটি মোড়ে পুলিশ মিছিলটি আটকে দিলে লিংকম্যানরা এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর একপাশে বসে পড়েন। যার ফলে পুলিশকে সমস্ত যানবাহন রাস্তার একদিক দিয়ে পার করতে হয়। এদিকে, প্রাক্তন কেএলও লিংকম্যানদের সাত সদস্যের একটি দলকে পুলিশ উত্তরকন্যায় নিয়ে যায়। সেখানে কেএলও লিংকম্যান মহিলা মোর্চা সমন্বয় কমিটির তরফে উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়-এ একটি দাবিপত্র পেশ করা হয়।

কেএলও-র লিংকম্যান হিসাবে কাজ করা প্রায় দেড়শো মানুষ এদিন উত্তরকন্যা অভিযানে শামিল হয়েছিলেন। যাঁরা বিভিন্ন সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন। পরবর্তীতে আত্মসমর্পণ করে বা কাজ ছেড়ে দিয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসেন। প্রাক্তন কেএলও লিংকম্যান তথা ধূপগুড়ির বাসিন্দা বিধূভূষণ রায় বলেন, 'কামতাপুর অটোনমাস কাউন্সিল তৈরির দাবি জানানো হয়েছে। অন্তত পাঁচ হাজার কেএলও লিংকম্যান রয়েছেন। যাঁদের স্থায়ী চাকরির দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি প্রবীণ কেএলওদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের এই দাবি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।'

সহজ প্রশ্নে ফুটল হাসি, বাড়তি সময়ের আবদার পড়ুয়াদের

একই বেঞ্চে দুই বোর্ডের পরীক্ষার্থী

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১২ ফেব্রুয়ারি : কোথাও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে একই বেঞ্চে বসে পরীক্ষা দিল হাই মাদ্রাসা ও আলিম পরীক্ষার্থীরা, কোথাও আবার পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য গভীর জঙ্গলে নজর রাখা হল। নিজেদের মানবিক পরিচয় রাখলেন পুলিশকর্মীরা। বৃহস্পতিবার দিনের শেষে হাসি মুখেই বাড়ি ফিরল শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা।

চোপড়ার আসারু বস্তি জালালউদ্দিন হাই মাদ্রাসায় হাই মাদ্রাসা, আলিমের পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি দাসপাড়া হাইস্কুল ও বাচ্চা মুন্সি গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়ারা পরীক্ষা দিয়েছে। এক একটি বেঞ্চে তিনজন করে পরীক্ষার্থীকে বসানো হয়েছিল। দুজন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মাঝে একজন করে হাই মাদ্রাসা বা আলিম বোর্ডের পরীক্ষার্থীকে বসানো হয়। কর্তৃপক্ষের দাবি, পরিকাঠামোর অভাবে দুটি রুমে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়। ওই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক রিয়াজুল ইসলাম বলেন, 'শুক্রবার থেকে আর এ ধরনের সমস্যা হবে না।' এদিন এক পরীক্ষার্থী চোপড়া বাসস্ট্যান্ডে এসে পরীক্ষাকেন্দ্র খুঁজে না পাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়ে। ট্রাফিক ওসি উজ্জ্বল রায় মোটরবাইকে তাকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেন। এদিকে, বর্তমানে কার্সিয়াং বনবিভাগের জঙ্গলে প্রায় ৬০টি হাতি রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে দামাল হাতি 'আকাশ পাতাল'। তাই অঘটন এড়াতে সতর্ক ছিলেন বনকর্মীরা। কার্সিয়াং ডিভিশন এলাকায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় তিনশো। তাদের বাড়ি থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া এবং পরীক্ষা শেষ বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য এনবিএসটিসির ১২টি বাস এবং বন দপ্তরের গাড়ি, এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের ঐরাবত গাড়ি ব্যবহার করা হয়। হাতি ছাড়াও চিতাবাঘের মতো হিংস্র বুনোদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দিতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কার্সিয়াং বনবিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'শীতের মরশুমে সাধারণত হাতিরা বাগডোগরা, পানিঘাটা জঙ্গলে থাকে না। কিন্তু এবার বাগডোগরা বনেই ১২টি হাতি রয়েছে। বাকিগুলি পানিঘাটা, কলাবাড়ি, বামনপুখরিতে রয়েছে।' অন্যদিকে, এমএম তরাইয়ে বাস নিয়ে সাময়িক সমস্যায় পড়তে হয়েছিল পরীক্ষার্থীদের।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ইসলামপুর শহরে পুলিশি নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো। খড়িবাড়িতে নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে প্রথম ভাষার পরীক্ষা। এদিন উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সিমেস্টার, তৃতীয় সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টরারি ও পুরোনো সিলেবাসের পরীক্ষা ছিল। খড়িবাড়ি সেন্টারের সেক্রেটারি সাধনা সাহা জানান, এবার এই সেন্টারে ২৮৫ জন ছাত্র, ৩৮২ জন ছাত্রীর সিট পড়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে নকশালবাড়ি সার্কেলেও উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম দিন কেটেছে। নকশালবাড়ি সার্কেলের সেন্টার সেক্রেটারি শান্তনু পাল বলেন, 'পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হয়েছে। নকশালবাড়িতে তিনটি পরীক্ষাকেন্দ্রের কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি।' উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কোনও সমস্যা হয়নি ফাঁসিদেওয়ায়। বিধাননগর ও ফাঁসিদেওয়ার মোট ছ'টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়। বিধাননগর কেন্দ্রে ৯৭৮ জন এবং ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রে ৪১৭ জন পরীক্ষায় বসে।

মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি

তমালিকা দে ও নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : বাবাকে সঙ্গী করে কেউ শেষমুহূর্তে বইয়ের পাতায় চোখ বুলিয়ে নিল। চোখেমুখে উদ্বেগ। আবার কারও মুখে পরীক্ষা শুরুর আগে দুশ্চিন্তামুক্ত হাসি। বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সিমেস্টারের প্রথম পত্রের পাশাপাশি মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক বিষয় এবং একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষাও ছিল। এগুলিকে কেন্দ্র করে এদিন শহরের নানা প্রান্তে বিভিন্ন ছবি দেখা গেল।

কিছু পরীক্ষার্থী রঙিন বোর্ড নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে চাইলে কড়াকড়িতে তা আটকে যায়। তড়িঘড়ি নতুন বোর্ড সংগ্রহ করলে তবেই তাদের পরীক্ষায় বসতে হয়। রাজ্যজুড়ে পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হয়েছে বলে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান।

শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো। পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতে যাতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তার জন্য পুলিশ প্রতিটি মোড়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে

পরীক্ষাকেন্দ্রের লাইনে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

প্রথম ভাষার এই পরীক্ষায় মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি চালিয়ে তবেই পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পর পরীক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তা নিমেষেই স্বস্তিতে বদলে যায়। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীময়ী দে জানায়, পরিবেশ দূষণের ওপর সহজ রচনা আসায় সে অত্যন্ত খুশি। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের অহনা প্রামাণিকের আক্ষেপ, 'বাড়তি ১৫ মিনিট সময় পাওয়া গেলে সুবিধা হত।' একই স্কুলের সুমি বিশ্বশর্মার গলায় সিমেস্টার পদ্ধতির নতুন অভিজ্ঞতার কথা শোনা গেল, 'সিমেস্টার পদ্ধতিতে এই প্রথম পরীক্ষা দিলাম। শুরুতে কিছুটা নার্ভাস থাকলেও শেষপর্যন্ত খুব ভালো পরীক্ষা হয়েছে।'

তাঁর অধীনে থাকা ১০টি কেন্দ্রেই পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে হয়েছে বলে শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ মহীতোষ দাস জানান। নেতাজি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষের অভিজ্ঞতায়, মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষার্থী না থাকায় উচ্চমাধ্যমিকে নজর দেওয়া এদিন সহজ হয়েছিল। কোনও কেন্দ্র থেকেই অভিযোগ আসেনি বলে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার যুগ্ম কনভেনার রাম ছেত্রী জানান। দার্জিলিং হিল ও কালিম্পং জেলাতেও বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক ও রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

অধীরের চিঠি

বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজে দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনায় শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। এই মর্মে ব্রাত্য বসুকে চিঠি পাঠিয়েছেন অধীর।

প্রতারিত শিক্ষক

২৫ দিন ধরে ডিজিটাল অ্যারেস্ট অবস্থায় প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকার প্রতারণার শিকার হলেন কলকাতার এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কসবা থানায়।

নার্সের দেহ

দুর্গাপুরে বহুতল আবাসনের নীচ থেকে উদ্ধার করা হল ২৪ বছরের এক নার্সের রক্তাক্ত দেহ। ঘটনায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলছে মৃতার পরিবার। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। আত্মহত্যা কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সরণির নয়া নাম

এসপ্ল্যানেড রো-এর নাম পরিবর্তন করে বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল সরণি রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষ। এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল শাসকদল।

প্রেমের মরশুম... *বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

ভুয়ো ফর্মে বিভ্রান্তি, তদন্ত কমিশনের

রাজ্যের অফিসারদের নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : যোগ্য-অযোগ্য চূড়ান্ত করার কাজে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করছেন ইআরওরা। সেই কারণেই লক্ষ লক্ষ শুনানি চূড়ান্ত হচ্ছে না। ২০ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলায় এই অভিযোগ করতে চলেছে কমিশন। প্রায় দেড়কোটি শুনানির নথি যাচাই করে তা চূড়ান্ত করতে হবে ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে ভোটার তালিকায় নাম তোলা নিয়ে নতুন করে বিভ্রান্তি ছড়াল দুই জেলায়। নাম তুলতে এটাই আপনার শেষ সুযোগ, এই মর্মে কিছু ভুয়ো নির্দেশিকা ঘুরছে সমাজমাধ্যমে। সেই নির্দেশিকায় যাদবপুর এবং মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার ইআরওদের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। কমিশনের তরফে এ ধরনের কোনও নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। ভুয়ো ফর্মের বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে সংশ্লিষ্ট দুই জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনি আধিকারিকদের থেকে রিপোর্ট চেয়েছেন সিইও। এদিকে মাইক্রোঅবজার্ভারদের নিয়োগ নিয়েও ধোঁয়াশা কাটেনি। ফলে তাঁদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টিও এখনও ঝুলে রয়েছে। এরই মধ্যে রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তৈরি ও ভোট প্রস্তুতি নিয়ে শুক্রবার রাজ্যের সিইও দপ্তরের আধিকারিক ও জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ।

যাঁরা শুনানিতে 'আনম্যাপড' হয়েছেন, তাঁদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য এটাই শেষ সুযোগ। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া ফর্ম ঘিরে চূড়ান্ত বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে নির্বাচকদের মধ্যে। যাদবপুর বিধানসভারই এক বিএলও দাবি করেছেন, ইআরও নিজে তাঁদের হাতে এই ফর্ম তুলে দিয়েছেন। যদিও বাস্তবে পুরো বিষয়টি ভুয়ো। এদিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'সমাজমাধ্যমের এই বিজ্ঞপ্তি পুরোপুরি ফেক। পরিকল্পিতভাবেই বিভ্রান্তি ছড়াতে এটা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যাদবপুর এবং হরিহরপাড়ার ইআরওরা এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট দুই জেলার জেলাশাসকদের তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলেছি।' বিজেপির দাবি, বাদ পড়া ভুয়ো ভোটারদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তুলতে মরিয়া তৃণমূল। সেই কারণেই বশংবদ ইআরওদের দিয়ে ভোটার তালিকায় কারচুপি করার চেষ্টা হচ্ছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বলেছেন, 'চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর আমরা প্রতিটি এন্ট্রি খতিয়ে দেখব। কোনও ভুয়ো ভোটার থাকলে কমিশনকে তাঁর নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।'

রাজ্যের পাঠানো সাড়ে ৮ হাজার গ্রুপ বি অফিসারদের তালিকা কমিশনের কাছে পৌঁছোলেও বুধবার পর্যন্ত প্রায় ৬ হাজার আধিকারিক বিভিন্ন জেলায় রিপোর্ট করেছেন। কিন্তু এই আধিকারিকদের যোগ্যতা এবং অন্যান্য তথ্য সহ যে বায়োডাটা কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে চেয়েছিল, তা এখনও পাঠায়নি রাজ্য। উপরন্তু রাজ্যের পাঠানো ৬ হাজার আধিকারিক নিয়োগ করতে গিয়ে কমিশন দেখে, প্রায় ৪০০ জন আধিকারিক রয়েছেন যাঁরা ইতিমধ্যেই কমিশনের ডেপুটেশনে এইআরও হিসেবে কাজ করছেন। সিইও বলেন, বায়োডাটা না পেলে তাঁদের যোগ্যতামান নিয়ে নিশ্চিত হতে পারছে না কমিশন। ফলে নিয়োগ কার্যত থমকে রয়েছে।

রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ও ভোট প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার সিইওকে দিল্লিতে ডেকে বৈঠক করেছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। এরপরই ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ঘোষণা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে কমিশনের ফুল বেঞ্চ।

প্রস্তুতির সময় কম, ক্ষোভ পরীক্ষার্থীদের

নির্বিঘ্নে শেষ উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পরীক্ষা

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : চতুর্থ সিমেস্টারের প্রথম পরীক্ষার দিন পড়ুয়া ও অভিভাবকদের অভিযোগের পাহাড়ে বিপাকে পড়ল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। অভিভাবকদের একাংশের দাবি, প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় বই তো সময়মতো মেলেইনি, এমনকি পরীক্ষার মাত্র দু'সপ্তাহ আগে প্রশ্নপত্রের সংকলন হাতে পেয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। এরইমধ্যে বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে পরীক্ষা প্রায় এক মাস এগিয়ে আনা হয়েছে। তাছাড়া বহু শিক্ষক এসআইআরের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকায় পর্যাপ্ত সময় ক্লাসও করানো যায়নি। ফলে প্রস্তুতির অভাবে আশানুরূপ পরীক্ষা দিতে পারেননি পরীক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার প্রথম ভাষার পরীক্ষার দিন এই অভিযোগের ভিত্তিতে সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'পরীক্ষা এগিয়ে আসায় সময় কম পাওয়া গিয়েছে ঠিকই, তবে তৃতীয় সিমেস্টারে বই পাওয়া নিয়ে অনেক অভিযোগ আমরা পেয়েছিলাম। চতুর্থ সিমেস্টারে তা সংশোধন করে নেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংসদ অনুমোদিত বই পড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে।'

তবে এবারের পরীক্ষায় কড়াকড়ির বেড়াজাল যে যথেষ্ট সফল, তা স্বীকার করে নিচ্ছেন সংসদ আধিকারিকরা। কারণ, পূর্ব বর্ধমানে প্রথম দিনের পরীক্ষায় মোবাইল সহ মাত্র একজন পড়ুয়া ধরা পড়েছেন। তবে আধিকারিকদের মত, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সঠিক পরিসংখ্যান দেখে তারপরই সিমেস্টার ব্যবস্থার সাফল্য বিচার করা যাবে। এদিন পরীক্ষার্থীদের সময়ানুবর্তিতা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। প্রথম দিনের পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৯৯ শতাংশ হলেও কলকাতার হেয়ার স্কুলে পরীক্ষা শুরুর ১০, ২৫ ও ৩৪ মিনিট পর উপস্থিত হন তিন পরীক্ষার্থী। যানজটের কারণে এই দেরি বলে জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন। পরীক্ষার্থীদের একাংশের অভিযোগ, প্রশ্নপত্র আশানুরূপ হয়নি। কেউ কেউ পাঠ্যবই হাতে পেয়েছেন গত নভেম্বরে। কারও কাছে আবার বই পৌঁছেছে জানুয়ারিতে। ফলে এক মাসের মধ্যে এত বড় সিলেবাস শেষ করা অসম্ভব বলেই দাবি তুলেছেন অভিভাবকদের একাংশও। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর যদিও দাবি, চতুর্থ সিমেস্টারের অনেক আগেই বই ছাপা হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটি স্কুলে হয়তো বই পরে পৌঁছোতে পারে।

আরও অভিযোগ, পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময় অনেক কম। অতিরিক্ত উত্তরপত্রও না মেলায় উত্তর লিখতে সমস্যা হয়েছে। এই অভিযোগ উড়িয়ে সংসদ সভাপতির যুক্তি, ৪০ নম্বরের পরীক্ষায় যথেষ্টই সময় দেওয়া হয়েছে। এমনকি ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করার জন্য প্রচুর ভিডিও মেটিরিয়াল নির্দিষ্ট সমাজমাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। তাতে পরীক্ষা প্রস্তুতিতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এদিন দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে আসায় (সত্যতা যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ') চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই নোটিশে দেগঙ্গা ব্লকের সব প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, বিএলও দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও কাজ থাকলে তা স্কুলের নির্ধারিত সময়ের পর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের করতে হবে। শিক্ষকমহলের ক্ষোভ, এভাবেই অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

যোধপুর পার্ক গার্লস স্কুলে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

'বন্দে মাতরম' নির্দেশিকা ঘিরে তর্জা

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : সরকারি অনুষ্ঠানে 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই নিয়ে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করল তৃণমূল। 'বন্দে মাতরম' গাওয়াকে বাধ্যতামূলক করে বিজেপি সরকার বিভাজনের কৌশল নিচ্ছে বলে দাবি করেছে তারা। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের গরিমা তুলে ধরাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এর ফলে রবীন্দ্রনাথকে ছোট করা হয়েছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি কোনওদিনই রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ করে না। কারণ, তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। তাঁর লেখাতেও বারবার ধর্মনিরপেক্ষতার কথা উঠে এসেছে। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বিজেপির কাছে অপছন্দের।'

ব্রাত্য আরও বলেন, 'মাস তিনেকের জন্য এই নির্দেশিকা বা এত হইচই করবে বিজেপি। তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই নির্দেশিকার হদিস থাকবে না।' যদিও প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'এসবের কোনও প্রয়োজনই ছিল না। আসলে বিজেপি তাদের দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতেই এসব করেছে। এই নির্দেশিকা আসলে বিভাজনের একটা কৌশল।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আরএসএস কোনওদিনও বঙ্কিমচন্দ্রের নাম নেয়নি। তাই এই ধরনের পদক্ষেপ মনীষীদের অপমান করা।'

বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বন্দে মাতরম' একজন বাঙালি লিখেছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের সেই গানের সুর করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই বন্দে মাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক করার বিরোধিতা করা শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই। বাঙালি হিসেবে আমাদের গর্বের দিন।'

> **প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে সম্বোধন করেছেন। সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশিকা।**
>
> -চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় বিয়ে হয়নি, দাবি হিরণের

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : নিজের দ্বিতীয় বিয়ের অভিযোগ নস্যাৎ করেছেন বিধায়ক তথা অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর আগাম জামিনের আবেদনপত্রে এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই আইনজীবী মারফত আদালতের সামনেও এই বক্তব্য জানিয়েছেন হিরণ। আবেদনপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দ্বিতীয় বিয়ের অভিযোগ ভিত্তিহীন, অপ্রমাণিত, আইনি প্রমাণ দ্বারা অসমর্থিত বলে দাবি করা হয়েছে।

আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় আনন্দপুর থানায় ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ৫৪,৮২(১), ৮৫ ধারায় ২২ জানুয়ারি মামলা দায়ের করেছেন। হিরণ ও পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরের ঋতিকা গিরির বিরুদ্ধে তদন্তের উদ্দেশ্যে তা নথিভুক্ত করা হয়েছে। সমাজমাধ্যম মারফত ঋতিকার সঙ্গে তাঁর বিয়ের বিষয়ে জানতে পেরেছেন অনিন্দিতা।

অ্যাকাউন্ট হ্যাকের যুক্তি অভিনেতার

এই অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করা হয়েছে, তিনি হিন্দু বিবাহ আইন বা অন্যকোনও আইনের অধীনে ঋতিকা গিরির সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ বা আইনি বিবাহ করেননি। সমাজমাধ্যমে কিছু ছবির ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন। কিছু ছবি তাঁর ব্যক্তিগত হেপাজতে রাখার জন্য ছিল। তাঁর অজান্তে বা সম্মতি ছাড়াই সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট থেকে ছবিগুলি আপলোড করা হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলি হ্যাক করা হয়েছে। তাই চেন্নাইয়ের মাইলাপুর জেলার একটি থানায় অভিযোগও দায়ের করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে। তাঁকে মিথ্যে মামলায় জড়ানো, মানহানি ও তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। অভিযোগকারী ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণে প্রতিহিংসাবশত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় অনিন্দিতা বলেন, 'এই বিষয়ে এখনই কিছু বলব না। আদালত আমার অভিযোগকে মান্যতা দিয়েছে বলেই হিরণকে তদন্তে সহযোগিতা করার কথা বলেছে।'

জোট নিয়ে ধীরে চলো নীতি আলিমুদ্দিনের

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : জোট নিয়ে একপ্রকার 'ধীরে চলো' নীতিতেই চলছে সিপিএম। তৃণমূল ও বিজেপির বিরোধিতায় বিকল্প জোট গড়ে তুলতে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি দলের সঙ্গে তাদের আলোচনা চলছে। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই তা এখনও পর্যন্ত বাস্তবায়নের পথে সেভাবে এগোয়নি। এই পরিস্থিতিতে নিশ্চয়তার বার্তা না পেলে প্রার্থী ঘোষণার পথে এগোবে বলে একপ্রকার ঘোষণা করে দিয়েছে আইএসএফ। চলতি সপ্তাহে বেশ কয়েকটি আসনে তারা প্রার্থী ঘোষণা করে দিতে পারে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু আইএসএফ-এর সঙ্গে জোট করতে একপ্রকার সবুজ সংকেত দিয়ে রেখেছে আলিমুদ্দিন। এই প্রেক্ষিতে আইএসএফকে ধৈর্য ধরার বার্তা দেওয়া হয়েছে। এআইমিম-এর সঙ্গেও জোটের বিষয়টি বিশবাঁও জলেই রয়েছে। আইএসএফের সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'আমাদের সঙ্গে আইএসএফ-এর কথাবার্তা সদর্থকভাবেই এগোচ্ছে।' একপ্রকার সবুজ সংকেত দিয়েই সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আইএসএফকে বলব, একটু ধৈর্য ধরতে। লোকসভা নির্বাচনের সময়ও আমরা ধৈর্য ধরেছিলাম।'

এছাড়া বামফ্রন্টের মধ্যে ইতিমধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলছে।

বন্যা এড়াতে উত্তরের নদীপথে ড্রেজিং করবে রাজ্য

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বন্যা পরিস্থিতি এড়াতে বর্ষার আগেই উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলের বাইরে ১১৪.৭৬ কিলোমিটার নদীপথ ড্রেজিংয়ের উদ্যোগ নিল রাজ্য। বৃহস্পতিবার সেচ দপ্তর জানিয়েছে, নদীর তলদেশে পলি জমার পরিমাণ বৃদ্ধি, ভুটানে অত্যধিক বৃষ্টিপাত এবং যথেচ্ছ খননকার্যের ফলে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যা আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া সিকিম থেকে নেমে আসা তিস্তার জল জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ের বিপদ বাড়াচ্ছে। এমনকি গত বছর ভারী বৃষ্টির ফলে আন্তঃসীমান্ত নদীগুলির উপচে পড়া জল ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে উত্তরের জেলাগুলির। তাই 'নো কস্ট' ফর্মুলায় নদীপথের ড্রেজিং শুরু করছে দপ্তর। বর্ষার পরও ২৪.৩৫ কিলোমিটার নদীপথে ড্রেজিং করা হবে।

ভাঙন এড়াতে উত্তরবঙ্গের নদীপাড়গুলিতে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নিয়েছে বন দপ্তর। চলতি বছরে বর্ষা আসার আগে এবং বর্ষাকালীন সময়ে ১৩৬ কিলোমিটার ঝুঁকিপূর্ণ নদীপাড়ে বৃক্ষরোপণ করা হবে। বর্ষার পর আরও ৬৩ কিলোমিটার এলাকায় গাছ বসানো হবে। বনাঞ্চলের মধ্যে ৭৮.০৩ কিলোমিটার নদীপথেও পলি সংস্কার বা ড্রেজিং করার দায়িত্ব নিয়েছে বন দপ্তর। এবারের বর্ষায় কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না রাজ্য। রাজ্য কোষাগারের চাপ কমাতে সেখান থেকে এই উদ্যোগে কোনরকম খরচ করা হবে না। পশ্চিমবঙ্গ খনিজ উন্নয়ন ও বাণিজ্য লিগম লিমিটেড এই 'নো কস্ট' মডেল বা বিনা খরচ পদ্ধতি মেনে ড্রেজিংয়ের কাজ করবে। এদিন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, 'রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই পদ্ধতি মেনে কাজ হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৫৭ কিলোমিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের কাজ শেষ হয়েছে। সেখান থেকে ৫০ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব অর্জন করা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের জন্য প্রস্তাবিত ড্রেজিং সহ ১৩৪৩ কিলোমিটার জুড়ে আরও ১৫৭টি কাজ থেকে ৩৯১ কোটি টাকার রাজস্ব আসার সম্ভাবনা রয়েছে।' এই নতুন মডেলের ওপর ভিত্তি করে কাজ করার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই অর্থ দপ্তর সম্মতি দিয়েছে। শীঘ্রই 'নো কস্ট' প্রক্রিয়ায় কাজ শুরু করবে রাজ্য। একই সঙ্গে গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি আশ্রমকে ভাঙন থেকে রক্ষা করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। চূড়ান্ত ছাড়পত্র মিললে সুন্দরবনে শুরু হবে ৫৪৫০ কোটি টাকার দুটি প্রকল্প। এছাড়াও এদিন রাজ্যের ১৫টি জেলায় রবি ও বোরো ধান চাষের জন্য জল সরবরাহের ঘোষণা করলেন সেচমন্ত্রী। তিনি জানান, অর্থ দপ্তরের অনুমোদন পেলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘাটালে ৭০টি স্কিমের কাজ দ্রুত শুরু হবে। নগর এলাকার নিকাশি ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৯ কোটি টাকাও বরাদ্দ করল সেচ দপ্তর। এই কাজ বাস্তবায়িত হলে কলকাতা সহ অন্যান্য পুরসভা এলাকায় মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে আসবে বলেই আশাবাদী সেচমন্ত্রী।

বঞ্চনা নিয়ে সরব বৃত্তিমূলক শিক্ষক-পড়ুয়ারা

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার বৃত্তিমূলক বিষয়ের পরীক্ষা দিয়েই শেষ হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষাকেন্দ্র থেকেই এদিন পরীক্ষার্থীদের একাংশের অভিযোগ, বিষয়ভিত্তিক বই পাওয়া যায়নি। এমনকি ল্যাবে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই। স্টেশনারি মেটেরিয়াল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট, গেস্ট লেকচার ও অন জব ট্রেনিং থেকেও তারা বঞ্চিত। তারপরেও পরীক্ষায় বসতে হয়েছে তাদের। একইসঙ্গে শিক্ষকদেরও দাবি, এজেন্সি মারফত নিয়োগের ফলে বৃত্তিমূলক বিষয়ের পাঠ্যক্রম পরিচালনার বেহাল দশা। ফলে এই বিষয়গুলি বেশিদিন আর স্কুলে পড়ানো সম্ভব হবে না বলেই আশঙ্কা তাঁদের। স্কুলপ্রতি ল্যাবের জন্য ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হলেও রাজ্য সরকার বছর বছর সেই বরাদ্দ পাঠাচ্ছে না। এমনকি গত ১৩ বছর ধরে বেতন বাড়েনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এই অভিযোগ তুলে এদিন সরব হলেন অভিভাবকদের একাংশও।

বৃত্তিমূলক বিষয়ের শিক্ষিকা শ্রেয়া চৌধুরীর অভিযোগ, 'টিচার্স ট্রেনিংয়ের জন্য বার্ষিক বরাদ্দের ১০ হাজার টাকাও দেয় না রাজ্য। বারবার শিক্ষা দপ্তরকে জানালেও রাজ্য সরকার জবাব দিচ্ছে না কেন?' বৃত্তিমূলক বিষয়ে এদিন মাধ্যমিকে পরীক্ষায় বসেছিল দিশা শীল। তার কথায়, 'প্রোজেক্ট বা মডেল তৈরি করতে হয় নিজেদের উপকরণ দিয়েই। ল্যাবের কাজ সেভাবে শিখতে না পারায় খুব অসুবিধা হয়েছে প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা দিতে।' চলতি মাসের ১৮ তারিখ রয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের বৃত্তিমূলক পরীক্ষা। সেখানেও এক সমস্যা পড়ুয়াদের।

টাস্ক ফোর্স গড়াই সার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের ভোট-অন-অ্যাকাউন্টে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় গত অক্টোবরের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে 'নির্দিষ্ট বিপর্যয়' হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজে আলাদাভাবে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। দুর্যোগের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট সংস্কার ও সামগ্রিক পুনর্গঠনের কাজ দ্রুত করতে একটি উচ্চপর্যায়ের 'টাস্ক ফোর্স' গড়ার কথা ঘোষণাও করেন তিনি। ওই কমিটির মাথায় রাখা হয় তদানীন্তন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে। কিন্তু বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রের খবর, বিপর্যয়ের পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত মাত্র দু'বার ওই বৈঠক হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়

এর মধ্যে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ অবসর নিয়েছেন। তারপর টাস্ক ফোর্সের ভবিষ্যতের কোনও খবর মেলেনি নবান্নের প্রশাসনিক মহলে। আর এর মধ্যে যা খবর, তাতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর তাদের বরাদ্দ টাকার মধ্যেই ঘটনার পর থেকে রাস্তাঘাট সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ কোনওক্রমে চালিয়ে এসেছে। আলাদা অতিরিক্ত অর্থ না মেলায় কাজ উপযুক্ত মানের হয়নি বলেই সংশ্লিষ্ট মহলের অভিযোগ। নবান্ন সূত্রের খবর, 'পথশ্রী' ও 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্প আছে তো। তারই অর্থে চলছে সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ। দপ্তরগুলিকে বাজেটের নতুন বরাদ্দ পেতে তো আগামী ১ এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ফের পুনেতে খুন বাংলার পরিযায়ী

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বাংলা ভাষা বলার অপরাধে মহারাষ্ট্রে ফের এক পরিযায়ী শ্রমিককে খুনের অভিযোগ উঠল। নিহত সুখেন মাহাতো পুরুলিয়ার বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে তিনি পুনেতে থাকতেন। বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণেই বুধবার তাঁকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। এরপরই এই ইস্যুতে বৃহস্পতিবার সকালে সমাজমাধ্যমে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার রাতেই তৃণমূলের এক প্রতিনিধি দল পুরুলিয়ার বরাবাজারে তাঁর বাড়িতে যায়। নিহতের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেয় তারা। নিহতের বাবা ধীরেন মাহাতো বলেন, 'বছর সাতেক আগে আরও দুই ভাইয়ের সঙ্গে সুখেন পুনেতে কাজে যায়। বুধবার তাঁর মৃত্যুর খবর আসে। আমার ছেলে হিন্দি বা মারাঠি ভাষা জানত না। সেই কারণেই তাঁকে খুন করা হয়েছে।' একই অভিযোগ করেছেন তাঁর কাকা দীনেশচন্দ্র মাহাতোও। শুক্রবারই মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে এই খবর পোস্ট করে লিখেছেন, 'আমি অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। সুখেনের পরিবারের উদ্দেশে আমি বলছি, এই শোকের সময় রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সবরকম পদক্ষেপ করা হবে। এটি একটি ঘৃণ্য অপরাধ। এক তরুণকে তাঁর ভাষা, পরিচয় এবং তাঁর শিকড়ের জন্য অত্যাচার করে হত্যা করা হল।' তৃণমূলের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে বলা হয়েছে, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যে এই বর্বরোচিত ঘটনা আবারও প্রমাণ করল বাঙালিদের প্রতি তাদের চরম ঘৃণা ও সংকীর্ণ রাজনীতির নগ্নরূপ। এক মায়ের কোল খালি হল স্রেফ ঘৃণার রাজনীতির শিকার হয়ে। মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমাদের পার্টি ওই পরিবারের পাশে রয়েছে।' যদিও বঙ্গ বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। তবে ঘটনাটি কী ঘটেছে আমি বিস্তারিত জানি না। তাই বিস্তারিত না জেনে কিছু বলব না।'

পুনের গ্রামীণ পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মৃতদেহ উদ্ধারের পর তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই থানায় খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

> **বছর সাতেক আগে আরও দুই ভাইয়ের সঙ্গে সুখেন পুনেতে কাজে যায়। বুধবার তার মৃত্যুর খবর আসে। আমার ছেলে হিন্দি বা মারাঠি ভাষা জানত না। সেই কারণেই তাকে খুন করা হয়েছে।**
>
> -ধীরেন মাহাতো

মহিলাদের উন্মুক্ত সংশোধনাগার

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : চার দেওয়ালের বন্দিদশায় জীবন কাটে তাঁদের। ওঁরা সমাজের আর পাঁচজন মানুষের থেকে আলাদা নন। ভুলের শাস্তির সঙ্গে প্রয়োজন সংশোধনের। বন্দিদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘদিন ধরেই নানান পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। এবার মহিলা বন্দিদের জন্য উন্মুক্ত সংশোধনাগার তৈরির বিষয়ে উদ্যোগী হল রাজ্যের কারা দপ্তর। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত মহিলাদের উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ। প্রাথমিকভাবে বীরভূমের সিউড়িতে একটি জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। আরও কয়েকটি জায়গা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পুরুষ বন্দিদের জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্যে তিনটি উন্মুক্ত সংশোধনাগার রয়েছে। সেখানে থাকা সাজাপ্রাপ্তরা নিজেদের মতো করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কেউ টোটো চালাচ্ছেন, কেউ ব্যবসায় নিযুক্ত, আবার কেউ ফুটবলের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এভাবেই কাটছে তাঁদের জীবন। সাধারণত, ১২ বছরের বেশি সাজাপ্রাপ্তরা ও যাঁদের ভালো আচরণের রেকর্ড রয়েছে, তাঁদেরই এই উন্মুক্ত সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। এবার মহিলাদের জন্যও এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। মহিলা বন্দিদের জন্য আলাদা সংশোধনাগার রয়েছে। কারা দপ্তর মনে করছে, অনেকেই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁদের মধ্যে মানসিক অবসাদ বাড়ছে। তাই তাঁদের পুনর্বাসন ও মানসিক সুস্থতার বিষয়টি নজরে রেখে এই পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত প্রস্তাব নবান্নে পাঠানো হয়েছে। সিউড়ির পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য জায়গা দেখা হচ্ছে। প্রথম তিনমাস এই উন্মুক্ত সংশোধনাগারে সাজাপ্রাপ্তদের সমস্ত খরচ বহন করবেন কারা কর্তৃপক্ষ। তারপর নিজেদেরই উপার্জন করতে হবে বন্দিদের। নিজেদের উপার্জনের মাধ্যমে দৈনিক খরচ চালাবেন তাঁরা। তাই সাজাপ্রাপ্তদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। রান্না করা, পোশাক তৈরি করা, খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত ও তা প্যাকেটজাত করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ করে তোলার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। আগামীদিনে তাঁদের তৈরি খাবার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অফিসের ক্যান্টিনে পাঠানো হবে। এই বিষয়ে কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করবেন কারা দপ্তরের আধিকারিকরা। সমগ্র বিষয়টি পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে। নবান্ন থেকে অনুমোদন মিললে কাজ শুরু হবে। কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'সদ্য জায়গা চিহ্নিত করে পাঠানো হয়েছে। বেশ কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে কাজ এগোতে সময় নেবে।'

ছবি-এআই

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৬৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩০ মাঘ ১৪৩২

দিল্লির সংযমের সময়

বাংলাদেশের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে সারা দুনিয়া। জাতীয় সংসদের ২৯৯ (শেরপুর ৩ কেন্দ্র বাদে) আসন এবং জুলাই সনদ গণভোট একইসঙ্গে। ফলাফলও একসঙ্গে ঘোষণা হবে। বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি)-র নেতৃত্বাধীন জোট নাকি জামায়াতে ইসলামির নেতৃত্বে ১১ দলের জোট জিতবে, তা নিয়ে চর্চা বিস্তর। বিএনপি জোট ক্ষমতায় এলে অবধারিত যে প্রধানমন্ত্রী হবেন খালেদা-পুত্র তারেক রহমান। আর জামায়াতে জোট জিতলে প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই শফিকুর রহমান।

ভারত তলে তলে দুই শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। কেননা, যে পক্ষই জিতুক, এটা পরিষ্কার যে, আগামীদিনে ভারতকে খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লিগের সরকারকে দীর্ঘদিন মদত জুগিয়ে যাওয়ায় নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ছাত্র-যুব সমাজের বিরাট অংশের চাপা ক্ষোভ অনেকদিনের। শুধু ছাত্র-যুবরা নয়, সাধারণ মানুষের বড় অংশও দিল্লির হাসিনা সরকারের পাশে দাঁড়ানোকে ভালো চোখে দেখত না।

হাসিনা জমানায় ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে আজও প্রহসন মনে করেন বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ। ২০২৪-এর ৫ অগাস্ট সেদেশের গণ অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর দিল্লির প্রতি ক্ষোভ, ক্রোধ, বিরক্তি আরও বেড়েছে বাংলাদেশের অনেক মানুষের।

হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়ে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার দু'-দু'বার ভারতকে চিঠি পাঠালেও তাতে কর্ণপাত করেনি নয়াদিল্লি। এমনকি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ওই চিঠির বিষয়ে প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত জানায়নি। ঘটনাক্রম বিশ্লেষণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, হাসিনাকে কোনওদিনই হয়তো ঢাকার শাসকদের হাতে তুলে দেবে না নয়াদিল্লি। সেটা বুঝে বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাব আরও বেড়েছে।

ওপার বাংলার ভারতবিদ্বেষের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতেছে মুস্তাফিজুর-কাণ্ড। ভারতের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়ায় বাংলাদেশের জনমানসে ক্ষোভের আগুন জ্বলে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) মুস্তাফিজুর যথেষ্ট পরিচিত এবং সফল মুখ। আইপিএলে অনেক টিমেই খেলেছেন তিনি। বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে তাই ম্যাচ খেলতে নারাজ বলে জানিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ। ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় সরানোর আবেদন জানিয়েছিল। ভারত তাতেও বাগড়া দেয়। এতে বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা ভারতের ওপর ভীষণ চটে যান। সব মিলিয়ে কঠিন সংকটে তাই ভারত-বাংলা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক।

বিবিসি-র খবর অনুযায়ী, বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মানসিকতা কীভাবে বেড়েছে, এবারের ভোট প্রচারে দেওয়াল লিখন, পোস্টার, ফেস্টুনগুলো দেখলে তা বোঝা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচে-কানাচে সর্বত্র বিভিন্ন দলের প্রচারে প্রধান নিশানা দিল্লি। হাসিনা আমলে দিল্লির মাতব্বরিকে কেউই 'ক্ষমা' করতে নারাজ। 'Dhaka, not Delhi'- এটাই এবারের প্রচারের মূল সুর।

হাসিনার সময়ের দমনপীড়ন মুখে মুখে ফিরেছে নির্বাচনি প্রচারে। রাষ্ট্রসংঘের হিসেবে জুলাই অভ্যুত্থানে হাসিনার বাহিনীর গুলিতে নিহতের সংখ্যা অন্তত ১৪০০। সদ্য অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারে অন্যতম প্রধান আলোচ্য এই নিধন যজ্ঞ। ভারতের দিক থেকে অবশ্য সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টার ত্রুটি নেই। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে পাঠিয়েছিল নয়াদিল্লি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাঠানো শোকবার্তা তখন খালেদা-পুত্র তারেক রহমানের হাতে তুলে দিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রী।

তারেকের সঙ্গে জয়শংকরের আলোচনা হয় বেশ কিছুক্ষণ। ঘটনার গতিপ্রকৃতিতে আভাস মিলছে, ভোটে আওয়ামী লিগের অনুপস্থিতিতে ভারত বিএনপি'র সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে মরিয়া। যদিও নয়াদিল্লি একইসঙ্গে জামায়াতে ইসলামির সঙ্গে কথা বলছে। কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কাজে ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে মোদি সরকার। তবুও বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের অনেক সংযত এবং সতর্ক থাকার সময় এখন।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

সংসদে 'দোস্তি', বাংলায় 'কুস্তি'র আসল সমীকরণ

দিল্লির দরবারে মোদি সরকারকে বাঁচাতে বারবার ত্রাতার ভূমিকায় মমতা, অথচ বাংলায় যুদ্ধের হুংকার—এই দ্বিমুখী নীতির আসল রহস্য কী?

শুভময় মুখোপাধ্যায়

- এআই

সামনেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন। বাংলার দেওয়ালে দেওয়ালে যখন বিজেপি-বিরোধী স্লোগান লেখার প্রস্তুতি চলছে, ঠিক তখনই দিল্লির অলিন্দ থেকে ভেসে আসা একটি দৃশ্য রাজ্যের রাজনীতি সচেতন ভোটারদের ভ্রূ কুঁচকে দিয়েছে। দৃশ্যটি এইরকম : লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে কোমর বেঁধে নেমেছিল গোটা বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোট। কংগ্রেস, বাম, ডিএমকে—সবাই একাট্টা। কিন্তু তাল কাটল ঠিক শেষমুহূর্তে। সুর বদলে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের।

দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে কান পাতলে এখন একটাই ফিশফাশ—'যখনই মোদি সরকার সংকটে, তখনই দিদি রক্ষাকর্তা।' বাংলায় বিজেপিকে উৎখাত করার ডাক দেওয়া তৃণমূল কেন দিল্লিতে গিয়ে বারবার মোদি সরকারের 'লাইফলাইন' হয়ে ওঠে? ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব থেকে তৃণমূলের এই 'ইউ টার্ন' কি স্রেফ কৌশল, নাকি নেপথ্যে থাকা কোনও 'গোপন বোঝাপড়া'র নবতম সংস্করণ? আবেগের চশমা খুলে যুক্তির আতশকাচ দিয়ে দেখা যাক এই রাজনৈতিক সমীকরণ।

ওম বিড়লা ও তৃণমূলের হঠাৎ 'গান্ধিগিরি'

ঘটনাটি সাম্প্রতিক হলেও তাৎপর্য গভীর। বিরোধীরা জানত সংখ্যাতত্ত্ব তাদের পক্ষে নেই, তবুও ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ছিল বিরোধী ঐক্যের এক বড় 'প্রতীকী প্রতিবাদ' বা 'অপটিক্স'। মোদি সরকারকে নৈতিক চাপে ফেলাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু বেঁকে বসল তৃণমূল। তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করলেন। তিনি বললেন, 'আমরা পেশিশক্তি প্রদর্শনে বিশ্বাসী নই, আমরা সহনশীল এবং মহাত্মা গান্ধির আদর্শে বিশ্বাসী। স্পিকারকে আমরা আরও সময় দিতে চাই।'

শুনতে মহৎ মনে হলেও খটকা লাগে অন্যত্র। এই সেই তৃণমূল নয় কি, যারা সংসদের ওয়েলে নেমে কাগজ ছিঁড়েছে কিংবা রাজ্যসভায় মার্শালদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়েছে? হঠাৎ এই 'গান্ধিগিরি'র অবতারণা কেন? বিরোধীদের স্পষ্ট অভিযোগ—মোদি সরকারকে সংসদে বিব্রত হওয়া থেকে বাঁচাতেই কি এই 'সহনশীলতা'র বর্ম ব্যবহার করা হল? নাকি এর পিছনে অন্য কোনও অঙ্ক কাজ করছে?

জগদীপ ধনকর ও 'ওয়াক ওভার' রহস্য

এই চিত্রনাট্য কিন্তু নতুন নয়। একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাওয়া যাক। মনে আছে জগদীপ ধনকরের কথা? বাংলার রাজ্যপাল থাকাকালীন এমন একটা দিন যেত না, যেদিন তিনি নবান্নকে তোপ দাগতেন না। মমতার সঙ্গে তাঁর আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক ছিল প্রবাদপ্রতিম। অথচ সেই ধনকর যখন উপরাষ্ট্রপতি পদে দাঁড়ালেন, তখন তৃণমূল কী করল? বিরোধী জোট প্রার্থী করেছিল মার্গারেট আলভাকে। কিন্তু তৃণমূল ভোটদান থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিল। অজুহাত দেওয়া হল—প্রার্থী ঘোষণার আগে মমতার সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। এই ঠুনকো 'অভিমান'-এর ফল কী হল? ধনকরের জয় সুনিশ্চিত হল। যে মানুষটি রাজ্যপাল হিসেবে মমতার সরকারের কালঘাম ছুটিয়েছিলেন, তাঁকেই কার্যত 'ওয়াক ওভার' দিল তৃণমূল। রাজনীতির কারবারিরা বলেন, সেদিনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, দিল্লির সঙ্গে 'দিদি'র একটা অদৃশ্য সুতো বাঁধা আছে। অভিষেক বলেছিলেন, ৮৫ শতাংশ সাংসদের মত নিয়েই এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু সেই সাংসদদের কি সত্যিই ধনকর-প্রীতি ছিল, নাকি ওটা ছিল ওপরতলার নির্দেশ? উত্তরটা আজও ধোঁয়াশায়।

ইডি-সিবিআই কি রিমোট কন্ট্রোল?

তৃণমূলের এই আচরণে 'ইন্ডিয়া' জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কংগ্রেস বরাবরই অভিযোগ করে আসছে, তৃণমূল আসলে বিজেপির 'বি-টিম'। গোয়া থেকে মেঘালয় হয়ে ত্রিপুরা—তৃণমূলের উপস্থিতি যেখানেই ভোট ভাগাভাগি বাড়িয়েছে, সেখানেই লাভবান হয়েছে বিজেপি। দিল্লির রাজনৈতিক মহলে জল্পনা এখন তুঙ্গে—মোদি-শা'র হাতে এমন কী মন্ত্র আছে, যা দিয়ে তাঁরা মমতা-অভিষেককে 'নিয়ন্ত্রণ' করেন? সারদা-নারদ থেকে কয়লা পাচার—তদন্তের ফাইলগুলো কি তবে সেই অদৃশ্য রিমোট কন্ট্রোল? লক্ষ করার বিষয়, সংসদে কংগ্রেস যখন আদানি ইস্যুতে মোদিকে সরাসরি আক্রমণ করে, তৃণমূল তখন হয় মৌন থাকে, নয়তো আলোচনার দিক ঘুরিয়ে দেয়। ওম বিড়লার ক্ষেত্রেও দেখা গেল, কংগ্রেস যখন আগ্রাসী, তৃণমূল তখন বলছে 'আমরা সময় দিতে চাই।'

দিল্লিতে সংকটে পড়লেই মোদি সরকারের পাশে তৃণমূল- ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা থেকে সরে দাঁড়ানো সেই অভিযোগই আরও জোরালো করল। বাংলায় বিজেপি-বিরোধী তীব্র ভাষণ, আর সংসদে 'সহনশীলতা'- এই দ্বিমুখী রাজনীতির নেপথ্যে কি তদন্তের চাপ, না গোপন বোঝাপড়া? ধনকর ইস্যু থেকে সাম্প্রতিক ইউ টার্ন- ঘটনাগুলির ধারাবাহিকতায় বিরোধী ঐক্য প্রশ্নের মুখে, বিভ্রান্ত হতে পারেন ভোটারও। 'দিল্লিতে দোস্তি, বাংলায় কুস্তি' স্লোগান কি তবে ফের প্রাসঙ্গিক?

এই সময় দেওয়া মানে কি মোদি সরকারকে শ্বাস ফেলার সুযোগ করে দেওয়া নয়?

সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডিটা অপেক্ষা করছে বাংলার সাধারণ ভোটারদের জন্য। ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও মঞ্চ কাঁপিয়ে বলবেন, 'বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র মুখ আমিই।' অমিত শা, নরেন্দ্র মোদিরাও ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে মমতাকে উৎখাত করার ডাক দেবেন। কিন্তু দিল্লির এই ছবিগুলো যখন ভোটারদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে, তখন কি তাঁরা বিভ্রান্ত হবেন না? যে সরকারের স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে তৃণমূল 'সহনশীল' হয়ে পড়ে, তারাই যে বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সরকারকে 'রিটার্ন গিফট' দেবে না, কে বলতে পারে। বাম-কংগ্রেসের সেই পুরোনো স্লোগান—'দিল্লিতে দোস্তি, বাংলায় কুস্তি'—ওম বিড়লা এপিসোড কি তাতেই সিলমোহর দিল না?

কার লাভ, কার ক্ষতি?

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যতই বলুন তাঁরা গঠনমূলক বিরোধিতায় বিশ্বাসী, আদতে এই পদক্ষেপে বিজেপিই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। অনাস্থা প্রস্তাব এলে মণিপুর থেকে বেকারত্ব—সব ইস্যুতে মোদি সরকারকে জবাবদিহি করতে হত। তৃণমূল সেই ঝড়টা উঠতে দিল না। এর ফল সুদূরপ্রসারী : ১. বিরোধী ঐক্যে ধস : কংগ্রেস বা অন্য দলগুলো আর তৃণমূলকে বিশ্বাস করতে পারবে না। বড় আন্দোলনে তাদের পাশে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাবে। ২. সংখ্যালঘু ভোটের দোটানা : বাংলায় বিজেপি-বিরোধিতায় যারা তৃণমূলের প্রধান শক্তি, সেই সংখ্যালঘু সমাজ কি এই 'দোদুল্যমান' অবস্থান মুখ বুজে মেনে নেবে? নাকি তারা বিকল্প খুঁজবে? ৩. বিজেপির সুবিধা : বিজেপি এখন সহজেই প্রচার করতে পারবে যে, তৃণমূল আসলে তাদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে লড়াই করার মুরোদ রাখে না। অথবা, তৃণমূলকে ব্ল্যাকমেল করার চাবিকাঠি তাদের হাতেই।

রাজনীতিতে কিছুই কাকতালীয় নয়। ওম বিড়লার বিরুদ্ধে নীরবতা, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অনুপস্থিতি বা গুরুত্বপূর্ণ বিলে ওয়াক-আউট করে বিজেপির সুবিধা করে দেওয়া—এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে না। একটা প্যাটার্ন স্পষ্ট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে, লড়াইয়ের চেয়ে আত্মরক্ষাই তাঁর কাছে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। প্রশ্ন একটাই—বাংলার জনতা কি এই 'গোপন আঁতাত' ধরে ফেলছে? উত্তর সময় দেবে। তবে আপাতত এটুকু বলাই যায়—দিল্লির কুয়াশায় তৃণমূলের 'বিজেপি-বিরোধিতা'র স্বচ্ছতা এখন বড়ই ঝাপসা।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৮৭৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজিনী নাইডু।

১৯৮৫

টেনিস খেলোয়াড় সোমদেব দেববর্মনের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

অবৈধ এবং অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখলকারী ইউনূসের আজকের তথাকথিত নির্বাচন ছিল একটি সুপরিকল্পিত প্রহসন। জনগণের ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংবিধানের চেতনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আওয়ামী লিগহীন, ভোটারহীন প্রতারণামূলক নির্বাচন হল।

- শেখ হাসিনা

ভাইরাল/১

সাহারানপুরের জেলা হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় এক রোগীকে ইমার্জেন্সিতে আনা হয়। পরিবারের সদস্যরা অনুরোধ করলেও স্ট্রেচার পাননি। যন্ত্রণায় কাতর রোগী। সকলে তাঁকে চ্যাংদোলা করে জরুরি বিভাগের দিকে দৌড়োন।

ভাইরাল/২

পরীক্ষা না টোকাটুকির মহোৎসব! মহারাষ্ট্রের একটি বেসরকারি স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণির ইংরেজি পরীক্ষা চলছিল। সেখানে গণটুকলির অভিযোগ ওঠে। সিসি ক্যামেরায় দেখে চোখ কপালে ওঠে আধিকারিকদের। পরীক্ষার্থীরা পাশাপাশি বসে টুকলি করছে। ৩২৭ জন পড়ুয়ার উত্তরপত্র বাতিল, পরীক্ষকরা সাসপেন্ড হয়েছেন।

জনমন
জনমত

বোর্ডের পরীক্ষার সময়সূচি নিয়ে পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন

প্রতিবছর উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এইসব পরীক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পরীক্ষার সময়সূচি নিয়ে শিক্ষক মহলে একপ্রকার নীরব চাপ ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, যা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষাগুলি খুব সকালসকাল শুরু হচ্ছে এবং প্রায় প্রতিদিনই টানা পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর প্রবল শারীরিক ও মানসিক চাপ পড়ছে। বহু শিক্ষককে ভোরবেলা দূরদূরান্তে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে হয়। নিয়মিত টানা ডিউটি, খাতা নেওয়া ও জমা দেওয়া, প্রশাসনিক কাজ- সব মিলিয়ে এক ধরনের ক্লান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়।

শুধু শিক্ষক নন, ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও টানা পরীক্ষার চাপ কম নয়। পরীক্ষার মাঝে একদিন বা দু'দিন বিরতি থাকলে তারা প্রস্তুতির জন্য সময় পায়, মানসিকভাবে স্থির হতে পারে এবং পরবর্তী পরীক্ষার জন্য আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রস্তুত হতে পারে।

তাই অনুরোধ, পরীক্ষার সময়সূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেন মানবিক দিকটি আরও গুরুত্ব পায়। পরীক্ষা শুরুর সময় কিছুটা পিছিয়ে দেওয়া এবং মাঝে মাঝে একদিন বিরতি রেখে রুটিন তৈরি করা হলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পক্ষেই তা সহায়ক হবে। একটি সুস্থ, চাপমুক্ত পরিবেশেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব।

পরীক্ষা অবশ্যই সুষ্ঠু ও সময়মতো হওয়া প্রয়োজন, তবে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের স্বাস্থ্যের ও মানসিক স্বস্তির দিকটিও সমানভাবে বিবেচ্য হওয়া উচিত।

আতাউর রহমান, মেখলিগঞ্জ।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বৃদ্ধাশ্রমের আয়নায় হারানো স্নেহের বিষম মোড়

ভালোবাসার সপ্তাহে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধাশ্রমের ক্রমবর্ধমান পরিসংখ্যান সমাজের এক নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলে, দায়বদ্ধতায় প্রশ্ন ওঠে।

সাহানুর হক

- এআই

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্ত থেকে বাবার চোখে যে সাফল্যে র স্বপ্ন উঁকি দেয় কিংবা মায়ের প্রার্থনায় যে আগামীর সঞ্চয় দানা বাঁধে, আজকের জনবিস্ফোরণের যুগে তা কি খুব চিরন্তন? যে সন্তানকে ঘিরে এক মায়ের গার্হস্থ্য জীবনের যাবতীয় প্রাপ্তি আবর্তিত হয়, সেই আদরের ধনটিই একদিন কোন মন্ত্রবলে জন্মদাতার কাছে 'সন্ত্রাস' হয়ে ওঠে, তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। আধুনিকতার মোড়কে আমরা যখন সোশ্যাল মিডিয়া বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে আলোচনায় মত্ত, তখন আমাদের চারপাশের জীর্ণ দেওয়ালগুলোয় কান পাতলে শোনা যায় একাকী বাবা-মায়ের দীর্ঘশ্বাস। প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতোই এই প্রজন্মের অনেকেই আজ শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধের অঙ্গীকার থেকে যোজন দূরে সরে যাচ্ছে।

মিথ্যে ভক্তির আড়ালে আসল কঙ্কাল

প্রতিটি বিশেষ দিবসে যখন ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামের দেওয়ালে বাবা-মায়ের প্রতি প্রণম্য ভক্তির প্লাবন বয়ে যায়, তখন পর্দার ওপারের বাস্তব চিত্রটি ঠিক উলটো। তথাকথিত এই 'ডিজিটাল ভক্তি'টুকুই যেন আজকের সন্তানদের কাছ থেকে বাবা-মায়ের পাওয়া শেষ সম্বল। সমাজ ও পরিবারের ভিটেমাটিতে আজ তাঁদের অবস্থান ঠিক কোথায়? পরিসংখ্যান বলছে, দেশজুড়ে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা এক অপ্রতিরোধ্য দুরারোগ্য ব্যাধির মতো বাড়ছে। যেখানে ভারত সরকারের 'আইপিএসআরসি'-র তালিকায় থাকা ৭০০টি বৃদ্ধাশ্রমে হাজার হাজার প্রবীণ রয়েছেন, সেখানে বেসরকারি সমীক্ষা বলছে আসল সংখ্যাটি ৫ হাজার ৮০০ ছাড়িয়ে যেতে পারে। আজ প্রায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ মানুষ বৃদ্ধাশ্রমের চার দেওয়ালে নিজেদের শেষ দিনগুলো কাটান, যা সমাজের মাথা নত করার জন্য যথেষ্ট।

যৌথ পরিবারের ভাঙন ও মনস্তত্ত্ব

কেন এই পরিস্থিতি? কেন সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমরা ভুলে যাই সেই সিঁড়ির ধাপগুলোকে? মনোবিজ্ঞানীদের মতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ঝড়ে গ্রাম থেকে শহর- সর্বত্রই যৌথ পরিবারের কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। ফলে বরিষ্ঠরা নিজেদের বাসস্থানেই অধিকার হারিয়ে ফেলছেন। কখনও সন্তানদের দীর্ঘ প্রবাস জীবন আবার কখনও পারিবারিক বন্ধনের মায়া হারিয়ে ফেলাই এই দায়বদ্ধতা থেকে চ্যুত হওয়ার মূল কারণ। মায়ার বাঁধন আলগা হতে হতে এমন এক জায়গায় পৌঁছায়, যেখানে প্রবীণ গুরুজনদের প্রতি দায়িত্বপালন করাটা অনেকের কাছে স্রেফ বাড়তি বোঝা বলে মনে হয়।

ভাতার অঙ্ক বনাম হৃদয়ের টান

একজন ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ সরকারি ভাতা পান কিংবা প্রাক্তন চাকরিজীবীরা পেনশন পান- কিন্তু এই অর্থ কি একাকিত্বের ক্ষতে প্রলেপ দিতে পারে? ভারতের বর্তমান চিত্র বলছে, প্রতি বছর প্রায় ২৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমান প্রজন্ম অন্ন-বস্ত্রের খরচ দিতে সক্ষম হলেও পরিচর্যা ও সঙ্গ দেওয়ার মানসিকতা হারিয়ে ফেলছে। আদালতের বিভিন্ন রায়ে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 'সিনিয়ার সিটিজেনশিপ আইন'-এ পিতা-মাতার ভরণপোষণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হলেও, ভালোবাসার ঘাটতি আইনের শাসনে মেটানো সম্ভব নয়। শাস্তির ভয়ে দায়িত্ব পালন আর হৃদয়ের তাগিদে কাছে রাখার মধ্যে যে ব্যবধান, সেটাই আজকের মূল সংকট।

ভালোবাসার সপ্তাহে এক অন্য ছবি

ফেব্রুয়ারির এই দ্বিতীয় সপ্তাহে গোটা বিশ্ব যখন 'ভালোবাসার সপ্তাহ' পালনে মগ্ন, তখন বৃদ্ধাশ্রমের বদ্ধ ঘরগুলো এক বিষম মোড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যান্ত্রিক হতে হতে আমরা যেন পিতা-মাতার প্রতি ন্যূনতম কৃতজ্ঞতাবোধটুকুও বিসর্জন না দিই।

(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৬৯

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। উত্তম-সুচিত্রা জুটির সিনেমা ৩। দহন বা শারীরিক যন্ত্রণা ৫। বর্ণের ঊর্ধ্বরেখা ৬। বাগে আনা বা খপ্পরে পড়া ৮। মনের দিক থেকে ভালো মানুষ ১০। তরুণ মজুমদার পরিচালিত রহস্য ছায়াছবি ১২। মৌমাছির মতো পতঙ্গ ১৪। তামাকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ১৫। ফুলগাছ রাখার মাটির আধার ১৬। পুজোয় দেবতাকে বাতাস করতে লাগে।

উপর-নীচ : ১। যিনি আলো বিকিরণ করেন সেই সূর্য ২। প্রদীপ রাখার আধার ৪। রেহাই দেওয়া বা প্রতিবিধান করা ৭। কারবারে অর্থ বিনিয়োগ ৯। ধবধবে সাদা রং ১০। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ১১। যিনি সাইনবোর্ড লেখেন ১৩। বইয়ের ওপরের আবরণ।

সমাধান ■ ৪৩৬৮

পাশাপাশি : ১। মোমিন ৩। সুপ্রসন্ন ৪। বিরত ৫। সোলেনামা ৭। বই ১০। কপি ১২। থরহরি ১৪। ধাবক ১৫। প্রতিমান ১৬। নালক।

উপর-নীচ : ১। মোসাহেব ২। নবিশ ৩। সুতসোম ৬। নাবিক ৮। ইতর ৯। পরিধান ১১। পিকনিক ১৩। বকনা।

বিন্দুবিসর্গ

ওপারে জয় কাদের নজর রাখছে ভারত

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : ঐতিহাসিক ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষ। অপেক্ষা শুধু জয়ের মুকুট কার মাথায় উঠবে সেই চূড়ান্ত ফলের। তিন দশকের বেশি সময় পর শেখ হাসিনা এবং তাঁর দল আওয়ামী লিগহীন নির্বাচনে বাংলাদেশ শেষপর্যন্ত কাদের ওপর ভরসা রাখছে সেটা জানতে আর মাত্র কিছু সময় বাকি। এই অবস্থায় ভারত ধীরে চলো নীতি নিয়ে এগোনোর পক্ষপাতী। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'বাংলাদেশের জনাদেশ নিয়ে কথা বলার আগে আমরা চূড়ান্ত ফলের জন্য অপেক্ষা করব। তারপর বাকি বিষয়গুলি দেখব।' জয়সওয়াল বলেন, 'বাংলাদেশের অবাধ, মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনকে ভারত সমর্থন করে।'

বাংলাদেশের নির্বাচনে যে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে অবশ্য ভারতের কোনও প্রতিনিধি নেই। হাসিনা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যথেষ্ট টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে দেওয়া, বারবার দাবি সত্ত্বেও তাঁকে ফেরত না দেওয়া, ভার্চুয়াল মাধ্যমে তাঁকে মতামত প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়ার মতো একাধিক কারণে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে তিক্ততা বেড়েছে দেড় বছর ধরে। এই পরিস্থিতিতে ঢাকায় বিএনপি বা জামায়াতে, যাদের সরকারই আসুক, তাদের সঙ্গে মোদি সরকারের সম্পর্ক কতটা মসৃণ হবে তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল।

বিএনপি অবশ্য তাদের নির্বাচনি ইস্তাহারে ভারতের নামোল্লেখ না করে সমস্ত দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক

> **বাংলাদেশের জনাদেশ নিয়ে কথা বলার আগে আমরা চূড়ান্ত ফলের জন্য অপেক্ষা করব। তারপর বাকি বিষয়গুলি দেখব।**
>
> **রণধীর জয়সওয়াল**

রাখার বার্তা দিয়েছিল। তারেক রহমান একটি সাক্ষাৎকারে সাফ বলেছেন, বাংলাদেশের স্বার্থকে যে দেশ অগ্রাধিকার দেবে তার সঙ্গেই সম্পর্ক ভালো থাকবে। অন্যদিকে জামায়াতে ভারতের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখার বার্তা দিয়েছে তাদের ইস্তাহারে। ভারত অবশ্য বিএনপি-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর বেশ কিছু ইঙ্গিত দিয়েছে। বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণের পর তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। সংসদে খালেদার প্রতি সম্মান জানিয়ে নীরবতাও পালন করা হয়েছিল।

নয়াদিল্লি জানে, বাংলাদেশে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাকিস্তান ও চিনের গতিবিধি কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। যা ভারতের নিরাপত্তার জন্য সবথেকে চ্যালেঞ্জিং। তাই হাসিনা-পর্বকে পিছনে রেখে নতুন বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের নয়া অধ্যায়ের সূচনার প্রতীক্ষায় নরেন্দ্র মোদির সরকার।

এদিকে নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন সমাজমাধ্যমে বলেছেন, 'যদি এখনই মৌলবাদী দলগুলিকে রাজনীতি থেকে দূরে সরানো না যায়, তবে খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ তালিবানি শাসনে চলে যাবে। যেখানে নারীদের শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।' তাঁর মতে, গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে মৌলবাদীদের রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া আসলে আত্মঘাতী পদক্ষেপ। তসলিমার স্পষ্ট দাবি, জামায়াতের মতো চরমপন্থী শক্তিকে এখনই নিষিদ্ধ না করলে বাংলাদেশ দ্রুত 'পরবর্তী আফগানিস্তান' হয়ে উঠবে।

স্ট্রিট কার্নিভালে সাধারণ মানুষ। বৃহস্পতিবার জার্মানির কোলনে।

হাতিয়ার চা শিল্প

বাংলাকে নিশানা নির্মলার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবারের পর ফের বৃহস্পতিবারও রাজ্যসভায় রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এদিন তাঁর আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল উত্তরবঙ্গের চা শিল্প, চা শ্রমিকদের অবস্থা এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প গ্রহণ না করার অভিযোগ।

তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে একাধিক উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্য সরকার গ্রহণ ও রূপায়ণ করেনি। তারপরেও সেই দায় কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন 'প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনা'-র কথা। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, পাঁচ বছর আগে এই প্রকল্পের মাধ্যমে চা বাগানের শ্রমিকদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। অসম সরকার সেই প্রকল্প গ্রহণ করে ২৯৩ কোটি টাকা খরচ করেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই প্রকল্প গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। এর ফলে গত পাঁচ বছরে রাজ্যের ৩ লক্ষ ৭৯ হাজারেরও বেশি চা শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে দাবি করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

এই প্রসঙ্গ টেনেই রাজ্য সরকারকে আরও এক দফা নিশানা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পও গ্রহণ করেনি। রাজ্য সরকার যদি এই প্রকল্পে অংশ নিত, তাহলে দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের মানুষও তার সুবিধা পেত। শুধু রাজ্যের মানুষই নয়, ভিনরাজ্যে কর্মরত বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরাও আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, রাজ্যের অনীহার কারণেই এই শ্রমিকরা একাধিক সমস্যার মুখে পড়ছেন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরই রাজ্যসভায় সরব হয়ে ওঠেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। নির্মলার ভাষণের মধ্যেই তাঁরা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলার প্রায় দুই লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া থাকার বিষয়টি তুলে ধরে প্রতিবাদ জানান। তৃণমূলের অভিযোগ, দেড় ঘণ্টার দীর্ঘ জবাবি ভাষণে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নিজে একবারের জন্যও বাংলার বকেয়া প্রসঙ্গে মুখ খোলেননি।

ডেরেক ও'ব্রায়েনের নাম না করেই নিজের ভাষণে নির্মলা সীতারামন বলেন, ইন্ডিয়া জোটের শাসনে থাকা তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা সুখী নন এই কথা বিরোধীরাই সংসদের মঞ্চে স্বীকার করে নিচ্ছেন।

শিল্প ধর্মঘটে রেল অবরোধ। বৃহস্পতিবার তিরুচিরাপল্লিতে।

ডেরেক বনাম শমীক তর্জায় তপ্ত রাজ্যসভা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের তর্জায় রাজ্যসভায় বাজেট বিতর্ক বৃহস্পতিবার কার্যত পরিণত হল বাংলা বনাম কেন্দ্রের রাজনৈতিক দ্বৈরথে। ডেরেক বলেন, দেশের প্রতি ১০ জন গ্রামবাসীর মধ্যে ৫ জনের ইন্টারনেট সংযোগ নেই। অথচ সেই মানুষগুলোকেই মনরেগা প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে অনলাইনে নথি আপলোড করতে বলা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, ডিজিটাল ভারতের নামে বাস্তবে দরিদ্র মানুষের ওপর প্রশাসনিক চাপ বাড়ানো হয়েছে।

দেশের পাঁচজন মধ্যবিত্তের মধ্যে চারজনই দৈনিক ১৭১ টাকার কম আয় করেন। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে 'বিকশিত ভারত'-এর স্লোগান কতটা অর্থবহ, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, বাংলায় কর্মসংস্থানের হার তুলনামূলক ভালো হলেও কেন্দ্রীয় পিএম ইন্টার্নশিপ প্রকল্প কার্যত ব্যর্থ।

ডেরেকের বক্তব্য, কেন্দ্রকে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো শেখাতে হবে না, কারণ তারা নিজেরাই বাংলার মডেল অনুসরণ করেছে। কন্যাশ্রী থেকে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও', স্বাস্থ্যসাথী থেকে 'আয়ুষ্মান ভারত' একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের 'মূলে' বাংলা থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছে কেন্দ্র বলে দাবি করেন তিনি।

জবাবে সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, বাজেট নিয়ে কথা বলার আগে বাংলার বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলা জরুরি। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য

> **বাংলায় কর্মসংস্থানের হার তুলনামূলক ভালো হলেও কেন্দ্রীয় পিএম ইন্টার্নশিপ প্রকল্প কার্যত ব্যর্থ।**
>
> **ডেরেক ও'ব্রায়েন**
>
> **বাজেট নিয়ে কথা বলার আগে বাংলার বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলা জরুরি।**
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**

সরকার কলাইকুন্ডা ও হাসিমারা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করছে না। জমি জটে আটকে রয়েছে ৪৩টি রেল প্রকল্প, যার দায় সম্পূর্ণভাবে রাজ্যের। বাংলায় বিনিয়োগ প্রসঙ্গে শমীকের কটাক্ষ, রাজ্যের সাড়ে ১৪ লক্ষ মেধাবী তরুণ আজ বেঙ্গালুরুতে কাজ করছেন এবং সেখানে বাংলা এখন দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা। যদি বাংলায় এত কর্মসংস্থান থাকে, তাহলে মানুষ রাজ্যের বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছে কেন।

শিক্ষাক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারকে নিশানা করেন শমীক। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে ১০টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার আবেদনই করেনি। পাশাপাশি তিনি রাজ্যের জনসংখ্যাগত পরিবর্তন বা ডেমোগ্রাফি নিয়ে অভিযোগ তোলেন। ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করে বলেন, মহাভারতে যেখানে একজন ধৃতরাষ্ট্র, সেখানে বাংলার ভোটার তালিকায় নাকি সাতজন ধৃতরাষ্ট্র পাওয়া গিয়েছে। মোদি সরকারকে আটকানোর জন্য শুধু বিরোধিতার রাজনীতি করতে গিয়ে বাংলায় একের পর এক কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

এদিন কৃষক আত্মহত্যা, বিতর্কিত কৃষি বিল, সংখ্যালঘুদের প্রতিশ্রুতি অপূর্ণ থাকা এবং এফসিআরএ ও এলজিবিটিকিউ অধিকার ইস্যুতেও বিজেপিকে নিশানা করেন ডেরেক। ডেরেক জানান, ইউপিএ জমানার তুলনায় রেল বাজেট ২৫ শতাংশ বেড়েছে এবং বাংলার জন্য বরাদ্দ তিন গুণ হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে, কিন্তু বাংলার প্রায় দুই লক্ষ কোটি টাকা এখনও বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর।

ধর্মঘটে মিশ্র সাড়া

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : মোদি সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে আয়োজিত দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে মিশ্র সাড়া পড়ল। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্যে বনধের সেই অর্থে কোনও প্রভাব পড়েনি। তবে ব্যাংকগুলি বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হয়। কেন্দ্রের শ্রমিকবিরোধী ও কর্পোরেটবান্ধব নীতির প্রতিবাদে এবং নতুন শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। আয়োজকদের দাবি, দেশজুড়ে প্রায় ৩০ কোটি শ্রমিক এই আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। এই বনধে সবথেকে বেশি প্রভাব পড়েছিল দেশের একমাত্র বামশাসিত রাজ্য কেরল এবং বিজেপি শাসিত ওড়িশায়।

কেরলে সরকারি, বেসরকারি বাস চলাচল বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষ চূড়ান্ত ভোগান্তিতে পড়েন। ওড়িশার ভুবনেশ্বর ও কটকের মতো শহরে রাস্তা অবরোধের জেরে পরিবহণ ব্যবস্থা থমকে যায়। প্রভাব পড়েছে খনি অঞ্চলেও। ঝাড়খণ্ডের কয়লাখনি এবং বিমা ক্ষেত্রে ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছে। গোয়ায় সরকারি ব্যাংক ও বিমা অফিসগুলি বন্ধ থাকলেও জরুরি পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল।

তবে এরাজ্যে বনধের প্রভাব ছিল নগণ্য। এদিন থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ায় ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল গণ পরিবহণকে। রাজ্য সরকারও পরিবহণ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনজীবন ছিল সচল। বনধকে সমর্থন জানিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'কৃষক ও শ্রমিকরা নিজেদের অধিকারের আওয়াজকে মজবুত করার জন্য রাস্তায় নেমেছেন। মোদিজি কি এবার কথা শুনবেন? নাকি ওঁর ওপর অন্য কারও নিয়ন্ত্রণ এখনও মজবুত? আমি শ্রমিক ও কৃষকদের ইস্যুতে তাঁদের সঙ্গে লড়াইয়ে রয়েছি।'

কারা-সন্ত্রাসে দৃষ্টি হারাচ্ছেন ইমরান

ইসলামাবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি : কারাগারে নিদারুণ হয়রানি আর নির্যাতনে কার্যত অন্ধ হয়ে যেতে বসেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষের অবহেলায় তাঁর ডান চোখের প্রায় ৮৫ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি খোয়া গিয়েছে বলে খবর। সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত অ্যামিকাস কিউরি সালমান সফদরের এক চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদনে এই অমানবিক চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলা এবং যথাসময়ে চিকিৎসার অভাবে তাঁর চোখে রক্ত জমাট বেঁধে এই স্থায়ী ক্ষতি হয়েছে।

৭৩ বছর বয়সি এই নেতা দুই বছরের বেশি সময় ধরে নির্জন কারাবাসে রয়েছেন। তাঁকে ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং এমনকি প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে। পরিবারের সদস্য ও আইনজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হচ্ছে না তাঁকে। সমর্থকদের অভিযোগ, পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বাধীন 'ডিপ স্টেট' ইমরান খানকে শারীরিকভাবে ভেঙে দিতেই জেলখানাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। প্রতিবেদনে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা তাঁর সুচিকিৎসার জোরালো সুপারিশ করা হয়েছে।

সঞ্চালিকা সরলা প্রয়াত

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : চলে গেলেন দূরদর্শনের সঞ্চালিকা সরলা মাহেশ্বরী। তিনি সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদও ছিলেন। বুধবার রাতে দিল্লির এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৭১। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি হৃদরোগ ও বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। বৃহস্পতিবার রাজধানীর নিগমবোধ ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য

সম্পন্ন হয়। সংবাদপাঠক হিসেবে কয়েক দশক ধরে দর্শকের মন কেড়ে নিয়েছিল তাঁর শান্ত আচরণ, মার্জিত উপস্থিতি ও অনবদ্য হিন্দি উচ্চারণ। দূরদর্শনের তরফে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে বলা হয়েছে, 'মৃদু কণ্ঠস্বর, স্পষ্ট উচ্চারণ ও সুন্দর পরিবেশনার মাধ্যমে দেশের সংবাদ জগতে একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিলেন সরলা। দর্শকমনে গভীর আস্থা তৈরি করেছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব।' ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০৫ পর্যন্ত দূরদর্শনের সংবাদপাঠক ছিলেন।

বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে জল্পনায় জল কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে যাবতীয় আপত্তি ও বিভ্রান্তি দূর করতে কোমর বেঁধে নামল বিদেশমন্ত্রক।

সম্প্রতি হোয়াইট হাউস তাদের প্রকাশিত 'ফ্যাক্ট শিট' বা তথ্যপত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনার পর তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তবে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাফ জানিয়েছেন, এই পরিবর্তনগুলি আসলে দুই দেশের 'যৌথ বোঝাপড়ার' প্রতিফলন এবং এটি মূল সমঝোতা স্মারক বা যৌথ বিবৃতির ভিত্তিতেই করা হয়েছে।

সংশোধিত নথিতে দেখা গিয়েছে, কিছু কৃষিপণ্য বিশেষ করে মার্কিন ডালের ওপর শুল্ক কমানোর বিষয়টি বাদ পড়েছে। এছাড়া ডিজিটাল বিজ্ঞাপন পরিষেবার ওপর ভারতের ৬ শতাংশ সমীকরণ লেভি ইতিমধ্যে (২০২৫ সালে) প্রত্যাহৃত হওয়ায় সেই অংশটিও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে। সেখানে আগে ৫০,০০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছিল, এখন সেখানে ভারত মার্কিন পণ্য 'কেনার ইচ্ছা' প্রকাশ করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানিয়েছেন, বাণিজ্য চুক্তিতে বস্ত্রশিল্পে বাংলাদেশের মতোই বিশেষ সুবিধা পাবে ভারত। তিনি রাহুল গান্ধির অভিযোগ নস্যাৎ করে স্পষ্ট জানান, মার্কিন তুলো দিয়ে তৈরি পোশাকে ভারতও 'জিরো ট্যারিফ' বা শূন্য শুল্ক সুবিধা পাবে। চূড়ান্ত চুক্তিতেই এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

তবে কেন্দ্রের এই স্বচ্ছতার দাবির পরেও বিরোধীরা তাদের অবস্থানে অনড়। তারা এই চুক্তিকে ভারতের ভবিষ্যৎ বন্ধক রাখার একটি 'ফাঁদ' হিসাবে বর্ণনা করেছে। বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনের মকরদ্বারের সামনে বিরোধী দলের সাংসদরা প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান। কংগ্রেস সাংসদ মণীশ তিওয়ারি লোকসভায় মুলতুবি প্রস্তাব পেশ করে দাবি করেন, এই চুক্তি ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা, কৃষকের অধিকার ও কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনকে বিপন্ন করবে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা ভারত বনধের আবহে বিরোধীদের এই জোরালো প্রতিবাদ ও হট্টগোলের কারণে লোকসভার অধিবেশন বারবার বিঘ্নিত হয়।

প্রিয়াংকা ও রিজিজুর বাগযুদ্ধ

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কক্ষের ভিতর এক কংগ্রেস সাংসদের রেকর্ড করা ভিডিও সমাজমাধ্যমে শেয়ার করা নিয়ে তীব্র বাদানুবাদে জড়ালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। ৮ সেকেন্ডের ভিডিও শেয়ার করে রিজিজু লিখেছেন, স্পিকারের চেম্বারে ঢুকে যখন ২০-২৫ জন কংগ্রেস সাংসদ তাঁকে অপমান করছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে হুমকি দিচ্ছিলেন, তখন এই বেআইনি ভিডিও ক্লিপটি রেকর্ড করেন তাঁদেরই একজন। আমাদের দল আলোচনায় বিশ্বাসী। সাংসদরা কাউকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করুন, এমনটা কখনও আমাদের কাম্য নয়। প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার পালটা দাবি, 'আমরা কাউকে অপমান করিনি। এক-দুজন সাংসদ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং তার বহিঃপ্রকাশ করেছিলেন।' প্রিয়াংকা এও বলেন, 'রিজিজু নাকি বলেছেন আমিই নাকি বাকিদের প্ররোচনা দিয়েছিলাম। সেটাও মিথ্যা। আমি চুপচাপ বসেছিলাম। শেষে আমি শান্তিপূর্ণভাবে কয়েকটি জিনিস বলেছি।'

মানসিক যন্ত্রণা থেকে হামলা রূপান্তরিত তরুণীর

অটোয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি : কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের টাম্বলার রিজের হাইস্কুলে হামলাকারী বন্দুকবাজ জেসি ভ্যান রুটসেলার আসলে রূপান্তরিত তরুণী। শরীর ও মনের দ্বৈত সত্বার যন্ত্রণায় ভুগতেন ওই অষ্টাদশী। মাঝে মধ্যে তাঁর মানসিক বিকৃতি দেখা দিত। মঙ্গলবারের মর্মান্তিক ঘটনা তারই পরিণতি। প্রাথমিকভাবে এই তথ্য জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার প্রেক্ষিতে এই এক সপ্তাহ প্রাথমিক, হাইস্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা স্কুলকর্তৃপক্ষ। পুলিশ কমিশনার ডোয়াইন ম্যাকডোনাল্ড জানিয়েছেন, বছর চারেক আগে হাইস্কুল ড্রপ আউট জেসি ভ্যান রুটসেলার আদতে পুরুষ। বর্তমানে রূপান্তরিত নারী। তাঁর কাছে থাকা আগ্নেয়াস্ত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় তা বাজেয়াপ্ত করা হলেও পরে তা তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। জেসির মানসিক অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে পুলিশ একাধিকবার তার বাড়িতে গিয়েছে। তার খোঁজখবর নেওয়া হত। ম্যাকডোনাল্ড এও জানিয়েছেন, মানসিক স্বাস্থ্য আইনে জেসিকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। তাঁদের কাছে এমন কোনও তথ্য নেই যে, বিশেষ কাউকে নিশানা করেই জেসি এমন হত্যাকান্ড চালিয়েছেন। ঘটনার পর জেসিকে মৃত অবস্থায় মেলে। উদ্ধার হয়েছে একটি লম্বা বন্দুক ও হ্যান্ডগান। কানাডায় বন্দুক আইন কঠোর। স্কুলে গুলি চালনার ঘটনা প্রায় বিরল। তবে জেসি যা করেছেন তাতে স্কুল-নিরাপত্তা ও মানসিক স্বাস্থ্য ফের প্রশ্নের মুখে।

রাফাল চুক্তিতে সবুজ সংকেত

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় বায়ুসেনার শক্তি বৃদ্ধিতে ১১৪টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার প্রস্তাবে চূড়ান্ত অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে 'ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল' (ডিএসি) ৩.২৫ লক্ষ কোটি টাকার এই বিশাল চুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় 'অ্যাকসেপ্টেন্স অফ নেসেসিটি' প্রদান করেছে। উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার আবহে বায়ুসেনার স্কোয়াড্রন ঘাটতি মেটাতে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সহায়ক হবে।কৃত্রিম মেধা সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চলতি মাসেই ভারতে আসছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ। তার আগেই আরও ১১৪টি রাফাল কেনার বিষয়ে কেন্দ্রের ছাড়পত্র দেওয়া দুই

দেশের কৌশলগত আস্থাকে আরও মজবুত করল। ১১৪টি রাফাল ফ্রান্সের কাছ থেকে কেনা হবে, তার মধ্যে ১৮টি তৈরি অবস্থায় (ফ্লাইং কন্ডিশনে) পাবে ভারত। বাকিগুলি তৈরি হবে এ দেশেই, তাতে ভারতীয় প্রযুক্তিরও ব্যবহার হবে। এই যুদ্ধবিমানগুলির মধ্যে ৮৮টিতে এক জন পাইলটের বসার জায়গা থাকবে। বাকি ২৬টিতে বসতে পারবেন দু'জন পাইলট।

প্রমাণের অভাবে জামিন

লখনউ, ১২ ফেব্রুয়ারি : ল্যাম্বরঘিনি দুর্ঘটনার চারদিন পর অভিযুক্ত শিবম মিশ্র গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু সুনির্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে গ্রেপ্তারির কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ২০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়েছেন শিবম। তামাক-ব্যবসায়ী কেকে মিশ্রর ছেলে শিবমের বিলাসবহুল গাড়িটি কানপুরের ভিআইপি রোডে দুর্ঘটনায় পড়ে রবিবার। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি পথচারীদের ধাক্কা মারে। আহত হন ছয়জন।

বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তারির পরেই পুলিশ শিবমকে আদালতে তুলে বিচারবিভাগীয় হেপাজতের আবেদন করলে কোর্ট তা প্রত্যাখ্যান করে। জানা গিয়েছে, আদালতে শিবম নিজেই নিজের সওয়াল করেছেন। কোর্টের পর্যবেক্ষণ, পুলিশ পর্যাপ্ত প্রমাণ তুলে ধরতে পারেনি। শিবম জামিন পান। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, পুলিশি

আদালতের যাওয়ার মুহূর্তে শিবম মিশ্রা। কানপুরে।

তদন্তে শিবমকে সবরকমভাবে সাহায্য করতে হবে, দিতে হবে প্রয়োজনীয় তথ্য। পুলিশকে তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে। এফআইআর-এ পুলিশ জানিয়েছে, শিবম গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। মক্কেলের হয়ে আইনজীবী জানান, শিবম চালকের আসনে ছিলেন না। বুধবার একজন মোহন নামে এক ব্যক্তিকে গাড়িটির চালক হিসেবে চিহ্নিত করলেও আদালত তা নাকচ করে। তারপরেই পুলিশ শিবমকে গ্রেপ্তার করে।

দুর্ঘটনার জেরে জাহ্নবীর পরিবারকে দেবে সিয়াটল প্রশাসন

২৬২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ

সিয়াটল, ১২ ফেব্রুয়ারি : ২০২৩ সালে আমেরিকার সিয়াটলে পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মৃত ভারতীয় ছাত্রী জাহ্নবী কাণ্ডুলার পরিবারের সঙ্গে ২৯ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ২৬২ কোটি টাকার আর্থিক রফায় পৌঁছোল সিয়াটল প্রশাসন। বুধবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন সিয়াটলের সিটি অ্যাটর্নি এরিকা ইভান্স।

অন্ধ্রপ্রদেশের মেয়ে ২৩ বছর বয়সি জাহ্নবী কাণ্ডুলা নর্থ-ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির মাস্টার্সের ছাত্রী ছিলেন এবং ২০২৪ সালের ডিসেম্বরেই তাঁর পড়াশোনা শেষ হওয়ার কথা ছিল। ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি রাস্তা পার হওয়ার সময় পুলিশ আধিকারিক কেভিন ডেভের গাড়ি তাঁকে পিষে দেয়। তদন্তে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট এলাকায় গতির সর্বোচ্চ সীমা লঙ্ঘন করেই দুর্ঘটনা ঘটান

ওই পুলিশ আধিকারিক। ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণীর শোচনীয় মৃত্যুতে বিশ্বজুড়ে ধিক্কার ধ্বনি ওঠে। বিশেষ করে অন্য এক পুলিশ আধিকারিক ড্যানিয়েল অডারারের বডি ক্যামেরার ফুটেজ প্রকাশ্যে আসার পর প্রতিবাদ তীব্রতর হয়। ফুটেজে জাহ্নবীর মর্মান্তিক মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তা নিয়ে অডারারকে হাসাহাসি করতে দেখা যায়। এমনকি মৃত তরুণী সম্পর্কে 'এর জীবনের আর কী দাম' বলে বিদ্রুপ করতেও দেখা যায় পুলিশকর্মীদের।

ঘটনার জেরে দুই পুলিশকর্মীকে বরখাস্ত করা হলেও চালক কেভিন ডেভের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা করা হয়নি, যা নিয়ে বিতর্ক আজও অব্যাহত। এরিকা ইভান্স বুধবার বলেন, 'জাহ্নবীর জীবনের মূল্য তাঁর পরিবার ও সমাজের কাছে অপরিসীম ছিল। টাকা দিয়ে সেই ক্ষতিপূরণ হয় না। তবু এর মাধ্যমে মৃতার স্বজনবন্ধুদের বিরাট শূন্যতায় কিছুটা সান্ত্বনা ও স্বস্তি দিতে পারলে সেটাই ঢের।'

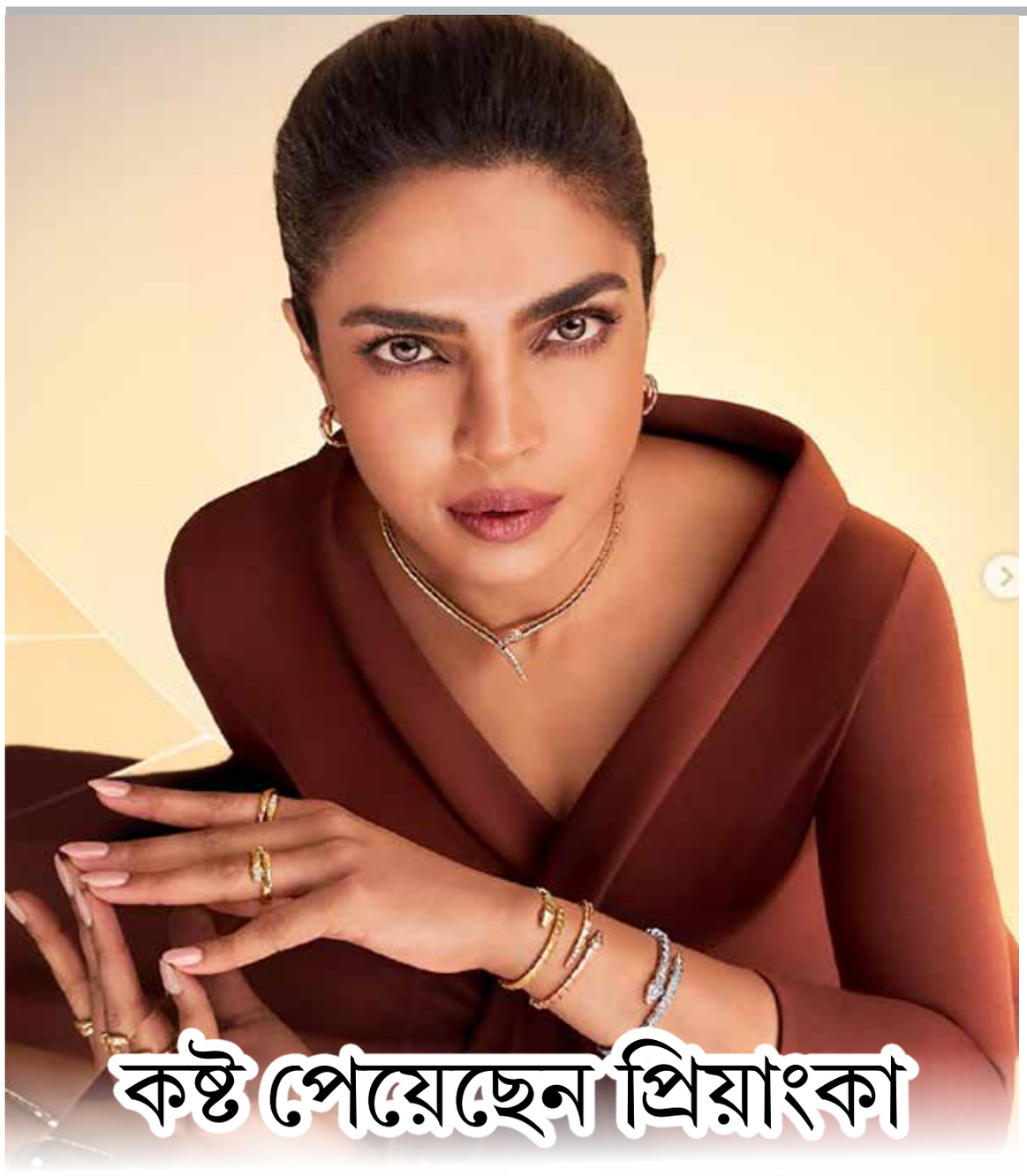

কষ্ট পেয়েছেন প্রিয়াংকা

তাঁরা ধাক্কা পেয়েছেন। শুরুতে যথেষ্ট ধাক্কা পেয়েছেন। আট বছর হয়ে গেছে তাঁরা দুজনে একই ছাদের নীচে, বিবাহবন্ধনে সুখে কাল কাটাচ্ছেন। কিন্তু সেই শুরুর দিনগুলোর কথা ভাবলে এখনও তাঁদের খারাপ লাগে।

প্রিয়াংকা চোপড়া আর নিক জোনাস। তাঁরা প্রেম করছেন, এই খবর সামনে আসার পর থেকেই মানুষের ভুরু ওপরে উঠতে শুরু করে। অনেকেই বলেন যে, এসবের কোনও ভিত্তিই নেই। নেহাত কয়েকটা ছবি তোলা আর খবরে থাকা ছাড়া বাকি কিছু হবে না। এ সম্পর্ক টিকবে না।

প্রিয়াংকা জানতেনও না, মানুষের সমস্যাটা কোথায়? কেন নিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেউ মেনে নিতে পারছেন না। প্রিয়াংকা আর নিক অবশ্য ভেবেছেন। হয়তো দেশ, সংস্কৃতি, রুচি, ধর্ম সবেতেই পার্থক্য বলে মানুষ এমন কথা মনে করছেন। আরও বড় কারণ হল, তাঁদের মধ্যে বয়সের অনেকটা পার্থক্য। তাই বোধহয় মানুষের সমস্যা হচ্ছে।

সে সময় লোকের কুকথা যখনই ধেয়ে আসত, দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'এটাই সব নয়'। দুজনে কথাটা কতবার যে উচ্চারণ করেছেন, তার ঠিক নেই। পাক্কা আট বছর ধরে একে অন্যের সঙ্গে ভালো আছেন তাঁরা।

উদিত নারায়ণের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

উদিত নারায়ণের নামে অমানবিক অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁর প্রথম স্ত্রী রঞ্জনা নারায়ণ ঝা। বিহারের সুপৌল থানায় দায়ের করা এক অভিযোগে রঞ্জনা দাবি করেছেন। গায়ক এবং তাঁর পরিবার নাকি তাঁকে না জানিয়েই তাঁর জরায়ু অস্ত্রোপচার করে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। দীর্ঘ বহু বছর পর অন্য একটি শারীরিক সমস্যার পরীক্ষা করাতে গিয়ে তিনি এই সত্য জানতে পারেন।

রঞ্জনার অভিযোগ অনুযায়ী, ১৯৯৬ সালে উদিত নারায়ণ এবং তাঁর পরিবার তাঁকে চিকিৎসার নাম করে দিল্লির এক নামি হাসপাতালে ভর্তি করেন। তাঁর দাবি, সেই সময় তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয় এবং জরায়ু অপসারণ করা হয়। রঞ্জনার অভিযোগ, এটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল যাতে তিনি কোনওদিন মা হতে না পারেন। তাঁর আরও দাবি, উদিত নারায়ণের দ্বিতীয় স্ত্রী দীপা নারায়ণের সঙ্গে ঘর করার পথে যাতে কোনও বাধা না আসে এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে কোনও জটিলতা না থাকে, সেই কারণেই এই নিষ্ঠুর কাজ করা হয়েছে।

এই অভিযোগের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে প্রশাসন। যেহেতু এটি একটি মেডিকেল জালিয়াতির মামলা এবং এর সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক হেনস্থার বিষয়টি জড়িত, তাই পুলিশ হাসপাতালের পুরনো নথি এবং রিপোর্ট খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

এই গুরুতর অভিযোগ সামনে আসার পর থেকে উদিত নারায়ণ বা তাঁর ছেলে আদিত্য নারায়ণের পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। বলিউড মহলের অনেকেই এই ঘটনায় স্তম্ভিত।

একনজরে সেরা

মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যস্থতা

লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দলের কাছ থেকে রণবীর সিং এবং সলমন খানের ভগ্নিপতী আয়ুষ শর্মাকে খুনের হুমকি পেয়েছেন। এ অবস্থায় বলিউডের সিনে সংগঠন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছে চিঠি দিয়ে বলেছে, বিনোদন দুনিয়ার মানুষকে ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হচ্ছে। প্রাণভয়ে বাড়িতে থাকছেন তাঁরা, অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবার আগে সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার মধ্যস্থতা চাইছি।

রেটিং বদল

চলতি সপ্তাহে ধারাবাহিকের স্লটে প্রথম প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি ও পরিণীতা। দ্বিতীয় পরশুরাম, তিনে রাঙামতি তিরন্দাজ, চারে ও মোর দরদিয়া, পাঁচে তাকে ধরি ধরি মনে করি, ছয়ে জোয়ার ভাঁটা, সাতে আমাদের দাদামণি আর লক্ষ্মী ঝাঁপি, আটে চিরসখা এবং চিরদিনই তুমি যে আমার, নয়ে বেশ করেছি প্রেম করেছি, দশে কুসুম।

সমস্যায় টক্সিক

গোরস্থানে প্রবল যৌনতা দেখানোয় খ্রিস্টানদের আবেগে আঘাত দেওয়া হয়েছে—টক্সিক ছবির নির্মাতাদের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল খ্রিস্টান ফেডারেশন এই অভিযোগ করেছে। এই মর্মে অভিযোগ হয়েছে স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্যের মুখ্য সচিব ও সেন্সর বোর্ডের কাছেও। তাদের দাবি, এইসব দৃশ্য ছবি থেকে এবং ছবির টিজার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে বাদ দেওয়া হোক।

অরাজি জুহি

সুজয় ঘোষের ঝক্কার বিটস-এ রাহুল বোস আর সায়ন মুন্সির একটি কন্ডোমকে ফুলিয়ে বল বানিয়ে তা নিয়ে খেলার দৃশ্য ছিল। চিত্রনাট্য পড়ে জুহি চাওলার মনে হয়, দৃশ্যটি অশ্লীল, তাই ছবিটি তিনি করবেন না। সুজয় বোঝান এটি নেহাতই একটা কমিক সিন। তবু চিত্রনাট্যে কিছু রদবদলের পর জুহি সম্মতি জানান।

টাইটেলে আরাত্রিকা

রাজ চক্রবর্তীর 'হোক কলরব' ছবির টাইটেল সং গেয়েছেন আরাত্রিকা সিনহা। বুধবার পোস্ট করে এই খবর তিনি নিজেই দিয়েছেন, সঙ্গে ছবির টিমের সঙ্গে তোলা তাঁর ছবি। বামপন্থী ভাবধারায় বড় হওয়া আরাত্রিকা দাদুর সঙ্গে গণসংগীতের আসরে গিয়েছেন। রাজের ছবিতে তাঁর আগমনকে নেটমহল স্বাগত জানিয়েছে।

শিবতলা ঘাটে মন জুড়োতে যান অরিজিৎ

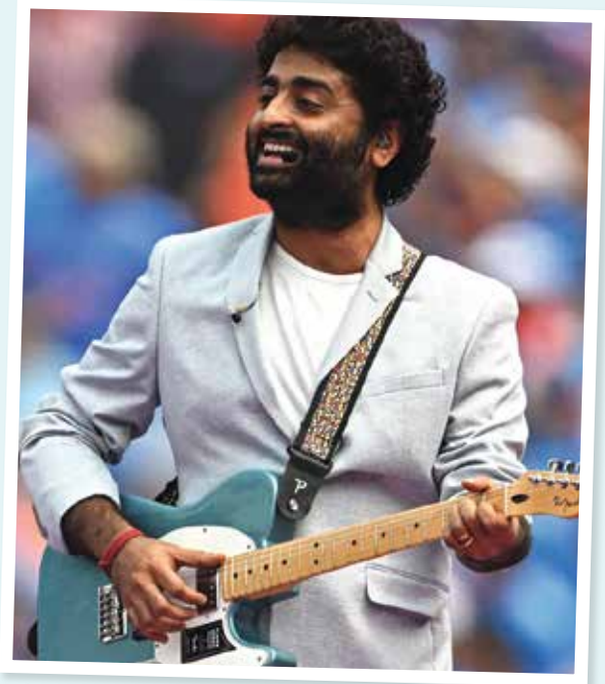

বলিউডের নামি গায়ক, কোটি কোটি টকা পারিশ্রমিক নেন এক একটি অনুষ্ঠানে। সেই অরিজিৎ সিং, বাড়ির কাছে ভাগীরথীর ঘাটে বসে নিজেকে গুছিয়ে নেন মাঝে মাঝেই। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের ছেলে অরিজিৎ সিং, কিন্তু এলাকাবাসী তাঁকে চেনে সোমু বলে। সকলেই বলে সোমু খুব ভালো ছেলে। অনেকেরই কত উপকার করে। সেখান থেকেই জানা গেল, ভাগীরথীর এই ঘাট শিবতলা ঘাট নামে পরিচিত। এখানে মাঝে মাঝে বসে সময় কাটান গায়ক। নৌকো নিয়ে অন্য পারে আজিমগঞ্জে যান। শিবের মন্দির নিয়ে তৈরি এই ঘাট, এখানে শিবরাত্রি এবং অন্য সময়ে মেয়েরা মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে যান। জিয়াগঞ্জে এলে একবার হলেও এ ঘাটে তিনি যান। অরিজিৎ নৌকো ভাড়া করে নদীতে ঘোরেন, তখন অবশ্য ছবি তোলা একেবারেই নিষিদ্ধ।

উল্লেখ্য, ২০২৫-এ ব্রিটিশ পপ তারকা অ্যাড শিরানকে নিয়ে নৌকোয় ঘুরেছিলেন। স্কুটিতে তাঁকে চাপিয়েও ঘোরেন। স্কুটিতেই দুজনের যুগলবন্দী হয়েছিল, দেখেছিলেন জিয়াগঞ্জের মানুষ।

নিজের সিনেমার প্রচারে কলকাতায় রানি মুখোপাধ্যায়।

বুম্বাকেই বিয়ে করব, বলতেন ছোট্ট রানি

মাসি দেবশ্রী রায়ের সঙ্গে বিয়ের সময় থেকেই ছোট্ট রানি মুখোপাধ্যায়ের যাতায়াত প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। তখন প্রসেনজিতের মাকে তিনি বলতেন, বড় হয়ে বুম্বাকেই বিয়ে করব। বুম্বার মা বলতেন, তুই যখন বড় হবি, ও বুড়ো হয়ে যাবে। রানি বলেছিলেন, তাতে কি, ও তো তখন চুলে কালো ডাই করে নেবে।

মঙ্গলবার কলকাতায় এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রসেনজিৎ ও রানি। তখনই বুম্বা ওরফে প্রসেনজিৎ এই স্মৃতিচারণ করেন। রানিও হেসে গড়িয়ে পড়েন। বুম্বা ও দেবশ্রীর বিবাহবিচ্ছেদ হলেও বুম্বা ও রানির সম্পর্ক কিন্তু অটুট। রানিও অনুষ্ঠানে বলেন, 'প্রসেনজিৎ তাঁর বড় দাদার মতো মেন্টর এবং পরম শ্রদ্ধার মানুষ।' মঞ্চে তিনি প্রসেনজিতের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন।

আদৌ রাজপাল ঋণ শোধ করতে চান?

রাজপাল যাদব ঋণ নিয়েছেন কিন্তু শোধ করেননি। অতি সম্প্রতি তিনি তিহার জেলে আত্মসমর্পণ করেছেন। সোনু সুদ, সলমন খান, অজয় দেবগণ, অক্ষয় কুমার, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি, মিকা সিংরা তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। এ কথা অভিনেতার ম্যানেজার গোল্ডি জৈনও জানিয়েছেন। কোটি কোটি টাকা ঋণ করেছেন রাজপাল, এমন অভিযোগ করছেন কমল আর খানও। তাঁর কথায়, 'রাজপালের স্ত্রীও টাকা নিয়েছে, তাহলে তাকে কেন আটক করা হচ্ছে না। কারণ, রাজপালের স্ত্রীর হয়ে আমার এক বন্ধু দেড় কোটি টাকার ঋণ শোধ করছে। আসলে রাজপাল ঋণ শোধ করতেই চায় না।'

এদিকে জানা গিয়েছে, উত্তপ্রেদেশে রাজপালের একটি বাড়ি আছে, যা কেনার জন্য অভিনেতা ১১ কোটি টাকা ঋণ নেন। তা শোধ করতে না পারায়, ব্যাংক থেকে সে বাড়ি তালাবন্ধ করে দিয়েছে। সে টাকা এখনও শোধ করেননি রাজপাল। এরপরও কমল তাঁর স্ত্রীকে ১০ লক্ষ টাকা টাকা দেবেন বলেছেন। তিনি যেন কমলের বাড়ি থেকে চেক নিয়ে যান।

উল্লেখ্য, রাজপাল এম এস মুরলি প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছ থেকে ৯ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে শোধ করেননি। ২০১৮ সালে দিল্লির একটি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে দোষী ঘোষণা করে। তাঁর ছয় মাসের জেল হয়। আবারও ২০২৪-এ তিনি একই কারণে দোষী সাব্যস্ত হন। রাজপালকে টাকা শোধ করার জন্য বারবার সময় দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি শোধ করতে পারেননি। ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়নি, তাঁকে জেলেই থাকতে হবে। বিচারক ভর্ৎসনা করে বলেছেন, 'এর আগে ৩০-৪০ বার আপনি হাজিরা দিয়েছেন। আপনার আইনজীবী বলেছিলেন আপনি বিদেশ থেকে টাকা নিয়ে বকেয়া মেটাবেন, তাও করেননি।' সেমবার পরের শুনানির তারিখ ধার্য হয়েছে। তার মধ্যে সহকর্মীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে রাজপাল ঋণশোধ করেন কিনা, সেটাই দেখার।

রাগিণীকে ফিরিয়ে আনছেন একতা

রাগিণী এমএমএমএস-এর কথা মনে আছে? প্রথমটি রাজকুমার রাও আর দ্বিতীয়টি সানি লিওনের জন্যে বিখ্যাত হয়েছিল। সেই হরর এবং ইরোটিকার। তৃতীয় পর্ব আর আসেনি। সকলে ভেবেছিল যে, প্রযোজক একতা কাপুর বুঝি এই প্রোজেক্ট নিয়ে আর এগোতে চাইছেন না।

কিন্তু অনেকদিন বন্ধ থাকার পরে আবার তৃতীয় পর্বের জন্যে উদ্যোগ শুরু হয়েছে। তবে এবার সেই পর্বের নাম থেকে 'এমএমএস' শব্দটি বাদ যাবে। শুধু 'রাগিনী' থাকবে।

শোনা যাচ্ছে, এই পর্বের জন্যে তামান্না ভাটিয়া আর জুনেইদ খানের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। যদিও একতা কাপুরের তরফে চূড়ান্ত কিছু জানানো হয়নি।

প্রথম পর্বের পরিচালনা করেছিলেন যিনি, সেই শশাঙ্ক ঘোষই আবার পরিচালকের আসনে ফিরে আসছেন। তবে এবার কাহিনিতে কিছু বদলও আসবে। আরও বেশি করে অলৌকিক, অতীন্দ্রিয় ঘটনা দেখানো হবে বলে শোনা গেছে।

কে হবেন উত্তরসূরি, জানালেন আমির

বেশ অভাবনীয় পন্থায় আমির খান জানালেন, বলিউডে ওঁদের উত্তরসূরি কে হতে পারেন। এর জন্য তিনি পাঠান ছবির সেই শাহরুখ ও সলমন খানের সেই দৃশ্যের উল্লেখ করেছেন। ছবিটির শেষে এই দৃশ্যে শাহরুখ ও সলমন বলছেন তাঁদের পর কারা? অর্থাৎ তাঁদের পর কারা দেশকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই করবে, ঠিক তাঁদেরই মতো। এই দৃশ্যের উদাহরণ দিয়েই আমির সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ছবিটা আমি দেখিনি, কারণ অত ছবি আমি দেখতে পারি না। তবে এই দৃশ্যের কথা শুনে ইউ টিউবে দেখেছি। ওরা এ কথা শুধু ছবিতে বলেনি, আমি মনে করি, এ কথা ওরা ছবির বাইরে ইন্ডাস্ট্রির পরবর্তী সুপারস্টার কে হবে, এই প্রেক্ষিতেও বলছে। আমার মনে হয়, এই প্রজন্মের অনেকেই আছে যারা আমাদের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। যেমন ছাওয়া ভিকি কৌশল, অ্যানিম্যাল রণবীর কাপুর, ধুরন্ধর রণবীর সিং—ওরা খুবই ট্যালেন্টেড, হয়তো আমাদের থেকেও বেশি, খুবই যোগ্য—ওরা আমাদের কাছ থেকে মুকুট ছিনিয়ে নিতে পারে।'

আমির আপাতত লাহোর ১৯৪৭ নিয়ে ব্যস্ত। অন্যদিকে, শাহরুখ কিং নিয়ে এবং সলমন ব্যাটল অফ গালওয়ান নিয়ে তৈরি হচ্ছেন।

প্রকাশনগরে প্রতিস্থাপিত গাছগুলো ধুঁকছে। –সংবাদচিত্র

পুরনিগমের ভূমিকায় সরব শংকর

প্রতিস্থাপিত গাছ মৃত্যুর মুখে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : শহরের সেবক রোড, স্টেশন ফিডার রোড এবং বর্ধমান রোডের সম্প্রসারণের জেরে যে সব গাছগুলি সরিয়ে অন্যত্র প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল, সেগুলি অবৈজ্ঞানিকভাবে করা হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। এমনকি পুরনিগমের পরিবেশ কমিটিও অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া গাছগুলিকে বাঁচানোর জন্য কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে তাঁর অভিযোগ। এই কারণেই প্রতিস্থাপিত গাছের বেশির ভাগের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছেন শংকর।

রাস্তা সম্প্রসারণের জেরে সেবক রোড, স্টেশন ফিডার রোড এবং বর্ধমান রোডে একাধিক গাছ কাটা পড়েছিল। এরইমধ্যে গাছ কাটার প্রতিবাদে সেসময় সরব হয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনকে সঙ্গে নিয়ে এসএফ রোডে গাছ কাটতে বাধা দেন তিনি। এরপরই পুরনিগমের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে গাছগুলি এখনও কাটা পড়েনি সেই গাছগুলি না কেটে অন্যত্র সরিয়ে প্রতিস্থাপন করা হবে। সে মতো শিলিগুড়ির শীতলাপাড়া এবং প্রকাশনগরে মহানন্দার ধারে দুই শতাধিক গাছ প্রতিস্থাপিত করা হয়। শীতলাপাড়ার গাছগুলির মধ্যে ৯০ শতাংশ বেঁচে গেলেও, প্রকাশনগরের প্রায় সব গাছই মৃত্যুর মুখে চলে গিয়েছে বলে অভিযোগ।

গাছগুলি বাঁচাতে কী করা প্রয়োজন সেই বিষয়ে পুরনিগমের পরিবেশ কমিটির কোনও বৈঠকই নাকি হয়নি। তাই একসঙ্গে প্রায় ৭০টি গাছ এভাবে মৃত্যুর মুখে চলে যাওয়ায় পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শংকরের কথায়, 'অবৈজ্ঞানিকভাবে গাছগুলি লাগানো হয়েছে। তাই গাছগুলির এই অবস্থা। কয়েকটি গাছের কঙ্কাল দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

মেয়র গৌতম দেব অবশ্য বিধায়কের অভিযোগের কোনও জবাব দিতে চাননি। পুরনিগমের পরিবেশ বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায়ের বক্তব্য, 'শীতলাপাড়ার গাছগুলি যে বেঁচে গিয়েছে সেগুলি কি বিধায়ক দেখেছেন? আগে সেগুলি দেখে আসুক।' যদিও প্রকাশনগরের মৃতপ্রায় গাছ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি। এদিকে পুরনিগম সূত্রে খবর, গাছগুলি লাগানোর সময় তিন থেকে চার ফুট মাটি খুঁড়লেই জল উঠে আসছিল। একদম নদীর কাছে হওয়ায় জলস্তর বেশি ছিল। এরপরেও সেখানেই গাছগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। এভাবে গাছগুলি প্রতিস্থাপিত করার সময় পরিবেশ কমিটির পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এমনকি গাছগুলি প্রতিস্থাপিত করার পর পরিচর্যা কিংবা বাঁচানোর জন্যে পরিবেশ কমিটির থেকে কোনও পরামর্শ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

> গাছগুলির সঠিক পরিচর্যা প্রয়োজন ছিল। কিছু গাছের অবস্থা খুব খারাপ।
>
> **অনিমেষ বসু**
> পরিবেশপ্রেমী

গাছগুলি যখন প্রতিস্থাপিত করা হয় তখন কোনও বৈঠক হয়নি বলে জানিয়েছেন পুরনিগমের পরিবেশ কমিটির সদস্য তথা পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু। তাঁর কথায়, 'গাছগুলির সঠিক পরিচর্যা প্রয়োজন ছিল। কিছু গাছের অবস্থা খুব খারাপ। তবে ওই সময় পরিবেশ কমিটির কোনও বৈঠক হয়েছে বলে আমি জানি না। মিটিং হলেও আমাকে ডাকা হয়নি।'

বন্ধুত্বের রূপকথা

'বন্ধু' শব্দটার ওজন অনেক। এই সম্পর্ক যেন নিঃশর্ত ভালোবাসার, বিশ্বাসের, ভরসার। দ্বিধা ছাড়াই যাকে মনের সমস্ত কথা খুলে বলা যায়। একজন বন্ধু শুধু ভালো সময়ের সঙ্গী নয়, দুঃসময়েও সঙ্গ দেয়। প্রকৃত বন্ধু তাকেই বলা হয় বিপদের সময় না ডাকলেও যারা হাজির হয় স্বেচ্ছায়। ভালোবাসার সপ্তাহে আজ সেই বন্ধুদের কথা তুলে ধরলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

দুঃসময়ে পাশে

বন্ধুদের কাছে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবেন অশোক কুমার। বছর দুয়েক আগে কিডনি সংক্রান্ত কিছু সমস্যা দেখা যায় অশোকের। বাড়িতে স্ত্রী, মা, বাবা ছাড়াও ছোট ছোট দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে অশোকের। বাবার বয়স অনেকটাই। এই ৪৫ বছর বয়সে অসুস্থ শরীর নিয়ে একা একা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তবে বন্ধুরা বলছিল, একা বুঝতে হবে না। আমরা আছি কী করতে। অশোকের চিকিৎসায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, গাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া, বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন সময় ওষুধ পৌঁছে দেওয়া- কতকিছুই না করেছেন বাপি, অরূপরা। খুদেগুলোর দিকে খেয়াল রেখেছেন। এমনকি বাইরে চিকিৎসায় বাপি আর অরূপও পরিবারের সঙ্গে গিয়েছিলেন। এখন অশোকের শরীর আগের তুলনায় অনেকটাই ভালো। তবুও যাতে কখনও কোনও সমস্যা না হয় তার দিকেও মাঝেমধ্যেই নজরদারি চালান তাঁরা। অশোক বলছিলেন, 'এমন বন্ধু অনেক ভাগ্য করে পেতে হয়। ওরা না থাকলে আমি এবং আমার পরিবার সবাই অথই জলে পড়তাম।' তবে অশোকের বন্ধুদের কথায়, 'আমরা শুধু বন্ধু না, ভাই। একে অপরের জন্য এইটুকু যদি না করতে পারি তাহলে আর কেমন ভাই হলাম।'

রক্তের সম্পর্ক

একটা বড় অস্ত্রোপচারের পর রক্তের প্রয়োজন ছিল সুব্রত পোদ্দারের। বন্ধু পাশে ছিল সেইসময়। সুব্রতর ব্লাড গ্রুপ এ পজিটিভ। স্ত্রী রক্ত দিতে পারেননি সেসময়। এগিয়ে এসেছিলেন বন্ধু সুভাষ দাস। অস্ত্রোপচারের সময় থেকেই সেই বন্ধু হাসপাতালে ছিলেন। যখন সুভাষ জানতে পারেন যে সুব্রতর রক্তের প্রয়োজন, তখন একবারও না ভেবে জানিয়ে দেন, তিনি রক্ত দেবেন। সুব্রত বলেন, 'আমার স্ত্রী বলছিল সেই সময়টায় খুব প্রয়োজন ছিল রক্তের। আমার বন্ধু ওর এক ভাইকেও নিয়ে এসেছিল। ওরা দুজন রক্ত দিয়ে আমাকে সুস্থ হতে সাহায্য করে। ওকে তো বলি যে এখন তোর-আমার রক্তের সম্পর্ক।'

চাকরি ছাড়া

বন্ধুর জন্য অনেক কিছুই করা যায় তবে চাকরি ছাড়া যায় কি? অনেকেই বলবেন, না, এতখানি পারা যায় না। তবে ২০১৮ সাল নাগাদ এমনটাই ঘটেছিল। রিঙ্কু একটি বেসরকারি অফিসে কর্মরত। সেখানে খুব ভালো বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সোহিনীর সঙ্গে। দুজনেরই প্রথম কর্মজীবন ছিল ওই অফিসে। তবে অফিসে নানা বিষয় নিয়ে ওপরমহলের সঙ্গে মনোমালিন্য বাধে রিঙ্কুর। সেই নিয়ে মাঝেমধ্যেই ঝামেলা চলছিল। রিঙ্কু বিষয়টি নিয়ে সোহিনীর কাছে আক্ষেপ করলে বান্ধবীর দুঃখে নিজেও বেশ দুঃখ পেয়েছিলেন সোহিনী। একসময় চাকরি ছাড়তে বলা হয় রিঙ্কুকে। মন ভেঙে গিয়েছিল রিঙ্কুর। বান্ধবীর পাশে থেকে তাঁর মনকে শক্ত করতে সেদিন নিজেও চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন সোহিনী। কয়েকদিনের মধ্যেই বান্ধবীর সঙ্গে চাকরিটা ছেড়ে দেন। তবে কয়েকমাসের মধ্যেই আবার তাঁরা ভিন্ন দুটি কোম্পানিতে চাকরি শুরু করেন। কোম্পানি বদলে গেলেও তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক আজও অটুট। রিঙ্কু বলছিলেন, 'ওটা আমাদের দুজনেরই জীবনের প্রথম চাকরি ছিল। সেইসময় ও আমার কথা ভেবে চাকরি ছাড়ার সাহস দেখিয়েছিল এই কথা আমার আজীবন মনে থাকবে। এখন ওকে আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু বলে মনে করি।'

কলেজ বেলা

কলেজ পড়ুয়া অরিজিৎ মণ্ডল। বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ছেন। বেশকিছু টিউশন নিতে হয়েছে পড়াশোনার জন্য। তাঁরই বন্ধু শুভ রায়। শুভ পড়াশোনায় ভালো হলেও এত টাকা দিয়ে কয়েকটা টিউশন পড়ার মতো আর্থিক সচ্ছলতা নেই তাঁর পরিবারে। কখনও কারও কাছে নোটস চাইতেন, কেউ দিতেন আবার কেউ দিতেন না। একবার খুব মন খারাপ হয়েছিল শুভর। অরিজিৎ বলছিলেন, আমার কাছে দুঃখ করে একদিন শুভ বলছিল, আর চাইব না কারও কাছে নোটস। বই পড়েই যতটুকু পারি পরীক্ষা দেব। তখন অরিজিৎ সিদ্ধান্ত নেন ওই নোটস দেবেন শুভকে। নিজের এবং অনেকের কাছ থেকে নোটস জোগাড় করে শুভকে দেন অরিজিৎ। অরিজিৎ-এর কথায়, 'আমার খুব ভালো বন্ধু ও। পড়াশোনাতেও ভালো। সবসময় আমার পাশে থাকে ও। আমি একে সাহায্য করবই।'

মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : মানসিক স্বাস্থ্য কীভাবে ভালো রাখা যাবে সেই পরামর্শ দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট(১)-এর সহযোগিতায় এই নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মহিলা কলেজের ৬০ জন ও সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের ৪০ জন ছাত্রীকে নিয়ে মহিলা কলেজে এই আলোচনা সভা হয়। মানসিক রোগের কারণ এবং এর থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে সেই পরামর্শের পাশাপাশি মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও তার কুফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে মানসিক সমস্যা মহামারি আকার নিতে চলেছে বলে বিভিন্ন মহলে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়। এছাড়াও পড়ুয়াদের কেমন মানসিক সমস্যা দেখা দেয় এবং তার সমাধান কী তা নাটকের মাধ্যমের উপস্থাপন করেন আনন্দধারা নাট্যদলের সদস্যরা।

এদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অ্যাসোসিয়েশনের কর্ণধার তরুণকুমার মাইতি সহ আরও অনেকে।

'পুরনিগমকে কী করে টাকা দেব'

কেন্দ্রকে দুষলেন ববি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি পুরনিগমের উন্নয়নের জন্য পুর দপ্তর টাকা দিতে পারছে না বলে স্বীকার করে নিয়েও, এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (ববি)। কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় দু'লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে বলে মন্ত্রীর দাবি। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির কারবালায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন পুরমন্ত্রী। তার আগে তিনি শিলিগুড়ি পুরনিগমের নবনির্মিত অধিবেশন কক্ষ পরিদর্শনে আসেন। সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সরব হন মন্ত্রী।

ফিরহাদ বলেন, 'আমি তো চাই গৌতমদা যে কাজ পাঠাবে সেটাতেই টিক দিয়ে দিই। কিন্তু দিতে পারি না। সব টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে। কী করে দেব। তবে এরপরেও যা উন্নয়ন হচ্ছে তা দেখে আমি মুগ্ধ।' পুরমন্ত্রীর এমন মন্তব্যের বিরোধিতা করেছে বিজেপি। নির্বাচনে হারের ভয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বেশি টাকা দিতে গিয়েই শিলিগুড়ির উন্নয়নে রাজ্যে টাকা দিতে পারছে না বলে দাবি পদ্ম শিবিরের। বিধানসভায় বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের কটাক্ষ, 'কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করে নিজেদের ব্যর্থতাকে গোপন করার প্রচেষ্টা আর চলবে না। কারণ সরকার পরিবর্তন আসন্ন।'

এদিকে, তৃণমূল কাউন্সিলারদের নির্বাচনের আগে আরও বেশি মানুষের কাছে যাওয়ার বার্তা দেন পুরমন্ত্রী। যদিও পুরনিগমের তৃণমূল বোর্ডের কাজ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। গত চার বছরে শিলিগুড়ি অনেক বেশি উন্নত হয়েছে বলে দাবি মন্ত্রীর। তাছাড়া শিলিগুড়ি পুরনিগমকে উন্নত করতে মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ নজর রাখছেন বলে দাবি করেন ফিরহাদ। কিন্তু শিলিগুড়ির জন্যে স্পেশাল কোনও প্যাকেজ দেওয়া হবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে গোল গোল জবাব দিয়েছেন মন্ত্রী।

অন্যদিকে, ছ'মাস আগে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নতুন চেয়ারম্যান ঘোষণা হলেও এখনও একটি বৈঠক না হওয়া নিয়ে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর জবাব, 'চেয়ারম্যানকে বলেছি দ্রুত একটি বৈঠক ডাকতে।' কিন্তু কাকে নিয়ে বৈঠক ডাকবেন চেয়ারম্যান? কেননা চেয়ারম্যান নিয়োগ হলেও এখনও বোর্ডই গঠন হয়নি। বিষয়টি নিয়ে এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকার এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর যেভাবে বলবে সেভাবে কাজ করব।'

পুরনিগমের অধিবেশন কক্ষে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন মেয়র গৌতম দেব।

এআইএনইউ হাসপাতালে ডাঃ জয়দীপ ঘোষের সঙ্গে অতিথিগণ।

রোবোটিক সার্জারি চালু উত্তরবঙ্গে

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গে ইউরোলজি এবং নেফ্রোলজির ক্ষেত্রে প্রথম অত্যাধুনিক রোবোটিক সার্জারি প্রোগ্রাম চালু করে মাইলফলক গড়ল এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ নেফ্রোলজি অ্যান্ড ইউরোলজি। অত্যাধুনিক বিশ্বমানের চিকিৎসার জন্য আর ভিনরাজ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এআইএনইউ হাসপাতালে এই প্রযুক্তি চালু হওয়ার ফলে এখন রোবোটিক প্রোস্টেট সার্জারি, জটিল ইউরোলজিক্যাল ও পুনর্গঠনমূলক অপারেশন, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট সহ আরও সূক্ষ্ম চিকিৎসাও সম্ভব হয়েছে। বৃহস্পতিবার শিবমন্দিরে হাসপাতালেই এই সাংবাদিক বৈঠক করে রোবটিক সার্জারি প্রোগ্রামের বিষয়ে জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং সিনিয়ার কনসালট্যান্ট ইউরোলজিস্ট ও রোবোটিক সার্জন ডাঃ জয়দীপ ঘোষ, এআইএনইউ -এর সিইও সন্দীপ গুড়ুরু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন সমাজসেবী পদ্মশ্রী করিমুল হক, সমাজসেবী রামাবতার বেরলিয়া। ডাঃ জয়দীপ ঘোষ বলেন, রোবোটিক সার্জারির মধ্যে দিয়ে দুটি অপারেশন আমরা ইতিমধ্যেই করেছি। দুজনেই অপারেশনের পর খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন। বাইরে চিকিৎসার জন্য গিয়ে যাঁদের হয়রান হতে হয় তাঁরা এখানে চিকিৎসা করাতেই পারেন।

উত্তরবঙ্গে গ্রেড ভাগ করে ভোটে অর্থ বরাদ্দ বিজেপির

২৬ আসনে সর্বাধিক নজর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসন নিয়ে বিজেপি বিশেষ রণকৌশল নিয়েছে। উত্তরবঙ্গের আসনগুলোকে তিনটি পৃথক 'গ্রেড' বা শ্রেণিতে ভাগ করে তারা লড়াইয়ের ময়দানে নামছে। দলীয় সূত্র অনুযায়ী, জয়ের সম্ভাবনা ও সাংগঠনিক শক্তির ওপর ভিত্তি করে আসনগুলোকে 'এ', 'বি' এবং 'সি'—এই তিন ক্যাটিগোরিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। নেতৃত্বের লক্ষ্য, এই বিভাজনের মাধ্যমে প্রতিটি আসনের গুরুত্ব বুঝে প্রয়োজনীয় শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ। উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে ২৬টিকে 'এ' গ্রেডে রাখা হয়েছে। এই আসনগুলোতে ১০০ ভাগ জয়ের লক্ষ্য দল স্থির করেছে। এ বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'ক্যাটিগোরিতে ভাগ করলে আসনগুলিতে কতটা পরিশ্রম করতে হবে সে বিষয়ে আগাম ধারণা থাকে। এতে লড়াইয়ের সুবিধা হয়।'

দলীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী, 'এ' বিভাগের আসনগুলোতে বরাদ্দের পরিমাণ যেমন বেশি হবে, তেমনই হেভিওয়েট নেতাদের জনসভা ও মিছিলের সংখ্যাও বাড়ানো হবে। এর পরের ধাপে থাকা 'বি' গ্রেডে ১৬টির বেশি আসন রাখা হয়েছে। এই আসনগুলোতেও জয়ের সম্ভাবনার তালিকায় রাখা হলেও সেখানে 'এ' গ্রেডের তুলনায় আর্থিক বরাদ্দ ও প্রচারের তীব্রতা কিছুটা কম থাকতে পারে। তবে সামান্য বাড়তি লড়াই করলেই এখান থেকে ফল নিজেদের পক্ষে আনা সম্ভব বলে নেতৃত্ব মনে করছে।

অন্যদিকে, বাকি ১২টি আসন 'সি' ক্যাটিগোরিতে রাখা হয়েছে। এই আসনগুলোতে দলের সাংগঠনিক অবস্থান তুলনামূলক কঠিন। তাই এখানকার জয়পরাজয় ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। ভৌগোলিক ও পূর্ববর্তী ফলাফলের নিরিখে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিধানসভা আসনগুলো বরাবরই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের লোকসভা এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলার আসনগুলোতে বিজেপি অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে। তাই মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বা শিলিগুড়ির মতো আসনগুলো অবলীলায় 'এ' গ্রেডে স্থান পেয়েছে। বিপরীতে, গত কয়েকটি নির্বাচনে চোপড়া আসনে বিজেপি পিছিয়ে থাকায় সেটিকে 'সি' ক্যাটিগোরিতে রাখা হয়েছে। তবে নেতৃত্ব হাল ছাড়তে নারাজ।

বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি দীপক বর্মন বলেন, 'চোপড়াকে আমরা সি ক্যাটিগোরিতে রাখলেও লড়াই করব। তাতে শেষমুহূর্তে দলের জয় আসতেও পারে।' আবার ২০১৯ এবং ২০২১ সালে জিতলেও ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে শীতলকুচি ও নাটাবাড়ির মতো আসনে বিজেপি কিছুটা পিছিয়ে পড়ায় সেগুলোকে 'বি' গ্রেডে রাখা হয়েছে।

বিজেপির এই অভ্যন্তরীণ সমীকরণের বাইরেও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের প্রত্যাশা বেশ তুঙ্গে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ আসনেই জয়ের আশা প্রকাশ করেছিলেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বাগডোগরায় এসে সেই সুর আরও চড়িয়ে দাবি করেন, উত্তরবঙ্গের সব আসনেই দল জিততে পারে। যদিও নীচুতলার হিসেবে 'সি' ক্যাটিগোরির ১২টি আসনে জয়ের সম্ভাবনা তুলনামূলক কম বলে মনে করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, 'সি ক্যাটিগোরিতে থাকা মানে দল হারবে এমনটা নয়। তা দলের রণকৌশল। লড়াইয়ে দল জিততেই পারে।'

- উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনকে তিন ভাগে ভাগ করে ভোটের লড়াই লড়বে বিজেপি
- ২৬টি আসনকে এ গ্রেডে রেখে ১০০ ভাগ জয়ের লক্ষ্য নিয়েছে গেরুয়া শিবির
- আসনভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করে প্রচার এবং আর্থিক বরাদ্দের রূপরেখা চূড়ান্ত হয়েছে

ক্যাটিগোরিতে ভাগ করলে আসনগুলিতে কতটা পরিশ্রম করতে হবে সে বিষয়ে আগাম ধারণা থাকে। এতে লড়াইয়ের সুবিধা হয়।
বাপি গোস্বামী
সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য বিজেপি

সুখী ঘরকন্নায় অনন্ত-লিপিকা

প্রথম পাতার পর

সেইসময় আপাতভাবে বেকার আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দেওয়া নিয়ে শ্বশুরবাড়ির যুক্তিও পুরোপুরি ভুল ছিল না বলেই আজ মনে হয়। তবে আমি বাকিদের এনিয়ে উৎসাহ দিয়েছি, এটা সঠিক নয়। আজকাল অনেক ধর্নার খবর দেখি যার সবগুলো খুব যৌক্তিক বলে মনে হয় না।'

২০১৯ সালের ২ জুন দিনটা ছিল আর পাঁচটা রবিবারের মতোই একেবারে সাদামাঠা ঘামে ভেজা গরমের দিন। ধূপগুড়ি শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের চাকলাপাড়ায় রাধাকান্ত বর্মনের বড় মেয়ে লিপিকার বিয়ের জন্য সেদিন কোচবিহার থেকে সপরিবার এসেছিলেন পুলিশ কনস্টেবল পাত্র। বর্তমানে অনন্তর ছোট ভায়রা তথা তাঁর বন্ধু জয়ন্ত সরকার সহ আরও কয়েকজন মিলে কলেজ মোড় এলাকায় আটকে দেন পাত্রপক্ষের গাড়ি। অনেকটা সিনেমার কায়দায় পাত্রের গাড়ির পিছু ধাওয়া করায় তাঁরা সোজা ছুট দেন। যাওয়ার আগে পাত্রপক্ষ জানিয়ে যায়, সোজা থানায় পৌঁছে অভিযোগ জানানো হবে। জয়ন্ত বাদে বাকিরা ধীরে ধীরে সরে পড়লেও কলেজ মোড় ছাড়েননি ধূপগুড়ি শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সারদাপিল্লর বাসিন্দা বছর ছাব্বিশের ছেলেটা। প্রেমিকার বিয়ে আটকানো অসম্ভব মনে হলেও কিছুতেই সেটা মানতে পারেননি নাছোড় প্রেমিক অনন্ত। পাশে পেয়ে যান এক-দুজনকে। তড়িঘড়ি প্ল্যাকার্ড লিখে প্রেমিকার বাড়ির সামনে শুরু হয় অনন্তর ধর্না। টানা ৩০ ঘণ্টার টানটান ঘটনাক্রম, উত্তাল নেট দুনিয়াকে সাক্ষী রেখে শেষপর্যন্ত মালাবদল হয় দুজনের। পরিবারের চাপে অন্যত্র বিয়েতে মত দেওয়া লিপিকাও স্কুল জীবন থেকে ভালোবেসে আসা অনন্তকে পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

আজকের পাকা গিন্নি তথা এক সন্তানের মা লিপিকার কথায়, 'পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে আমার ওপর মারাত্মক চাপ ছিল। সেই সময়টায় আমিই হয়তো সবথেকে বেশি চাপে ছিলাম। বিশ্বাস হচ্ছিল না দুজনে এক হওয়া সম্ভব। আজ ওসব মনে পড়লে হাসিও পায়, আবার অনন্তর জন্য শ্রদ্ধাও বাড়ে। ভালোই আছি দুজনে আর এভাবেই থাকতে চাই।'

সেদিন অনন্ত-লিপিকার বিয়েতে যাঁদের ভূমিকা ছিল সবথেকে বেশি তাদের মধ্যে অন্যতম ধূপগুড়ি ঘোষপাড়ার বাসিন্দা শুভ্রজিৎ ঘোষের কথায়, 'অনন্ত পারফেক্ট ভ্যালেন্টাইন মেটিরিয়াল। গত এক দশকে অনন্তর ধর্নার চাইতে বেশি ভিউ নেট দুনিয়ায় কোনও ইভেন্ট পেয়েছে কি না আমার সন্দেহ রয়েছে। আজ দুজনকে ভালো থাকতে দেখে সত্যিই ভালো লাগে। অনন্ত প্রমাণ করেছিল প্রেমই পারে সাধারণকে অসাধারণ করে তুলতে।'

অসমের মরিগাঁও জেলায় পবিতোরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে যুগলে একশৃঙ্গ গন্ডার।

বিমলদের সঙ্গে নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বিস্ট

পাহাড় সমস্যা সমাধানে আশ্বাস দিল্লির

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : ভোট এগিয়ে আসতেই ফের পাহাড় সমস্যার সমাধানের জন্য তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে বিজেপি ও জোটসঙ্গীদের মধ্যে। প্রধানমন্ত্রীর পর বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে দেখা করে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবি জানিয়ে বৈঠক করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতৃত্ব। বৈঠকের পরে সাংসদ এবং মোর্চার তরফে সোশ্যাল মিডিয়া পেজে পোস্ট করে বৈঠক সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি এবং জোটসঙ্গী দলের এই তৎপরতাকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না পাহাড়ের শাসক ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)। দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'মোর্চা এখন হরেক মাল ১০ টাকার মতো। কেউ কোথাও পাত্তা দিচ্ছে না। দর বাড়াতে সাংসদকে ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পৌঁছেছে। আর বিজেপিও ভোট আসতেই আবার পৃথক রাজ্য ইস্যু নিয়ে প্যান্ডোরার বাক্স খুলছে। তবে এবার আর পাহাড়ের মানুষ এসবে বিশ্বাস করে বিজেপিকে ভোট দেবে না।'

বুধবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। বৃহস্পতিবার মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং এবং সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরিকে নিয়ে সাংসদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অফিসে যান। সেখানে প্রথমে সাংসদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে বিমল গুরুংরা সেই বৈঠকে যোগ দেন। বিধানসভা ভোটের আগে ওই বৈঠককে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছে উত্তরের পাহাড়-সমতল। তবে কি এবারের নির্বাচনেও গোর্খাল্যান্ড ইস্যুকে সামনে রেখে উত্তরবঙ্গের গোর্খা অধ্যুষিত বিধানসভাগুলিতে জিততে চাইছে বিজেপি? উঠছে প্রশ্ন। দার্জিলিংয়ের সাংসদের বক্তব্য, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে আলোচনা হয়েছে। উনি খুব গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি শুনেছেন এবং কেন্দ্র বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও রিপোর্ট দিয়েছি।'

অন্যদিকে, মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বৈঠকের পরে বলেছেন, 'খুব ভালো আলোচনা হয়েছে। আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছি। পাশাপাশি ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে।' রোশনের দাবি, বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, পাহাড় সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র আগ্রহী। এই সমস্যা মেটাতে একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করে পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সে সবার সঙ্গে কথা বলে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। মধ্যস্থতাকারীর চূড়ান্ত রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হবে। এই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই সংবিধান মেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। যার ফলে এই অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক রাজু বিস্ট ও মোর্চা নেতৃত্বের। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে।

খগেনের নিগ্রহে জামিন

জলপাইগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর আক্রমণের ঘটনায় অভিযুক্ত ১০ জনকে শর্তসাপেক্ষ জামিনে মুক্তি দিল আদালত।

বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চে এই ঘটনার শুনানি হয়। সেখানেই বিচারপতি অভিযুক্তদের শর্তসাপেক্ষ জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন। গত বছর ৫ অক্টোবর নাগরাকাটা ব্লকে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি হয়েছিল। প্লাবনের পরের দিন, অর্থাৎ ৬ অক্টোবর বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন খগেন। সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ সহ একাধিক বিজেপি নেতা। সেই সময় খগেনের গাড়ি লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। ওই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন সাংসদ।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। অভিযুক্তরা জামিনের জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এদিন ওই মামলার শুনানি হয়। অভিযুক্তদের পক্ষে আইনজীবী সন্দীপ দত্ত বলেন, 'যেখানে সেদিন গোলমাল হয়েছিল সেই এলাকায় অভিযুক্তরা ঢুকতে পারবে না বলে আদালত জানিয়েছে।'

ভারত-নেপাল সীমান্তে বৈঠক

কিশনগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার কিশনগঞ্জ জেলার টেরাগছ থানা এলাকার ভারত-নেপাল সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে এবং চোরাচালান বন্ধ করার জন্য সমন্বয় বৈঠক করা হয়। বৈঠকে সীমান্ত সংলগ্ন টেরাগছ ও ফতেহপুর থানার পুলিশ এবং এসএসবি-র ১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের মাফিটোলা বর্ডার আউটপোস্টের জওয়ানদের সঙ্গে নেপাল আর্মড পুলিশের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নেপাল আর্মড পুলিশের গুলমিয়া রেঞ্জের ডিএসপি দীনেশ শ্রেষ্ঠা, টেরাগছ থানার আইসি রীতেশ কুমার, ফতেহপুর থানার ওসি সৃষ্টি কুমারী এবং এসএসবি-র ইনস্পেকটর সামান্য ঠাকুর, এসআই তারাপদ বিশ্বাস প্রমুখ।

সীমান্তে সব ধরনের স্মাগলিং বন্ধ করতে, সীমান্তবর্তী গ্রামবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সীমান্তের পিলার সংরক্ষণে আলোচনা হয়। 'নো ম্যানস ল্যান্ড' অতিক্রমণ রোধ এবং নেপালে আসন্ন নির্বাচনের সময় দু'দেশের সীমান্তে বিশেষ নজরদারির নীল নকশা তৈরি করা হয় এদিন। এছাড়া ২৪ ঘণ্টা অবিরত সীমান্তে দু'দেশের নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন ও যৌথ টহলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া দু'দেশের গোয়েন্দা সংস্থা, আধাসামরিক বাহিনী ও পুলিশ একে অপরের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতি মাসে এই ধরনের বৈঠক হবে।

টাউন ব্লক

প্রথম পাতার পর

শতাধিক নেতা-নেত্রীর নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার শহর ব্লক কমিটিতেও শতাধিক নাম ঢোকানো হয়েছে। রাস্তায় নেমে কাজ ক'জন করে সেটাই দেখার।' যাঁর কমিটি নিয়ে এত বিতর্ক সেই টাউন ব্লক-২ (এ) সভাপতি দেবপ্রিয় সেনগুপ্তের অবশ্য বক্তব্য, 'এই ব্লকের মধ্যে থাকা ১০টি ওয়ার্ড চালানোর জন্য যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন, কমিটিতে সেই সদস্য সংখ্যাই রাখা হয়েছে। সমস্ত পদাধিকারীকে শুধু পদাধিকারবলে না রেখে আমরা তাঁদের সম্মান দিয়ে নামগুলিও তালিকায় লিখেছি। তাই কমিটি বড় দেখাচ্ছে।'

পার্কিং প্রকল্পে

প্রথম পাতার পর

তবে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এনিয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা বজায় রেখেছেন। তাঁর মতে, 'বহুতল পার্কিং ব্যবস্থাটি পিপিপি মডেলে হবে না আমরা গড়ব তা রাজ্য সরকার ঠিক করবে।' এই বহুতল পার্কিং শিলিগুড়ির রাস্তাঘাটকে আক্ষরিক অর্থে যানজটমুক্ত করতে পারে কি না সেদিকেই এখন সবার নজর।

পৃথিবীর পাঠশালা

আকাশে উধাও চোর

ডি বি কুপার- আমেরিকার অপরাধ জগতের এক রহস্যময় নাম। ১৯৭১ সালে এই ব্যক্তি একটি যাত্রীবাহী বিমান হাইজ্যাক করেন এবং মুক্তিপণ হিসেবে ২ লক্ষ ডলার (আজকের দিনে যা কোটি টাকার সমান) ও চারটি প্যারাসুট দাবি করেন। টাকা পাওয়ার পর তিনি মাঝআকাশে, ঝড়ের রাতে, ওয়াশিংটনের গভীর জঙ্গলের ওপর প্লেন থেকে ঝাঁপ দেন। এরপর? এরপর তাঁকে আর কেউ কোনওদিন দেখেনি। না পাওয়া গিয়েছে তাঁর দেহ, না পাওয়া গিয়েছে সেই টাকা। এফবিআই ৪৫ বছর ধরে তদন্ত করেও এই রহস্যের কিনারা করতে পারেনি। তিনি কি বেঁচে ছিলেন, নাকি জঙ্গলে মারা গিয়েছেন- তা আজও অজানা। নিখুঁত অপরাধ বা পারফেক্ট ক্রাইম বলে যদি কিছু থাকে, তবে কুপার তার মাস্টারমাইন্ড।

মস্তিষ্ক যখন কাচ

৭৯ খ্রিস্টাব্দে মাউন্ট ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পেই নগরী ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু পাশের শহর হারকুলেনিয়ামে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। সেখানকার তাপ এতটাই বেশি ছিল (প্রায় ৫২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) যে, মানুষের মাথার খুলির ভেতরের মগজ বা মস্তিষ্ক মুহূর্তের মধ্যে গলে গিয়ে কাচে পরিণত হয়েছিল! সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিকরা এক তরুণের খুলির ভেতর কালো চকচকে কাচের মতো বস্তু খুঁজে পান। পরীক্ষায় জানা যায়, ওটি আসলে মানুষের মস্তিষ্কের টিস্যু। সাধারণত মৃত্যুর পর মগজ সবার আগে পচে যায়, কিন্তু এখানে তা গরমে জমে গিয়ে হাজার বছর ধরে সংরক্ষিত হয়ে আছে। প্রকৃতির রোষে মানুষ যে পুতুলমাত্র, এই 'কাচের মগজ' তার সাক্ষী।

মৃত্যুর পা

চেরনোবিল দুর্ঘটনার পর সেখানে মাটির নীচে এক অদ্ভুত জিনিস তৈরি হয়েছিল, যার নাম 'এলিফ্যান্টস ফুট' বা হাতির পা। এটি আসলে গলিত পারমাণবিক জ্বালানি, বালি আর কংক্রিটের এক বিষাক্ত মিশ্রণ, যা দেখতে হাতির পায়ের মতো। ১৯৮৬ সালে এটি এতটাই তেজস্ক্রিয় ছিল যে, এর পাশে ৩০ সেকেন্ড দাঁড়ালে মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। বিজ্ঞানীরা দূর থেকে ক্যামেরায় চাকা লাগিয়ে এর ছবি তুলেছিলেন। আজও এটি তাপ বিকিরণ করে চলেছে এবং ধীরে ধীরে মাটির গভীরে ঢুকে যাচ্ছে। মানুষের তৈরি সবচেয়ে বিপজ্জনক বস্তুগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় পারমাণবিক শক্তির ভয়াবহতা।

মহাকাশের হ্যালো

আমরা কি মহাকাশে একা? ১৯৭৭ সালে ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা হয়তো এর উত্তর পেয়েছিলেন। তাঁদের রেডিও টেলিস্কোপ হঠাৎ মহাকাশ থেকে এক শক্তিশালী সংকেত পায়, যা ৭২ সেকেন্ড স্থায়ী ছিল। এই সংকেত এতটাই অদ্ভুত ও শক্তিশালী ছিল যে, বিজ্ঞানী জেরি এহম্যান উত্তেজনায় প্রিন্টআউটের পাশে লাল কালিতে লিখেছিলেন- 'ডাবলু ও ডাবলু!' সেই থেকে একে 'ওয়াও সিগন্যাল' বলা হয়। বিজ্ঞানীরা বহুবার চেষ্টা করেছেন ওই সংকেত আবার শোনার, কিন্তু তা আর কখনও ফিরে আসেনি। এটি কি কোনও ভিনগ্রহের সভ্যতার পাঠানো বার্তা ছিল, নাকি কোনও ধূমকেতুর শব্দ- তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, ওই একটি শব্দ আমাদের কল্পনার জগৎকে আজও নাড়িয়ে দেয়।

রাহুলকে সংসদ থেকে

প্রথম পাতার পর

যদিও নিশিকান্তের যুক্তি, 'জর্জ সোরোসের মতো লোকজনের সাহায্যে রাহুল দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করছেন। জর্জ সোরোস ভারতের ক্ষতি চান।'

সেই কারণে তিনি বিরোধী দলনেতার সাংসদ পদ বাতিল ও বাকি জীবনের জন্য তাঁর নির্বাচনে লড়াইয়ে নিষেধাজ্ঞা জারির প্রস্তাব দিয়েছেন বলে জানান। রাহুল পালটা এক ভিডিও বার্তায় বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই দেশ আর দেশের কৃষকদের বিক্রি করে দিয়েছেন। এফআইআর হোক, মামলা হোক, স্বাধিকার প্রস্তাব আনা হোক- আমি কৃষকদের জন্য লড়াই করছি। যে বাণিজ্য চুক্তি কৃষকদের রুজিরুটি কেড়ে নেয়, দেশের খাদ্যসুরক্ষাকে দুর্বল করে, তা কৃষক বিরোধীই।'

কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার কথায়, 'এইসব করে রাহুল গান্ধিকে আটকানো যাবে না। ওঁরা কী করবেন? স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ, এফআইআর, মামলা- ওঁদের যা খুশি করুন।' কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপালের বক্তব্য, 'রাহুল গান্ধি সরকারের বিরুদ্ধে যাবতীয় তথ্য দেশের সামনে তুলে ধরেছেন। দেশ সেটা দেখেছে। নিশিকান্ত দুবে যা করছেন, সেটা নজর ঘোরানোর চেষ্টা। এটা বিজেপির আত্মরক্ষার চাল।'

আগেও একবার আদালত অভিযুক্ত করায় রাহুলের সাংসদ পদ বাতিল হয়েছিল লোকসভায়। সংসদের চলতি বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক এবং তারপর বাজেট নিয়ে বক্তৃতা করতে গিয়ে রায়বরেলির সাংসদ লাগাতার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অন্য মন্ত্রীদের আক্রমণ করেছেন, তাতে গেরুয়া শিবিরের দাবি, রাহুল সাংসদ পদে থাকার যোগ্য নন।

অন্যদিকে, লোকসভায় এপস্টাইন ফাইলে তাঁর নাম রাহুল উল্লেখ করায় কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী কটাক্ষ করে বলেন, 'কংগ্রেস নেতার উচিত বড় হয়ে ওঠা। কোন প্রসঙ্গে আমার নাম এপস্টাইন ফাইলে আছে, সেটা রাহুল গান্ধিকে জানিয়েছিলাম। উনি যদি সেটা পড়তেন, তাহলে সংসদে এভাবে বোকা হতে হত না। এটা আসলে এপস্টাইন ফাইলের বিষয়ই নয়। এটা পরিণতমনস্কতার অভাবের ব্যাপার।'

হাসিনাকে আসলে ভোলেনি

প্রথম পাতার পর

ভোট না দিলে তাঁরা পরবর্তীতে বিজয়ী দলের কোপে পড়ে যেতে পারেন, সেই স্ট্র্যাটেজি নিয়েই তাঁরা ভোট দিতে গিয়েছেন। আওয়ামী লিগ যেখানে শক্তিশালী যেমন গোপালগঞ্জ যশোর টাঙ্গাইলের কিছু অংশে শুনলাম হিন্দু সমর্থকরা ভোট দিতে যাননি। কেননা সেখানে তাঁদের রক্ষা করার জন্য আওয়ামী লিগের মুসলিম সমর্থকরা আছেন।

কে কী বলবেন পরে, সেটা অন্য বিষয়। ভোট কিন্তু জানিয়ে দিয়ে গেল হাসিনার পক্ষে অনেক লোকই আছেন এখনও।

আওয়ামী লিগের মুক্তিযোদ্ধা নেতা কাদের সিদ্দিকী বলেছিলেন, হাসিনার অপরাধে পার্টিকে কেন নিষিদ্ধ করা হবে। ইতিহাস বলবে, হাসিনার বিরুদ্ধে নির্বাচনে যে একতরফা ভোটের ব্যবস্থার অভিযোগ উঠত, সেটা ইউনূস সরকারের আমলেও হল। এখনই জল্পনা চলতে পারে আওয়ামী লিগ ভোটে থাকলে কী দাঁড়াত ভোটের চেহারা। এখনকার বাংলাদেশে ইউনূস, জামায়াতে ও বিএনপির ঠ্যাঙাড়েবাহিনীর ভয় অস্বীকার করে ভোট দিতে না যাওয়া একটা বিশাল ব্যাপার। হাসিনার পক্ষে এটা টনিক হতে পারে।

এই লেখা যখন পড়বেন তখন মোটামুটি জানা হয়ে গিয়েছে, কোন দল এল ক্ষমতায়। তবুও নির্বাচনের সময় যে বিএনপি ও জামায়াতে জোট নেতারা যথেষ্ট আশঙ্কায় তার একটাই কারণ ভোট কমে যাওয়া। সব সমীক্ষায় বলা হয়েছিল বিএনপি অনেকটাই এগিয়ে। আবার এটাও বলা হয়েছিল, বেশি ভোট পড়লে বিএনপির লাভ, কম ভোট পড়লে জামায়াতের।

বিএনপি কর্তাদের বড় ভয়, ভোট গণনার সময় হিসেব গোলমাল হতে পারে। গণনার দায়িত্বে ইউনূস প্রশাসনের লোকেরা। তাঁদের ওপর একেবারে আস্থা নেই বিএনপির। প্রকাশ্যেই সেকথা বলছেন অনেকে। আগের রাতেই জামায়াতে এবং এনসিপির ভোট দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছিল বিএনপি।

জামায়াতের ভয়, ছয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটে তরুণরা তাঁদের জিতিয়ে দিলেও সামগ্রিকভাবে তাঁদের সাম্প্রদায়িক মডেল আম-বাংলাদেশিদের নাপসন্দ।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ভোটের হার কমে যাওয়া বা কম ভোট পড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক সূচক। আওয়ামী সমর্থকদের ভোট বয়কট ছাড়া আরও গোটা চারেক কারণ থাকতে পারে। ১) সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ ছিল। তাই ভোটের হার কমে যায়। ২) 'রেজাল্ট তো জানাই আছে' —এই মানসিকতা মানুষকে বিমুখ করেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনতা ও একতরফা নির্বাচন একটা কারণ। ৩) ভোটকেন্দ্র দখল, ভয়ভীতি প্রদর্শন বা জোর করে ভোট দেওয়ার নজির থাকায় অনেক শান্তিপ্রিয় নাগরিক ঝামেলা এড়াতে ভোটকেন্দ্রে যাননি। ৪) দীর্ঘদিন ধরে একই ধরনের রাজনৈতিক অচলাবস্থা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং দুর্নীতি দেখে মানুষের একটি বড় অংশ রাজনীতিবিমুখ। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে 'যে-ই যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ' —এমন ধারণা বদ্ধমূল। ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয় জামায়াতে দখল করার পর অনেক মহিলা ভয় পেয়ে গিয়েছেন জামায়াতের আমিনের কথায়।

সকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাসির উদ্দিন বলেছিলেন, দেশ গণতন্ত্রায়ণের ট্রেনে উঠে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে ইউনূস এসে মন্তব্য করেন, আজ নতুন বাংলাদেশের জন্মদিন।

ভোটারদের এত কম উপস্থিতি কিন্তু তেমন আশাবাদ জাগাচ্ছে না। ফেসবুকে আওয়ামী লিগের সরকারি হ্যান্ডলে ফাঁকা সব ভোটকেন্দ্রের ছবি দেখিয়ে নানা মন্তব্য করা হয়েছে। দুটো তিনটে নমুনা দেওয়া যাক। ১) ইউনূস দেশ নিয়ে খেলছে, আর বাকিরা খেলছে খালি ভোটকেন্দ্রে। ২) ভোট দিতে পারছে না সাধারণ মানুষ, ভোট দেওয়ার আগেই ভোট হয়ে যাচ্ছে। ৩) ফাঁকা ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা।

শুক্রবার যেই জিতুক, আওয়ামী লিগ নেতারা তাঁদের নৈতিক জয় দাবি করতেই পারেন।

নিরঙ্কুশ জয়ের পথে তারেকের

প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে হয় জুলাই সংস্কারের ওপর গণভোট। আওয়ামী লিগ ও শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের এই নির্বাচন ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে হল বটে। কিন্তু আওয়ামী লিগকে উপেক্ষা করা গেল না। বরং মাত্র ৪৭.৯১ শতাংশ ভোট পড়ায় আলোচনা চলছে, আওয়ামী লিগের ভোট বয়কটের ডাকেই শেষপর্যন্ত দেশের সিংগভাগ মানুষ সাড়া দিলেন কি না।

বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার পৈতৃক ভিটে গোপালগঞ্জে ভোট শান্তিপূর্ণ থাকলেও বুথে ভিড় ছিল খুব কম। স্বভাবতই স্বস্তিতে শেখ হাসিনা। এক বিবৃতিতে বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি বলেন, 'অবৈধ ও অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখলকারী ইউনূসের আজকের তথাকথিত নির্বাচন ছিল সুপরিকল্পিত প্রহসন। জনগণের ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সংবিধানের চেতনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আয়োজন করা হয়েছে আওয়ামী লিগহীন ভোটারবিহীন প্রতারণামূলক নির্বাচন।'

তিন দশকের ইতিহাসে এই প্রথম ব্যালট পেপারে অনুপস্থিত ছিল আওয়ামী লিগের চিরচেনা 'নৌকা' প্রতীক। মূলত দ্বিমুখী লড়াইয়ের একদিকে ছিল ১৭ বছরের নির্বাসন কাটিয়ে দেশে ফেরা তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি ও অন্যদিকে ছাত্র আন্দোলন থেকে জন্ম নেওয়া এনসিপি-কে সঙ্গে নিয়ে জামায়াতে ইসলামির ১১ দলীয় জোট।

ঢাকার গুলশান মডেল হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে ভোট দিয়ে তারেক অভিযোগ করেন, 'একটি রাজনৈতিক দল বারবার অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে।' নাম না বললেও তিনি যে জামায়াতেকে নিশানা করছেন, তা স্পষ্ট। ফলাফল নিয়ে কিছুটা ধন্দের আভাস ছিল তাঁর গলায়। তারেক বলেন, 'সুন্দরভাবে দেশ পরিচালনা করতে যতগুলি আসন প্রয়োজন হয়, আমরা ততগুলি আসন প্রত্যাশা করছি।'

দুপুর নাগাদ ভোট নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও পরে দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান বলেন, 'সারাদেশের যে খবর আমরা পাচ্ছি তাতে বিশ্বাস করি, জনগণ নতুন কোনও ফ্যাসিবাদী শক্তিকে আর স্বাগত জানাবে না। জালিয়াতির মাধ্যমে সরকার হলে তারা জনগণের দুঃখ বুঝবে না।'

তারেক ও শফিকুর উভয়েই দলের কর্মীদের গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোটকেন্দ্র আগলে রাখার বার্তা দেন। ভোটের হার সন্তোষজনক না হলেও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষায়, 'নতুন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছে।' নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ব্যালট পেপারে ভোট হওয়ায় গণনা সময়সাপেক্ষ। বৃহস্পতিবার মধ্যরাত নাগাদ প্রাথমিক ট্রেন্ড বোঝা যাবে।

ফলাফলের দিকে নজর রেখেছে ভারতও। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'জনমতের প্রতিফলন দেখার পর আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করব। নয়াদিল্লি সবসময়ই প্রতিবেশী দেশটিতে অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের পক্ষে।'

ভারতের সঙ্গে বরফ গলাতে উদ্যোগী বিসিবি!

বয়কট ইস্যুতে ফের ডিগবাজি নজরুলের

ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি : ভারতের মাটিতে খেলব না।

সুর চড়িয়ে টি২০ বিশ্বকাপ থেকেই 'আউট' বাংলাদেশ। এবার সেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডই (বিসিবি) ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে পুরোনো সুসম্পর্ক ফেরাতে উদ্যোগী! ১৫ তারিখের ভারত-পাক হাইভোল্টেজ ম্যাচকেই কাজে লাগাতে চাইছে তারা।

লাহোরে আইসিসি, পাকিস্তানের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে হাজির ছিলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলও। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাক ম্যাচের জট কাটে যে বৈঠকে। জট কাটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও নেন তিনি। বিসিবি চাইছে আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুর রহমানকে ছাঁটাই করার পর তৈরি মহাবিতর্কের বরফ গলিয়ে বিসিসিআইয়ের কাছে আসতে! বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল স্বয়ং এই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কলম্বোয় অনুষ্ঠিত ভারত-পাক হাইভোল্টেজ ম্যাচে হাজির থাকবেন। যে মঞ্চকে কাজে লাগাতে চান। এক সাক্ষাৎকারে বুলবুল বলেছেন, 'আইসিসি-র প্রধান সদস্য দেশের মধ্যে পাঁচটিই এশিয়ার। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা চাইছে এই পাঁচ দেশের প্রতিনিধিরা (ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান) ভারত-পাক ম্যাচের সময় উপস্থিত থাকুক। একসঙ্গে বসে ম্যাচ দেখার ফাঁকে আলোচনাও করুক নিজেদের মধ্যে।'

বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশ বরফ গলাতে সচেষ্ট হবে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে বুলবুলের সদর্থক জবাব, 'আইসিসি এশিয়া দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলাতেই চাইছে। আমরাও সেভাবেই দেখছি ভারত-পাক ম্যাচের আমন্ত্রণকে।'

লাহোরের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশের জন্যও বেশ কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘোষণা করা হয়েছে। সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে শীঘ্রই 'মউ'-ও স্বাক্ষরিত হবে। আমিনুলের দাবি, 'ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু, সিদ্ধান্ত নিয়ে মউ স্বাক্ষরিত হবে। আগামী দিনে কোনও অনিশ্চয়তা থাকবে না। অতীতে ঢাকায় এশীয় ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সভাতেও একই পন্থা নিয়েছিলাম আমরা। যাতে কেউ চুক্তি থেকে সরে না যেতে পারে।'

এদিকে ভারতে বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফের ডিগবাজি বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের। প্রথমে বলেছিলেন, সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণরূপে সরকারের। গতকাল নিজের বক্তব্য থেকে সরে এসে পুরো দায়টা চাপান বোর্ড ও লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন দলের ক্রিকেটারদের ওপর। দাবি করেন, ক্রিকেটারা দেশের সম্মানকে অগ্রাধিকার দেখিয়ে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আসিফ নজরুলের যে বক্তব্যে বিতর্কের পাশাপাশি খেলোয়াড়রাও রীতিমতো বিরক্ত এবং অবাকও। বিতর্কের জেরে এদিন ফের ডিগবাজি নজরুলের। দাবি করেছেন, তিনি মোটেই ক্রিকেটার, বোর্ডের সিদ্ধান্ত বলেননি। তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। সিদ্ধান্তটা সরকারেরই। নিজেদের বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছে ত্যাগ করে খেলোয়াড়রা সরকারের যে সিদ্ধান্তের পাশে দাঁড়িয়েছে, সেটাই বলতে চেয়েছেন।

নজরুলের জবানিতে

- টি২০ বিশ্বকাপ বয়কটের সময় বলেছিলেন সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণরূপে সরকারের।
- বুধবার পুরো দায়টা চাপান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন দলের ক্রিকেটারদের ওপর।
- দাবি করেন, ক্রিকেটারা দেশের সম্মানকে অগ্রাধিকার দেখিয়ে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- বৃহস্পতিবার বললেন, ক্রিকেটার, বোর্ডের সিদ্ধান্ত বলেননি। বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে।

বুধবার বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের মন্তব্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে ক্রিকেটারদের মধ্যে। নিঃসঙ্গ বোধ করছেন তাঁরা।

শেষ চারেও পাওয়া যাবে না অভিষেককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১২ ফেব্রুয়ারি : দূর থেকে এক ঝলক দেখলে আউটফিল্ড আর মাঝের বাইশ গজে আলাদা করা মুশকিল। কার্যত সবুজের সমারোহ। পিচে প্রায় চার মিলিমিটার লম্বা ঘাস! রবিবার ম্যাচের আগে কিছুটা কাঁচি চললেও ঘাস থাকছে তা পরিষ্কার।

রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধেও পেস ব্রিগেডকে তুরুপের তাস করছে বাংলা। মহম্মদ সামির সঙ্গে আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার। দেশের সেরা পেস ব্যাটারি বাংলার হাতে। গত কয়েক ম্যাচে যার প্রতিফলনও দেখা গিয়েছে সামিদের পারফরমেন্সে। জম্মুর হার্ডল অতিক্রম করে ফাইনালের টিকিট আদায়ে পেস নির্ভর বোলিং পরিকল্পনা বদলাচ্ছে না লক্ষ্মীরতন শুক্লাদের।

সবুজ পিচে পেসই হাতিয়ার

কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে অবশ্য বোলারদের পাশাপাশি ব্যাটাররাও সুবিধা পেয়েছে। সুদীপকুমার ঘরামি ২৯৯ রানের ম্যারাথন ইনিংস খেলেছিলেন। রান পেয়েছিলেন বাকিরাও। হাফ সেঞ্চুরি করেন সামিও। উইকেটে ঘাস থাকলেও ব্যাটারদের জন্য সাফল্যের রসদ থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে সেমিফাইনালে পাওয়া যাবে না অভিষেক পোড়েলকে। চোটের কারণে আপাতত বেঙ্গালুরুস্থিত ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাবে রয়েছেন। খবর, ২০ ফেব্রুয়ারির আগে খেলার ছাড়পত্র পাবেন না। যার অর্থ, জম্মুর বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের টক্করে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটার-উইকেটকিপারকে ছাড়াই নামছে বাংলা। একমাত্র অভিমন্যু ঈশ্বরণরা যদি ফাইনালে ওঠে তাহলে পাওয়া যাবে অভিষেককে।

ফলস্বরূপ, গত ম্যাচের মতো শাকির হাবিব গান্ধির ওপর ভরসা রাখতে হচ্ছে। কোয়ার্টার ফাইনালে শাকির যে ভরসার মর্যাদা রেখে ৯৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিলেন। টিম সূত্রের খবর, শাকির সহ কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ী দলটাকেই অপরিবর্তিত রাখা হচ্ছে সেমিফাইনালে।

এদিন বাংলা দল হালকা অনুশীলন করে সকালের দিকে। তবে সামি এখনও দলের সঙ্গে যোগ দেননি। শুক্রবার দলের সঙ্গে যোগ দেবেন সামি। ম্যাচের আগেরদিন শনিবার সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে পড়বেন তারকা স্পিডস্টার। প্রতিপক্ষ জম্মু ও কাশ্মীর বুধবার মাঝরাতে কল্যাণীতে পৌঁছেছে। তবে যাতায়াতের ক্লান্তির কারণে এদিন তাঁরা মাঠমুখো হয়নি। আগামীকাল সকাল ৯টা থেকে পুরোদমে অনুশীলন করবে। ওই একই সময়ে মাঠের আরেক প্রান্তে ঘাম ঝরাবে বাংলা দলও।

ব্যাটে-বলে এবারের রনজি ট্রফিতে ভালো ছন্দে আছেন শাহবাজ আহমেদ। সেমিফাইনালে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে আরও একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে বাংলা।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

অস্ট্রেলিয়া বনাম জিম্বাবোয়ে
সকাল ১১টা, কলম্বো

কানাডা বনাম সংযুক্ত আরব আমিরশাহি
বিকাল ৩টা, নয়াদিল্লি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৭টা, চেন্নাই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

প্রয়াত প্রাক্তন ক্রীড়া প্রশাসক গোপীনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বাংলার ক্রীড়া জগতে নক্ষত্রপতন। প্রয়াত প্রবাদপ্রতিম ক্রীড়া সংগঠক গোপীনাথ ঘোষ।

খেলোয়াড় জীবনে মোহনবাগান, কাস্টমস ও উয়াড়ির হয়ে হকি খেলেছেন। পরবর্তীতে ধারাভাষ্যকার হিসাবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। আবার দীর্ঘ সময় রাজ্য টেবিল টেনিস ও হকি সংস্থার প্রশাসনিক দায়িত্বও সামলেছেন গোপীনাথ।

১৯৭৫ সালে কলকাতায় বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করেছিলেন সাফল্যের সঙ্গে। ১৯৮৭ সাফ গেমসেরও অন্যতম আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন তিনি। গত সোমবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। বুধবার রাতে প্রয়াত হন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। গোপীনাথের সহকর্মীরা বলছিলেন, শুধু খেলোয়াড় বা প্রশাসক নন, সুবক্তা হিসাবেও পরিচিত ছিলেন তিনি। সেই সুবাদেই আশির দশকে গুড উইল সফরে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে মস্কোয় গিয়েছিলেন। গত রবিবার ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস ফিল্ম ফেস্টিভালেও বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট মেসির

মায়ামি, ১২ ফেব্রুয়ারি : লিওনেল মেসির কাঁধে চড়ে ক্লাবের ইতিহাসে গত মরশুমে প্রথমবার মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইন্টার মায়ামি। এবার খেতাবরক্ষার অভিযানে নামার আগেই দলকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছেন খোদ মেসি। ইন্টার মায়ামির তরফে এক বিবৃতিতে আর্জেন্টাইন মহাতারকার হ্যামস্ট্রিং চোটের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। জানিয়েছে, মেসির হ্যামস্ট্রিংয়ের পেশিতে টান লেগেছে। তিনি কবে থেকে অনুশীলন ও ম্যাচে ফিরবেন, তা নির্ভর করবে চোট কত দ্রুত সেরে ওঠে তার ওপর। আরও কিছু মেডিকেল পরীক্ষার পরই চোট কতটা গুরুতর তা বোঝা যাবে।

মেসির চোটের কারণেই স্থগিত করা হয়েছে মায়ামির প্রাক-মরশুম প্রস্তুতির শেষ ম্যাচ। ১৩ ফেব্রুয়ারি পুয়ের্তো রিকোয় ক্লাব ইন্ডিপেনদিয়েন্তে দেল ভালোর বিপক্ষে ম্যাচ খেলার কথা ছিল মায়ামির। সেটি এখন ২৬ ফেব্রুয়ারি করার কথা জানিয়েছে মায়ামি কর্তৃপক্ষ।

রাদারফোর্ডের গড়ে চিন্তিত নন হোপ

অধিনায়ক ব্রুককে পাশে পাচ্ছেন আর্চার

মুম্বই, ১২ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপের প্রথম দুই ম্যাচে জয় পেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যার সুবাদে সুপার এইটের রাস্তা অনেকটাই পরিষ্কার। ইডেন গার্ডেন্সে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে দলকে টেনেছিলেন শিমরন হেটমেয়ার। মুম্বইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে হাল ধরলেন শেরফানে রাদারফোর্ড (৪২ বলে অপরাজিত ৭৬)। ম্যাচের পর রাদারফোর্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক শাই হোপ। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে নজর কাড়লেও রাদারফোর্ডের আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেটে গড় এখনও ২২-এর ঘরে। সেই পরিসংখ্যানে অবশ্য মাথা ঘামাতে নারাজ হোপ। তিনি বলেছেন, 'কখনো কখনো পরিসংখ্যানগুলোকে জানলার বাইরে ছুড়ে ফেলতে হয়। জিজ্ঞেস করে দেখুন, রাদারফোর্ডের সামনে বিশ্বের যে কোনও বোলারই চাপে থাকে। এটাই ওর সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দেয়।'

হোপের মতে পরিশ্রমেরই সুফল পাচ্ছেন রাদারফোর্ড, 'ও সবসময়ই কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাস করে। প্র্যাকটিস সেশনে একদম শুরু থেকে শেষপর্যন্ত পড়ে থাকে। তাই দলের কেউ যখন পরিশ্রমের যোগ্য ফল পায়, তা দেখে ভালোই লাগে।' একইসঙ্গে যে পরিস্থিতিতে রাদারফোর্ড দলকে টেনেছেন সেটাও তুলে ধরছেন হোপ। একসময় ইংল্যান্ড ৭৭/৪ হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ক্যারিবিয়ানদের ১৯৬/৬ স্কোরে পৌঁছে দেন রাদারফোর্ড।

অন্যদিকে, ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে হারের পর কাঠগড়ায় ইংল্যান্ড পেসার জোফ্রা আর্চার। ৪ ওভারে ১ উইকেট তুলতে খরচ করেছেন ৪৮ রান। এর আগে নেপালের বিরুদ্ধেও ৪ ওভারে ৪২ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছেন তিনি। তবে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক, 'আর্চারকে নিয়ে চিন্তার কিছু দেখছি না। সবাই জানে ও কত ভালো বোলার। ঠিক ছন্দে ফিরে আসবে।' একইসঙ্গে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে হারকেও বিশেষ পাত্তা দিচ্ছেন না ব্রুক। তিনি বরং লড়াইয়ের রসদ খুঁজছেন বিশ্বকাপের আগের শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে। তাঁর কথায়, 'আমরা নেপাল ম্যাচ এবং তার আগের শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে আত্মবিশ্বাস পেতে পারি। তখনও হারের মুখ থেকে জিতে ফিরেছি।'

> **কখনো কখনো পরিসংখ্যানগুলোকে জানলার বাইরে ছুড়ে ফেলতে হয়। জিজ্ঞেস করে দেখুন, রাদারফোর্ডের সামনে বিশ্বের যে কোনও বোলারই চাপে থাকে। এটাই ওর সম্পর্কে অনেককিছু বলে দেয়।**
>
> -শাই হোপ

ব্যাট হাতে ভরসা দিলেও কবজিতে চোট পেয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের চিন্তা বাড়ালেন শেরফানে রাদারফোর্ড।

এবারের টি২০ বিশ্বকাপে প্রথম দুই ম্যাচে জোফ্রা আর্চার ৮ ওভারে ৯০ রান খরচের পরেও তাঁর উপর ভরসা হারাচ্ছেন না হ্যারি ব্রুক।

ওমানকে উড়িয়ে গ্রুপ শীর্ষে শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কা-২২৫/৫ ওমান-১২০/৯

কলম্বো, ১২ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার দাপট জারি।

বৃহস্পতিবার দুর্বল প্রতিপক্ষ ওমানের বিরুদ্ধে একতরফা দাপট দেখালেন দ্বীপরাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা। ১০৫ রানের বিশাল জয় ছিনিয়ে নিয়ে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে উঠে এলেন কুশল মেন্ডিসরা।

এদিন টসে জিতে শ্রীলঙ্কাকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠায় ওমান। শ্রীলঙ্কার দুই ওপেনার পাথুম নিসাঙ্কা (১৩) ও কামিল মিশ্র (৮) দলকে ভরসা দিতে ব্যর্থ। তবে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে কুশল মেন্ডিস (৬১) ও পবন রত্নায়েকে (৬০) লঙ্কান ইনিংসকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করান। পরের দিকে অধিনায়ক দাসুন শনাকার (২০ বলে ৫০) ঝোড়ো ব্যাটিং শ্রীলঙ্কাকে বড় ইনিংস গড়তে সাহায্য করে। শেষপর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২২৫ রান সংগ্রহ করে লঙ্কানরা।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে ওমান। মহম্মদ নাদিম (অপরাজিত ৫৩) ও ওয়াসিম আলি (২৭) ছাড়া কেউই দুই অঙ্কের স্কোর করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২০ রান সংগ্রহ করে ওমান।

অর্ধশতরানের পথে শ্রীলঙ্কার কুশল মেন্ডিস ও দাসুন শনাকা।

গোলের জন্য আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডকে জড়িয়ে উচ্ছ্বাস ফিল ফোডেনের।

আর্সেনালকে চাপে রাখল সিটি

লন্ডন, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রিমিয়ার লিগের খেতাবি লড়াইয়ে আর্সেনালের ওপর চাপ বজায় রাখল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

পনেরো মিনিটের ঝড়ে তিন গোল। ৩-০ ব্যবধানে ফুলহ্যামকে হারাল পেপ গুয়ার্দিওলার সিটি। ম্যাচের ২৪ মিনিটে নীল ম্যাঞ্চেস্টারকে এগিয়ে দেন আন্তোনিও সেমেনিও। এর ছয় মিনিট পর ২-০ করেন নিকো ও'রিলি। ৩৯ মিনিটে তৃতীয় গোলটি করেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

এই গোলেই সিটির সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরারের তালিকায় যুগ্মভাবে চতুর্থ স্থানে উঠে এলেন হাল্যান্ড। ম্যান সিটির জার্সিতে তাঁর করা গোলের সংখ্যা ১৫৩। নীল ম্যাঞ্চেস্টারের হয়ে সমসংখ্যক গোল রয়েছে কলিন বেলের। বেল অবশ্য এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ৪৯২ ম্যাচ খেলে। সিটির হয়ে মাত্র ১৮৩ ম্যাচ খেলে তাঁকে ছুঁয়ে ফেললেন হাল্যান্ড।

বিরতির পর চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন হাল্যান্ড। ম্যাচ শেষে গুয়ার্দিওলা জানিয়েছেন, হাল্যান্ড নিজেই তাঁকে তুলে নেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। যদিও তাঁর চোট গুরুতর নয় বলেও নিশ্চিত করেছেন সিটি কোচ। এদিকে এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলে আর্সেনালের সঙ্গে সিটি-র ব্যবধান আরও কমল। যদিও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত একটি ম্যাচ কম খেলে রয়েছে গানাররা।

জয়ে ফিরল লিভারপুল

অন্যদিকে, সান্ডারল্যান্ডকে মরশুমে প্রথমবার তাদের ঘরের মাঠে হারাল লিভারপুল। ১-০ গোলে ম্যাচ জিতল অল রেডরা। ৬১ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন ভার্জিল ভ্যান ডাইক। এই গোলে অবদান মহম্মদ সালাহর। সেই সুবাদে লিভারপুলের হয়ে প্রিমিয়ার লিগে গোল করানোর নিরিখে যুগ্মভাবে শীর্ষস্থান দখল করেছেন তিনি। ৯২টি গোলে অবদান রেখে কিংবদন্তি স্টিভেন জেরার্ডকে ছুঁলেন তিনি।

আইএসএল খেলার চার্চিলের আবেদন নাকচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : চার্চিল ব্রাদার্সের আইএসএলে খেলার আবেদন নাকচ হয়ে গেল বৃহস্পতিবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতির সভায়।

গত মরশুমে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসাবে প্রথমে চার্চিলের নাম ঘোষণা করে দিয়েছিল ফেডারেশন। এরপর ক্যাসের রায়ে ইন্টার কাশীর হাতে খেতাব তুলে দেওয়া হয়। তারপরও আইএসএলে খেলতে চেয়ে এআইএফএফের কাছে আবেদন জানায় চার্চিল ব্রাদার্স।

আই লিগ হল ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ

ফেডারেশন চাইলেও আইএসএলের বাকি দলগুলোর এতে সমর্থন ছিল না। তারা চিঠি দিয়ে জানায়, শেষ মুহূর্তে নতুন দল অন্তর্ভুক্ত হলে সময়সূচি বদলাতে হবে। এবার চার্চিলকে সুযোগ দেওয়া হলে ভবিষ্যতে অন্য দলও এভাবে আইএসএলে খেলতে চাইবে, এমন যুক্তিও দেখানো হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই ইস্যুতে কার্যনির্বাহী সমিতির বৈঠক ডাকে ফেডারেশন। সেখানেই চার্চিলের আবেদন নাকচ হয়ে যায়।

স্পোর্টিং ক্লাব বেঙ্গালুরুর আই লিগে খেলার আবেদনও নাকচ করা হয় এদিনের সভায়। পাশ হল আইএসএল ও আই লিগের নতুন চার্টার।

একইসঙ্গে পূর্ব প্রস্তাব মতো আই লিগের নতুন নামকরণ করা হল ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ।

কঠিন গ্রুপে বিবিয়ানোর ভারত

কুয়ালা লামপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপে কঠিন গ্রুপে ভারত। বৃহস্পতিবার কুয়ালা লামপুরে অনুষ্ঠিত ড্র-এ গ্রুপ বিন্যাস চূড়ান্ত হয়। গ্রুপ 'ডি'তে ভারতের সঙ্গে রয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন উজবেকিস্তান, শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া ও উত্তর কোরিয়া।

যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভালো খেলে প্রতিযোগিতার মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছে ভারত। এবার আরও কঠিন প্রতিপক্ষদের সামনে নিজেদের প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের দলের। এই বছরের ৫ থেকে ২২ মে অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের আসর বসবে সৌদি আরবে। সেখানে প্রতি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল জায়গা করে নেবে কোয়ার্টার ফাইনালে। একইসঙ্গে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে তারা। ফলে জোড়া চ্যালেঞ্জ নিয়ে এবার এএফসি-র মঞ্চে নামছে বিবিয়ানোর ভারত।

অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপের গ্রুপ বিন্যাসও অনুষ্ঠিত হল এদিন। সেখানেও কঠিন গ্রুপে পড়েছে ভারত। গ্রুপ 'বি'তে ভারতের সঙ্গে রয়েছে চারবারের চ্যাম্পিয়ন জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও লেবানন।

নর্থইস্ট ম্যাচে ভারতীয় রক্ষণই ভরসা ব্রুজোঁর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : কোনওদিন সকালে আবার কোনওদিন নিভৃতে কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে, কৌশল গোপন রাখতে এভাবেই চলছে ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলন।

আইএসএল শুরুর আগে লাল-হলুদ শিবিরে চোট-আঘাতের তালিকাটা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। নাওরেম মহেশ সিং, মহম্মদ রাকিপের পর কেভিন সিবিলে। গত মঙ্গলবারই অনুশীলনে সাইডলাইনে দেখা গিয়েছিল সিবিলেকে। যদিও সেইসময় ম্যানেজমেন্টের তরফে দাবি করা হয়, তাঁর চোট গুরুতর নয়। সামান্য অস্বস্তি বোধ করায় কেভিনকে বিশ্রাম দেওয়া। তবে সূত্রের খবর, তাঁর মাঠে ফিরতে সপ্তাহ তিনেক সময় লাগবে।

আইএসএলের প্রথম দুই ম্যাচে অনিশ্চিত মহেশও। রাকিপকেও নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে মাঠে নামানো সম্ভব হবে কি না তা এখনই বলা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁকে একাধিক বিকল্প যেমন খুঁজতে হচ্ছে, তেমন ছকও সাজাতে হচ্ছে নতুন করে। পরিস্থিতি যা তাতে নর্থইস্ট ম্যাচে রক্ষণে ভারতীয়দের ওপরই আস্থা রাখতে হবে তাঁকে। এক্ষেত্রে আনোয়ার আলির সঙ্গে জুটি বাঁধতে দেখা যেতে পারে জিকসন সিংকে। ডানদিকে রাকিপের জায়গায় শুরু করতে পারেন প্রভাত লাকড়া। মহেশের পরিবর্ত হতে পারেন নন্দকুমার শেখর। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে গোল করে ব্রুজোঁর আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন তিনি। ফলে দীর্ঘদিন পর তাঁকে প্রথম একাদশে দেখা যাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

বাকি দলে অবশ্য বিশেষ কোনও চমক থাকার কোনও ইঙ্গিত এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই মরশুমের শুরু থেকেই মাঝমাঠে মহম্মদ বসিম রশিদ, সাউল ক্রেসপো, মিগুয়েল ফিগুয়েরা ত্রয়ীর ওপর আস্থা রাখছেন ব্রুজোঁ। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। এছাড়া কৌশলে বড় রদবদল না হলে নর্থইস্ট ম্যাচে শুরু থেকেই খেলবেন ইউসেফ এজেজ্জারি।

> **আমাদের স্ট্র্যাটেজির কথা ভেবেই ইউসেফকে দলে নেওয়া হয়েছে। দলকে গোল করতে সাহায্য করা এবং আক্রমণভাগে সুযোগ তৈরি করাই ওর মূল কাজ।**
>
> -অস্কার ব্রুজোঁ

ইউসেফ এজেজ্জারির হাতে ইস্টবেঙ্গল জার্সি তুলে দিলেন অস্কার ব্রুজোঁ।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **সুদীপ্তা :** জন্মদিনে সকাল সকাল একরাশ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। এই আনন্দময় দিনটি তোমার জীবনে বারবার আসুক। তোমার সাফল্য ও আরোগ্যময় জীবন কামনা করি। বিপ্লব।

সেমিফাইনালে ফাইন হার্ট

বালুরঘাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : স্পন্দন কালচারাল ফোরামের বরেন্দ্রভূমি টি২০ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল ফাইন হার্ট পতিরাম। বৃহস্পতিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৪ উইকেটে হারিয়েছে দ্য গ্রিন ভিউ স্কুল অফ ক্রিকেটকে। বালুরঘাট টাউন ক্লাব মাঠে গ্রিন ভিউ প্রথমে ১৮ ওভারে ৯৫ রানে অল আউট হয়। পার্থর অবদান ৩০ রান। সুমন বন্দোপাধ্যায় ২ রানে ২ উইকেট নেন। ভালো বোলিং করেন তাপস সরকারও (১৬/২)। জবাবে ফাইন হার্ট ১৬.১ ওভারে ৬ উইকেটে ৯৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অরিন্দম ঘোষ ৪২ রান করেন। সুরজিৎ রায় ৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

বিদায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের খো খো-য় তৃতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। বালাসোরের ফকিরমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ২৬-১২ পয়েন্টে হেরে গিয়েছে ছত্তিশগড়ের পিটিআরএস ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে।

ফাইনালে আদিত্য, শ্রীনাক্ষী

বালুরঘাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার স্বর্ণকমল মিত্র ও বিভা মিত্র ট্রফি সিনিয়ার স্টেট র‍্যাংকিং ব্যাডমিন্টনে বৃহস্পতিবার পুরুষদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠলেন আদিত্য মণ্ডল ও প্রীতম প্রসাদ। সেমিফাইনালে আদিত্য ২১-১৭, ২১-১০ পয়েন্টে হারিয়েছেন অঙ্কিত মণ্ডলকে। প্রীতম ২৩-২১, ২১-৫ পয়েন্টে জিতেছেন চন্দ্রিল মান্নার বিরুদ্ধে। মহিলাদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠেছেন কনিষ্কা বিজারনিয়া ও শ্রীনাক্ষী মণ্ডল। সেমিফাইনালে কনিষ্কা ২১-১৭, ২১-১২ পয়েন্টে হারিয়েছেন সুকন্যা চৌধুরীকে। অন্যদিকে, শ্রীনাক্ষী ২১-৫, ১৯-২১ ও ২১-১৮ পয়েন্টে জিতেছেন অন্বিক্ষা পালের বিরুদ্ধে।

জিতল যাত্রিক

বালুরঘাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অমলেশচন্দ্র চন্দ ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার বালুরঘাট যাত্রিক ক্লাব ৫ উইকেটে জিতেছে বালুরঘাট টাউন ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে টাউন প্রথমে ৩৬.৩ ওভারে ১৪৬ রানে অল আউট হয়। অভিরাজ পালের সংগ্রহ ৫৭ রান। বিতান সরকার ৩৩ রানে ৩ উইকেট নেন। ভালো বোলিং করেন প্রিয়ম সিনহা (২১/২) ও সম্রাট সাহাও (২১/২)। জবাবে যাত্রিক ১৯.১ ওভারে ৫ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রাসেল খান ৮৫ রান করেন। সৌরভ কুমার রায়ের অবদান ৩১। শ্বেতাদ্রী তোকদার ৩৩ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট।

এরাসমাসের স্পিনে অশনিসংকেত

ঈশান-হার্দিক ঝড়ে বার্তা পাকিস্তানকে

অর্ধশতরানের পর ঈশান কিষান।

ভারত-২০৯/৯
নামিবিয়া- ১১৬
(১৮.২ ওভারে)

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : খেলা শুরু হতে তখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকি।

অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের বাইরে লম্বা লাইন, সমর্থকদের ভিড়। ম্যাচের আগে প্রিয় দলের গা ঘামানো ঘিরে উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। সূর্যকুমার যাদব, ঈশান কিষানদের সঙ্গে মাঠে অভিষেক শর্মাও। পেট খারাপ সারিয়ে হাসপাতাল থেকে সবে ছাড়া পেয়েছেন। খেলার সম্ভাবনা নেই।

বদলি সঞ্জু স্যামসন প্যাড পরে অনুশীলনে। আক্ষেপ যাচ্ছে না সমর্থকদের। কয়েকজনের হাতে অভিষেকের উদ্দেশ্যে 'গেট ওয়েল সুন' ব্যানার। টসের সময় সূর্য জানান, অভিষেকের ম্যাচ ফিট হতে সময় লাগবে। পাকিস্তান ম্যাচে খেলবেনই, কথায় জোর নেই।

এদিন সঞ্জুর মধ্যে ভরসা জোগানোর প্রয়াস কিছুটা হলেও মিলল। প্রথম কয়েক বলে নড়বড়ে। তারপর ছক্কা হাঁকিয়ে খাতা খোলা। পরের ওভারেও ওভার বাউন্ডারি, বাউন্ডারিতে পারদ চড়ালেন। কিন্তু আশা জাগিয়েও ৮ বলে তিন ছক্কা ও একটি চারে ২২-এই থমকে যান সঞ্জু।

সমর্থকদের দাবি অবশ্য পূরণ ঈশান-ঝড়ে। নেটে জসপ্রীত বুমরাহর বলে পায়ে জোরালো আঘাত পেয়েছিলেন। সিঁদুরে মেঘ দেখেছিলেন অনেকে। যদিও এদিন ঈশান কোণে কালো মেঘ নয়, শুরু থেকেই এদিন ঝলমলে রোদ। পাটা উইকেট, রানে ভরা পিচ এবং নামিবিয়া বোলারদের দুর্বলতার পুরোদস্তুর ফায়দা তুললেন।

পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভারে ঈশান একাই নিলেন ২৮ রান। ২০ বলে পঞ্চাশে পা। রোহিত শর্মা, অভিষেক শর্মার পর ভারতীয় হিসেবে পাওয়ার প্লে-তে হাফ সেঞ্চুরির নজির। ভারত ৬ ওভারে ৮৬/১। চলতি বিশ্বকাপে যা দ্রুত। ৬.৫ ওভারে ১০০, যে নজির কুড়ির বিশ্বযুদ্ধে দ্বিতীয় কোনও দেশের নেই!

ছক্কার সঙ্গে ফিল্ডিংকে ফাঁকি দিয়ে বাউন্ডারি। পকেটসাইজ ডিনামাইট ঈশানের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিংয়ে যখন মেতে গোটা স্টেডিয়াম, তখনই ধাক্কা। অষ্টম ওভারে বল করতে এসে ঈশান-শোয়ে (২৪ বলে ৬১) ব্রেক জেরার্ড এরাসমাসের স্পিনে।

এদিন শুরুটা টসে হার দিয়ে। সূর্য যদিও পাত্তা দিতে নারাজ। যুক্তি, জয়ের ধারা অব্যাহত থাকলে টস হার নিয়ে ভাবতে নারাজ। বরং শিশিরের মধ্যে বল করার সুযোগে বোলারদের বাড়তি প্রস্তুতি হয়ে যাবে। সূর্যর আত্মবিশ্বাসের ঝলক ঈশান-দাপটে।

এরাসমাস আক্রমণে আসতেই ছন্দপতন। গতিটা দারুণভাবে ব্যবহার করলেন নামিবিয়া অধিনায়ক। কখনও ব্যাটারকে চমকে দিতে বল রিলিজ করছিলেন ক্রিজের অনেক আগে থেকে। আম্পায়ার একবার 'ডেডবল'-ও ডাকলেন। কিন্তু অস্ত্র ত্যাগ করেননি। ফলস্বরূপ, তিলক ভার্মার (২৫) উইকেট।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচেও স্পিন ভুগিয়েছিল ভারতকে। এদিনও ছবিটা বদলায়নি। এরাসমাসের (২০/৪) সামনে তিলক, রিঙ্কু সিংদের আটকে যাওয়া সহজ জয়ের ম্যাচেও রক্তচাপ বাড়াবে। কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়াম স্পিন সহায়ক হিসেবে পরিচিত। প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের স্পিন ব্রিগেডও বেশ শক্তিশালী। যা হালকাভাবে নেওয়ার উপায় নেই।

তাল ঠুকছিলেন নামিবিয়ার সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক বার্নার্ড স্কোলৎজ-ও। ক্রিজ ছেড়ে চালাতে গিয়ে স্টাম্পড হন সূর্য (১২)। ছিটকে যাওয়া উইকেট দেখতে দেখতে আক্ষেপ নিয়ে ফিরলেন। গ্যালারিতে বসে থাকা সূর্যর স্ত্রীর চোখেমুখেও হতাশা।

৬.৫ ওভারে ১০৩/১ থেকে ১১.৫ ওভারে ১২৪/৪ ভারত। এখান থেকে হার্দিক পান্ডিয়া-শিবম দুবের যুগলবন্দি। স্কোলৎজ (৪১/১)-এরাসমাসের তৈরি ফাঁস ছিঁড়ে আবারও দৌড়োতে থাকে 'টিম ইন্ডিয়া'। স্বস্তির ঝলক আইসিসি সভাপতি জয় শা-র শরীরী ভাষাতেও।

১৫ ওভারে ১৬৮/৪। ১৮-তে ১৯৯/৪। ২৭ বলে হাফ সেঞ্চুরি পূরণ হার্দিকের (৫২)। শেষ দুইয়ে ফের নাটক। ভারত ২০৯/৯! হার্দিকের পিছুপিছু আউট শিবম দুবে (২৩), অক্ষর প্যাটেল (০), রিঙ্কু (৬ বলে ১)। শেষ ৫ রানে পড়ল ৫ উইকেট। ইনিংস ব্রেকে ঈশানও জানান, ২০৯ ভালো স্কোর। তবে আরও বেশি রান ওঠা উচিত ছিল। কৃতিত্বটা প্রাপ্য নামিবিয়া বোলারদের।

মাঠে হাজির নামিবিয়ার বেশকিছু সমর্থক যা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন। ২১০ রানের জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে শুরুতে লড়াই জারি রেখেছিলেন নামিবিয়ার টপ অর্ডার। জান ফ্রাইলিঙ্ককে (২২) ফিরিয়ে ৩৩ রানের ওপেনিং জুটি ভাঙেন অর্শদীপ সিং। পাওয়ার প্লে-তে ৫৭/১।

কিন্তু বরুণ চক্রবর্তীর হাতে সূর্য বল তুলে দিতেই নামিবিয়ার প্রতিরোধ, লড়াইয়ে ইতি। প্রথম বলেই লরেন স্টিনক্যাম্পের (২৯) উইকেট ভাঙেন। ২ ওভারের প্রথম স্পেলে ৭ রানে ৩ শিকার। অক্ষর প্যাটেল ও হার্দিকের ঝোলায় ২টি করে উইকেট। শেষপর্যন্ত ১৮.২ ওভারে ১১৬ রানে প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দিয়ে টি২০ বিশ্বকাপে নিজেদের বৃহত্তম জয় (৯৩ রানে) তুলে নেয় টিম ইন্ডিয়া।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নামিবিয়াকে হারিয়ে ড্রেস রিহার্সাল সম্পূর্ণ। এবার লক্ষ্য মিশন কলম্বো। যেখানে ভারতের অপেক্ষায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান।

২৮ বলে বিস্ফোরক ৫২ রান করলেন হার্দিক পান্ডিয়া।

চার উইকেট নেওয়ার উচ্ছ্বাস নামিবিয়ার জেরার্ড এরাসমাসের।

নজরে পরিসংখ্যান

৪১ বলে ১০০

নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ভারত শতরানে পৌঁছাতে ৪১ বল নিয়েছে। যা টি২০ বিশ্বকাপে দলগত দ্রুততম।

৩ রোহিত শর্মা, অভিষেক শর্মার পর তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে টি২০ আন্তর্জাতিকে পাওয়ার প্লে-তে অর্ধশতরান করলেন ঈশান কিষান।

৯৩ নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ৯৩ রানে জয় টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের বৃহত্তম (রানের বিচারে) জয়।

পিচ 'বোমা' সাকলিনের • থাকছে বৃষ্টির ভ্রূকুটিও

অভিষেক জল্পনা নিয়ে আজ কলম্বোয় ভারত

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ১২ ফেব্রুয়ারি : কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা কলম্বোর বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামব। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। পাইলটের ঘোষণা শুনেই হইচই পড়ে গেল বেঙ্গালুরু থেকে কলম্বোগামী ইন্ডিগোর বিমানে। অনেকেই আলোচনা করতে শুরু করলেন, তাহলে রবিবার কী হবে? শেষপর্যন্ত মহারণে বৃষ্টি থাবা বসাবে না তো? পুরো ম্যাচ হবে তো? স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, রবিবার সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলম্বোয়।

বিস্তর বিতর্ক, জমজমাট নাটকের শেষে ভারত-পাক মহারণের জট কেটেছে। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলে আগামীকাল দুপুরের দিকে কলম্বোয় পৌঁছে যাচ্ছেন সূর্যকুমার যাদবরা। মহারণের পারদও চড়তে শুরু করেছে দ্বীপরাষ্ট্রে। শুরু হয়েছে টিকিটের হাহাকার। যদিও রবিবারের মেগা ম্যাচের সব টিকিট ইতিমধ্যেই সোল্ডআউট বলে খবর। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে অভিবাসন পর্ব মিটিয়ে এগিয়ে চলার পথে বিস্তর চমক নজরে এল।

পেল্লায় আকারের বিলবোর্ডে ভারত-পাক মহারণের কাউন্টডাউন দেখানো হচ্ছে। আর সেই বিলবোর্ডের সামনে হিন্দি-উর্দুতে ক্রিকেট চর্চাও চলছে প্রবলভাবে। কলম্বো ডিউটি ফ্রি পার করতেই বেশ বড় আকারের টিভি চোখে পড়তে বাধ্য। সেখানে ভারত বনাম নামিবিয়ার ম্যাচ চলছে। এগিয়ে চলার পথে অনেকেই সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ছেন সাময়িকভাবে। পাকিস্তান কলম্বোর মাঠে জোড়া ম্যাচ খেলে ফেলেছে। টিম ইন্ডিয়া দেশের মাঠে আজ কুড়ির বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলছে। অসুস্থতার কারণে সেই ম্যাচে খেলা হয়নি অভিষেক শর্মার। তাঁর অনুপস্থিতিতে সঞ্জু স্যামসন ফের সুযোগ পেলেও বড় রান পাননি।

এমন অবস্থায় রবিবারের মহারণের বৃষ্টির ভ্রূকুটির মতোই অভিষেক খেলতে পারবেন কিনা, সেই প্রশ্ন ধাওয়া করছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার অভিষেক নিয়ে সুখবর দিতে পারেননি। ফলে জল্পনা এখন চরমে। কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরু হয়ে কলম্বোয় পৌঁছানোর পথে আলাপ হল বেঙ্গালুরুর প্রেম সিংয়ের সঙ্গে। জনাকয়েক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আজই পৌঁছে গিয়েছেন কলম্বোয়। সাংবাদিক পরিচয় শুনে প্রথম প্রশ্নটাই করলেন, 'পাকিস্তান কেন ভারত ম্যাচ বয়কটের নাটকটা করল?' আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'রবিবারের মহারণে অভিষেক কি খেলতে পারবেন?' প্রশ্নটা একা প্রেমের নয়। বরং ক্রিকেট দুনিয়ার সকলেরই।

শুক্রবার দুপুরের দিকে টিম ইন্ডিয়া কলম্বোয় পৌঁছানোর আগে আরও একটা প্রশ্ন ধাওয়া করছে ক্রিকেট দুনিয়াকে। আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামের বাইশ গজ কেমন হবে? এমনিতেই কলম্বোর বাইশ গজে বড় রানের ম্যাচ হচ্ছে না। পিচের মন্থরতার ছবি ধরা পড়েছে আগেই। এমন অবস্থার মধ্যে আজ পিচ বিতর্ক চরমে পৌঁছে দিয়েছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি স্পিনার সাকলিন মুস্তাক। সেদেশের এক টিভি চ্যানেলে তিনি দাবি করেছেন, ভারতের চাপে কলম্বোর বাইশ গজ বদলে দিতেই পারে আইসিসি। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে এমনটা সম্ভব বলেই মনে করছেন সাকলিন। ফলে বিতর্কের ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু করেছে মহারণের মঞ্চে।

নানাবিধ বিতর্কের ঢেউ শেষপর্যন্ত সুনামিতে পরিণত হয় কিনা, সেটাই দেখার। রবিবারের মহারণের জন্য হাতে আর একদমই সময় নেই কিন্তু।

ড্রেসিংরুমে বসে ঈশান কিষানের সঙ্গে ম্যাচ দেখছেন অভিষেক শর্মা।

মোহনবাগানকেও বিনা খরচে যুবভারতী ব্যবহারের অনুমতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ চলছে। কিন্তু তারপরেও যে ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা রয়েছে, সেটা দেখা গেল বৃহস্পতিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনে।

বৃহস্পতিবার থেকে কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের জন্য অফলাইনে টিকিট বিক্রি এবং অনলাইনে কাটা টিকিট দেওয়া শুরু করেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। দেরিতে আইএসএল শুরু হলেও ফুটবলপ্রেমীদের উৎসাহে এতটুকু ভাটা পড়েনি। দুপুর থেকেই টিকিটের জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন বাগান সমর্থকরা। বাগান ম্যানেজমেন্টের আশা, প্রথম ম্যাচে গ্যালারির সিংহভাগ ভর্তি থাকবে।

এদিকে শেষপর্যন্ত আইএসএল শুরু হতে চলেছে দেখে ফুটবলারদের চোখমুখে স্বস্তির ছাপ স্পষ্ট। তবে মোহনবাগান কোচ সের্জিও লোবেরা কিন্তু এইসব নিয়ে না ভেবে কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের দিকেই মনঃসংযোগ করছেন। এদিন অনুশীলনে দল নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করে গেলেন। চুড়ান্ত আক্রমণাত্মক একইসঙ্গে দৃষ্টিনন্দন ফুটবল দর্শনে বিশ্বাসী বাগান কোচ। সেই অনুযায়ী দলকে কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের জন্য তৈরি করছেন তিনি।

ব্রাজিলীয় বল প্লেয়ার রবসন রোবিনহোকে বল হোল্ড করার দায়িত্ব দিয়েছেন লোবেরা। তবে দলের মূল কান্ডারি দিমিত্রিস পেত্রাতোস। অজি গোলমেশিন জেমি ম্যাকলারেনের একটু পিছন থেকে উইথড্রয়াল ফরোয়ার্ডে দিমিকে খেলিয়ে বাজিমাত করতে চান লোবেরা। বৃহস্পতিবার অবশ্য সিংহভাগ সময়েই বাগান ফুটবলাররা সেট পিস অনুশীলন করলেন। বারবার কর্নার থেকে হেডে গোল করতে দেখা গেল আলবার্তো রডরিগজ, শুভাশিস বসুদের। গত মরশুমে স্ট্রাইকারদের পাশাপাশি নিয়মিত গোল করেছিলেন বাগান ডিফেন্ডাররা। এবারেও সেই ধারা বজায় রাখতে চান তাঁরা।

এদিকে ইস্টবেঙ্গলের মতো মোহনবাগানও নিখরচায় যুবভারতী ব্যবহারের অনুমতি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক থেকে রাজ্যগুলিকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছে ক্লাবগুলিকে নিখরচায় স্টেডিয়াম ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্তের দাবি, তাঁরাও নিখরচায় যুবভারতী ব্যবহারের অনুমতি পেতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলেন এবং সেই আবেদন মঞ্জুরও হয়ে গিয়েছে।

প্রথম ম্যাচের টিকিট নিয়ে উন্মাদনা সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মধ্যে

পিচ মোটেই সহজ ছিল না : সূর্য

সেনাদের মতো অনুশীলন, রহস্য ফাঁস হার্দিকের

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : ব্যাট-বলে হার্দিক পান্ডিয়ার অলরাউন্ড শো জারি নামিবিয়ার বিরুদ্ধেও। প্রতিপক্ষ স্পিন জুটির চাপ কাটিয়ে দলের স্কোরকে প্রথমে দুশো পার করে দেন। পেস-সুইংয়ে বল হাতেও ঝাঁঝটা বজায় রাখলেন। যার সুবাদে ম্যাচের সেরা হার্দিক।

সেরার ট্রফি হাতে হার্দিক বলেছেন, 'ক্রিকেট উপভোগ করছি। সবকিছু একদম ঠিকঠাক যাচ্ছে। ব্যাটিং আমার কাছে সবসময় স্পেশাল। দেশের হয়ে খেলা সবসময় গর্বের। বরাবর যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। বিশ্বকাপের আগে নিজেকে সেনাদের মতো কড়া অনুশীলনে ডুবিয়ে রেখেছিলাম। তারই সুফল পাচ্ছি।'

সতীর্থদেরও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। হার্দিকের দাবি, দুই ম্যাচেই পিচ অনুকূল ছিল না। কিন্তু স্কিল দিয়ে যে চ্যালেঞ্জে উতরে গিয়েছে মেন ইন ব্লু। হার্দিক বলেছেন, 'স্পিন এবং পেস, দুই বিভাগেই আমাদের হাতে বেশ কিছু বিকল্প রয়েছে। বরুণ (চক্রবর্তী), অক্ষর (প্যাটেল), কুলদীপ (যাদব) দুর্দান্ত কাজ করছে। উইকেট ব্যাটিং সহায়ক ছিল না। বল থমকে থমকে এসেছে। যে চ্যালেঞ্জ ব্যাটাররা দারুণভাবে সামলাল।'

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের মতে, দারুণ একটা ম্যাচ গেল দলের জন্য। দাবি করেন, 'ঈশান (কিষান), (সঞ্জু) স্যামসনরা যেভাবে খেলছিল, মনে হচ্ছিল পিচ সহজ। আদপে কিন্তু তা নয়। বল থমকে থমকে আসছিল। নামিবিয়ার বোলারদেরও কৃতিত্ব দিতে হবে। প্রথম ৬-৭ ওভারের পর মনে হচ্ছিল স্কোরটা ২৪০ হবে। সবমিলিয়ে ভালো ম্যাচ গেল। বরুণ-অক্ষর জুটিতে দারুণ বল করল। চার ওভার হাত ঘোরালো বুমরাহও। আর যখন প্রয়োজন পড়েছে হার্দিক বল হোক ব্যাট, দায়িত্বটা সামলেছে। সবমিলিয়ে ঠিকঠাক এগোচ্ছি আমরা।'

বিশ্বকাপে প্রথম জয় পেল ইতালি

নেপাল-১২৩ (১৯.৩ ওভার) ইতালি-১২৪/০ (১২.৪ ওভার)

মুম্বই, ১২ ফেব্রুয়ারি : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নতুন ইতিহাস ইতালির। গত ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয়ের দুয়ারে পৌঁছে যাওয়া নেপাল বৃহস্পতিবার কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারেনি। টি২০ বিশ্বকাপে প্রথমবার জয়ের স্বাদ পেল ইউরোপের এই দেশটি। বৃহস্পতিবার তারা ১০ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়েছে নেপালকে।

এদিন টসে জিতে ইতালি প্রথম ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতালিয়ান বোলারদের দাপটে ১৯.৩ ওভারে ১২৩ রানে গুটিয়ে যায় নেপাল। সৌজন্যে ক্রিশ্চিয়ান কালুগামাঙ্গে (১৮/৩) ও বেন মানেতির (৯/২) অনবদ্য বোলিং। নেপালের পক্ষে আরিফ শেখ (২৭), অধিনায়ক রোহিত পাউডেল (২৩) ও আসিফ শেখ (২০) ছাড়া কেউ সেভাবে রান পাননি।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে দুই ওপেনার জাস্টিন মোস্কা (অপরাজিত ৬০) ও অ্যান্থনি মোস্কার (অপরাজিত ৬২) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সুবাদে ১২.৪ ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে তারা। ইতালিকে ঐতিহাসিক জয়ের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার। তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপে প্রথমবার জয় পাওয়ার জন্য ইতালিকে অভিনন্দন। একটি ফুটবলপ্রেমী জাতি ক্রিকেটেও যেভাবে নিজের ছাপ ফেলছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে খেলাটি গোটা বিশ্বে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে।'

অভিনন্দন শচীনের

৩২ বলে ৬২ রান। ইতালির জয়ের পর অ্যান্থনি মোস্কা। মুম্বইয়ে।

শুক্রবার শুরু হবে মহিলাদের রাইজিং স্টারদের এশিয়া কাপ। ব্যাংককে

কিরণচন্দ্র ট্রফি ফুটবলের ফাইনালে ওয়াইএমএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তাপসকুমার চক্রবর্তী ও নীতীশ তরফদার ট্রফি কিরণচন্দ্র নৈশ ফুটবলে ফাইনালে উঠল ওয়াইএমএ। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে জিতেছে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। ৮৬ ও ৮৭ মিনিটে জোড়া গোল করেন কিরণ গুরুং। ম্যাচের সেরার পুরস্কার তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ও বেঙ্গালুরুর আর্মি রেড (ইন্ডিয়ান আর্মি)।

জয়ী ভারতী

কোচবিহার, ১২ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার ভারতী সংঘ ও ব্যায়ামাগার ৪ উইকেটে জিতেছে বোঞ্জার ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে বোঞ্জার ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৯ রান করে। মৃগাঙ্ক দেবনাথের অবদান ৫৯ রান। ম্যাচের সেরা রানা দাস ২৯ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে ভারতী ৩০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৩ রান তুলে নেয়। রাহুল যাদব ৪৭ রান করেন। সঞ্জীব দেবনাথ ২৩ রানে নেন ২ উইকেট। শুক্রবার খেলবে দেবীবাড়ি নতুনপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব এবং বুড়িরপাট ক্লাব ও ব্যায়ামাগার।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন চালসা-এর এক বাসিন্দা

বিজ্ঞাপন

বাসিন্দা সিলিনা মাঝি তিরকি - কে 14.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 98A 25565 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি জীবনে কখনও কল্পনাও করিনি যে আমার কাছে এক কোটি টাকা থাকবে। ডিয়ার লটারি কোটিপতি হওয়ার এক অসাধারন সুযোগ এনে দিয়েছে। ডিয়ার লটারি পরিবারের সাথে থাকতে পেরে আমি অনেক আনন্দিত ও গর্বিত। ডিয়ার লটারির প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।

পশ্চিমবঙ্গ, চালসা - এর একজন

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।